বিষ-কুসুম।

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন-প্রেসে

শ্রীবিহারিলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৩।

বিষ-কুসুম

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দারুণ চিন্তা-স্রোত

নিদাঘকাল! দিনমণি-গগনরাজ্যের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া তীব্র কর-জালে ধরাতলকে বিত্রাসিত করিতেছেন। জগৎ গভীর নিস্তব্ধ-হ্রদে মগ্ন; কেবল একমাত্র দহনোন্মুখ-সমীরণ শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। এমন সময় শ্যামনগরের প্রশস্ত প্রান্তরপথে একটী নবীন যুবক দ্রুতপদে গমন করিতেছেন।

যুবকের বয়ঃক্রম অষ্টাবিংশতিবর্ষ; আকার কমনীয়, রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ললাট প্রশস্ত, সরলতাপূর্ণ আয়ত চক্ষু, কিন্তু গভীর চিন্তায় স্তিমিত ও উজ্জ্বলতাবিহীন। মুখমণ্ডল মধুরতায় ও কমনীয়তায় আপ্লুত, সত্যনিষ্ঠতায় উৎভাসিত; কিন্তু অতর্কিত বিষাদ-কালিমায় মলিন। হৃদয় বিশাল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ।

সেই মধ্য রবির করসমূহ পূর্ণ উষ্ণতা ধারণ করিয়াও পথিকের গতির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারেনি। পথিক অবিশ্রান্ত

চলিতেছেন—দারুণ রৌদ্রে মুখমণ্ডল লোহিতচ্ছবি ধারণ করিয়াছে; তথাপি চলিতেছেন, স্বেদজলে পরিধেয় বসন আর্দ্র হইতেছে, তথাপি নিবৃত্তি নাই, পথিকের বাহ্যিক ক্লেশে কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই, আভ্যন্তরিক ক্লেশে হৃদয় মথিত। "যাঁর হৃদয়কন্দরে প্রবল চিন্তার উচ্চ সন্তাপ, তার সামান্য সূর্য্য-উত্তাপে কি হইবে?

এইরূপে যুবক যখন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন সাগরশোষণশীল পিপাসা তাঁহাকে অস্থির করিল। ক্রমে রসনা নীরস হইল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল, জিহ্বা তালুমূলসংলগ্ন হইল। প্রতিপদক্ষেপে পদ-স্খলন হইতে লাগিল। পথিক আর চলিতে পারেন না; আর সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ় মানসিক উল্লাস নাই—শরীরের অবসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইল।

তিনি অগত্যা সন্নিহিত বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। পানলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে পথিক সম্মুখস্থ সরোবরের শোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া জলপান করিলেন, কিন্তু সলিলের উষ্ণতানিবন্ধন তাঁর তৃপ্তি সাধন হইল না। পুনর্ব্বার বৃক্ষতলে বসিয়া কিঞ্চিৎকাল শ্রম অপনোদন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অবসর পাইয়া নিদ্রা অলক্ষিতরূপে তাঁহার নয়নপথে প্রবিষ্ট হইল—নিমেষমধ্যে তাঁহার চেতনা অপহরণ করিল। পথিক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

জগতে কোন বস্তুই চিরদিন সমান থাকে না। কালের প্রচণ্ড আক্রমণে সকলকেই অবস্থান্তরিত হইতে হয়। এই

লোকশিক্ষা দিবার নিমিত্তই যেন প্রভাকর গগনমণ্ডলে লোহিত কর ন্যস্ত করিয়া নিজের অধঃপতন স্বীকার করিতে উদ্যত হইলেন এবং স্বীয় ক্ষীণপ্রভ করদ্বারা সহায়হীন পথিককে প্রবোধিত করিয়া দিলেন।

পথিক জাগরিত হইয়া দেখিলেন, বেলা অবসান; দিবাকর জগতের তাপ হরণ করিয়া অস্তাচলের চূড়াবলম্বী হইয়াছেন; তখন তিনি তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলেন, "কোথা আমি সন্ধ্যার অগ্রে, বাটী পৌঁছিব, তা না হয়ে নিদ্রার কুহকে মুগ্ধ হয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করিলাম। হায়! নিদ্রা প্রচ্ছন্নভাবে আমার কি সর্ব্বনাশই করিল; এখনও আমাকে তিন ক্রোশ পথ যাইতে হইবে, কিন্তু সন্ধ্যা আগতপ্রায়।" এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে পথিক সেই গ্রামটী পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া সম্মুখস্থ অপর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবতরণ করিলেন।

তখন সন্ধ্যা দেবীর সম্পূর্ণ অধিকার ধরাতলে প্রচারিত। নিশানাথ উদয়াচলের শিখরদেশে পূর্ণ অবয়ব ধারণ করিয়া তরল শুভ্র কিরণে জগৎকে বিধৌত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সুধাকরের বিমল কৌমুদীর সহায় পেয়ে পথিক নির্ব্বিঘ্নে পথ দেখিতে দেখিতে কতক দূর গমন করিলেন, কিন্তু সে সুখ তাঁহার ভাগ্যে প্রথোমোদিত শশাঙ্করেখার ন্যায় নিমেষমধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইল।

নৈর্ঋৎ নৈশ গগনে হঠাৎ নিবিড় ধূম্রপুঞ্জের ন্যায় কতকগুলি মেঘাবলি দেখা দিল। ক্রমশঃ তাহারা নিম্নভাগ পরিত্যাগ করিয়া

স্তূপে স্তূপে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। ঊর্দ্ধে উঠিয়া ক্রমে ক্রমে নিবিড়তর আকার ধারণ করিল—দেখিতে দেখিতে কেলিপ্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কলেবর ধারণ করিল। পরে প্রবল ঝটিকাদ্বারা সন্তাড়িত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তর তর বেগে অনন্ত গগন-পথে ধাবিত হইল। যত গমন করিতে লাগিল, ততই গতি দ্রুততর হইয়া উঠিল; ক্রমে প্রবল বেগে সংঘৃষ্ট হইয়া বিদ্যুদগ্নি উৎগীরণপূর্ব্বক তীব্র বেগে সমস্ত নভস্থল আবৃত করিল। বিভিন্ন মেঘপুঞ্জের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইল। বিশ্বরাজ্য গাঢ় তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইল।

পরক্ষণেই করকামিশ্রিত বৃষ্টি মূষলধারে নিপতিত হইতে লাগিল। প্রমত্ত ইরম্মদের ভৈরব হাস্যে, সান্দ্রজলদাবলির শ্রুতিকঠোর নিনাদে, জগৎ একেবারে স্তম্ভিত হইল। চিন্তা-মর্দ্দিত হৃদয় পথিকের মাথার উপর দিয়া প্রকৃতির ভয়াবহ অত্যাচার বহিতে লাগিল। পথিক অনাশ্রয় হইয়া বিষম বিপদে পতিত হইলেন। কোথায় যাইতেছেন, কোন পথ অতিবাহিত করিতেছেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনাবৃত মস্তকের উপর তীব্র করকানিচয় ও স্থূলবৃষ্টি পড়িতেছে; প্রতিমুহূর্ত্তে সৌদামিনী বিকট হাস্যে আস্য বিস্তার-পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করাইতেছে। ভীষণ বজ্র কড়মড় রবে মাথার উপর ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু তথাপি পথিকের অনুমাত্র ভয়ের সঞ্চার বা গতি রোধ জন্মিল না।

তিনি প্রলয়কারিণী প্রকৃতির জীবনভূত একটী অদ্ভুত সহনশীল প্রাণীর ন্যায় সেই দারুণ অত্যাচার অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া

গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু গন্তব্য পথ নির্ণয় হইল না; নিবিড় অন্ধকারে দৃষ্টিরোধ—সম্মুখস্থ পদার্থগুলি লক্ষিত হইল না। প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার চরণ স্খলিত হইতে লাগিল।

তখন তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া বিস্ফুরিত বিদ্যুদালোকে দিক নির্ণয় করিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু প্রয়াস বিফল হইল। বিদ্যুৎপ্রভাবে সেই গভীর তিমিররাশির যে অংশটুকু চকিতের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইল, তৎপরক্ষণেই তাহা আরও নিবিড়তর হইয়া উঠিল; সুতরাং পথিক এত আয়াসেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন।

পথিক ভীত হইও না—সাহসিক হও। সময়ের স্রোত চিরদিন সমান প্রবাহিত হয় না—কালে পরিবর্ত্তন হইবে। আজ সাগর অগাধ উদরে অনন্ত জলরাশি ধারণ করিতেছে, গগনস্পর্শী ধবলগিরির ন্যায় অত্যুচ্চ তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া ভৈরবনিনাদে জগৎ প্রতিধ্বনিত করিতেছে, লোকের হৃদয়ে দারুণ ভয় জন্মাইতেছে, কাল হয়ত' সময়ের প্রদীপ্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বালুকাময় মরুভূমি হইতে পারে। ধৈর্য্য হও। এ আসন্ন বিপদ ক্ষণস্থায়ী! এখনি কালমুখে বিলীন হইবে।

ঐ দেখ, প্রকৃতি শমিতভাব ধারণ করিতেছে। ধারাপতন বিরল সূক্ষ্মতা অবলম্বন করিতেছে, বায়ুর গতি মন্দ হইয়াছে, আর ভয় নাই। ঐ দেখ, আকাশ নীল আভা ধারণ করিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলদের অন্তরাল হইতে শশিকলার ক্ষীণ প্রভা বিকাশিত হইতেছে। নক্ষত্রগণ ক্রমে ক্রমে স্বীয় স্বীয় স্থান আলোকিত করিতেছে। প্রকৃতি এখুনিই পূর্ণ শান্ত ভাব ধারণ করিবেন।

প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া কমনীয় আকার ধারণ করিল, স্বীয়কৃত নিষ্ঠুর অত্যাচারে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াই যেন কৌমুদী-বসনে মুখ আবৃত করিল। তা দেখে জগৎ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, একেবারে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু পথিক হাসিল না—তাঁহার মুখকান্তি মলিন,—দৃষ্টি বিষাদ-সূচক। তাঁহার হৃদয়ে দারুণ চিন্তা-স্রোত পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে; কর্ণকুহর স্রোতের কলনিস্বনে নিনাদিত হইতেছে।

এ কিসের চিন্তা? এ স্রোতের নিবৃত্তি নাই কেন? হ্যা পথিক! এ কি তোমার অবসাদ-চিন্তা-স্রোত? না, তাই বা কেমন করে হইবে!

প্রকৃতির নির্দ্দয় আচরণে দুইবার এই স্রোত তোমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়াছিল, তার কারণত' এখন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে কি তোমার ভাগ্যের অতর্কিত আসন্ন বিপদচিন্তাস্রোত? তাই হবে; তা না হলে এত দীর্ঘকালস্থায়ী কেন? আমার বোধ হয়, এর পরিণাম মিলন অতি গভীর শোকহ্রদে। কি করিবে পথিক! স্থির হও? তুমি ঘটনার দাস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার অদৃশ্য ভাগ্যে অনেক লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিবে; অবিবাদে অনেক সহ্য করিতে হইবে। এই সবে একটী নবীন স্রোতোচ্ছ্বাসে তোমার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; পরে ঐ বিশাল বক্ষে অতি কঠোর বিভিন্ন স্রোতের উচ্চতম তরঙ্গসকল নৃত্য করিবে, তার প্রতিঘাতে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইবে। তাই বলি পথিক! এই বেলা হৃদয়কে প্রবোধ-আবরণে আবৃত কর? বেগ-সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হও?

নচেৎ এই ঘটনাকুল সংসারে কখনই ভ্রমণ করিতে পারিবে না।

পথিক চন্দ্রালোকে পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রান্তর অতিবাহিত করিয়া সুন্দরপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় ললনামূর্ত্তি।

সুন্দরপুর অতি বিস্তীর্ণ গ্রাম। ইহার পূর্ব্ব দিকে ধবলা নদী বক্রভাবে উত্তর দক্ষিণ সীমাদ্বয় আক্রমণ করিয়াছে—মৃদুমন্দ-গতিতে প্রবাহিত হইয়া ইহার মূলদেশ বিধৌত করিতেছে। পশ্চিম বিভাগে গগনমার্গ ভেদকারী গিরিমালা প্রাকাররূপে অবস্থান করিতেছে। স্থানে স্থানে অসমতল ভূমি, নিবিড় কাননে সুশোভিত ও স্বভাবের অপূর্ব্ব শ্রীবিধায়ক। গ্রামের আভ্যন্তরিক শোভা অতি মনোহর, রাস্তা ঘাট সুপ্রশস্ত এবং পরিষ্কৃত। উচ্চ নীচ ধবল অট্টালিকা উভয় দিকে পর্য্যায়ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ; স্থানে স্থানে সুন্দর সরোবরশোভিত বিবিধ পুষ্পোদ্যান, বিলাসপ্রিয় লোকদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে। বস্তুতঃ এ নগরটী প্রকৃতির কেলিনিকেতন ও সমৃদ্ধির আকরভূমি।

যখন যন্ত্রনিনাদী সময়োদ্গীরণশীল রজতকিঙ্কিণী ঠুন ঠুন রবে এগারটা ঘোষণা করিল, তখন আর্দ্র পরিচ্ছদবিশিষ্ট পথিক দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বিসহ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া, একটী ভবনের সম্মুখস্থ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ, কিন্তু

ভবনের অভ্যন্তর হইতে অস্ফুট মানবকণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিল। তিনি দ্বারে করাঘাত করিলেন, উত্তর পাইলেন না; পুনর্ব্বার করাঘাত করিলেন; পরক্ষণেই ভিতর হইতে অর্গল উম্মুক্ত হইল; ঘর্ঘররবে কবাট দুই ভাগে বিভক্ত হইল। তিনি প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য আবার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। পথিক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, দ্বারে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ললনামূর্ত্তি অলৌকিক রূপে ভবনদ্বার আলোকিত করিয়া তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

পাঠক! এমন রূপ কখন কি দেখেছেন, যদি না দেখে থাকেন, তবে একবার এই সময় মনকে নয়নদ্বারে পাঠাইয়া দিন, মনের সাধ মিটাইয়া দেখে নিন।

ললনার বয়ক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক বলে বোধ হয় না। প্রকৃতিদেবী যেন মানসহস্তে কল্পনা-উপাদানে ইঁহাকে সৃজন করিয়া অবয়বের সুষমা সম্পাদন করিয়াছেন। নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব আকার; তাতে আবার কেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চমৎকার মিলন। কেমন নির্ম্মল ধবলমিশ্রিত আরক্তিম বর্ণ! কি রমণীয় মুখমণ্ডল! স্বভাবোত্থিত মৃদুহাস্য-সনাথ মধুরতায় সে মুখ কেমন বিকসিত। আবার পবিত্র আলোকে কেমন সমাকীর্ণ! কেমন অপ্রশস্ত মসৃণ ললাট! তাতে আবার অযত্নবিন্যস্ত কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপ নিপতিত হয়ে কি অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে।

কিবা সুগোল কপোল! তাতে আবার কেমন ঈষৎ লোহিত-চ্ছবি প্রকটিত! কেমন প্রবালের ন্যায় আরক্তিম ক্ষুদ্র ওষ্ঠ! মুক্তাকলাপের ন্যায় সুচিক্কণ নির্ম্মল দন্তপঙ্ক্তি কেমন অনবকাশ-

সুলভে সন্নিবেশিত। তিল কুসুমের ন্যায় কি সুন্দর নাসিকা! এই লাবণ্যময়ীর আকর্ণবিস্ফারিত ইন্দীবরতুল্য নয়নদ্বয়, কখন সুকোমল পবিত্র সুখাবসাদে ভাসমান হইয়া; কখন বা স্বর্গীয় নির্ম্মল প্রেমালোকে উদ্ভাসিত হইয়া; কখন বা প্রভূত সরলতাগর্ভ কটাক্ষে প্রকৃতিগত অযত্ননিগুহিত লাবণ্যগর্ব্ব প্রকাশিত করিয়া কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে। সেই সুবৃহৎ নয়নদ্বয়ের উপরিভাগে সুবঙ্কিম স্থূলমধ্য ভ্রূযুগল উভয়োপান্ত সূক্ষ্ম হইয়া চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় কিবা অর্দ্ধচক্রাকারে প্রকটিত হইয়াছে।

পাঠক! এ মুখের তুলনা কি পার্থিব জগতে না অমরলোকে একাধারে পাওয়া যায়? যদি চন্দ্রমার ক্ষয়দোষ, কলঙ্কদোষ এবং অস্তদোষ না থাকিত, যদি কমলের মলিনতা, পরাগধূসরতা এবং কণ্টকবৃন্ততা দোষ তিরোহিত হইত, তাহা হইলে উভয়ের সারসৌন্দর্য্য একত্র করে একবার দেখিলেও দেখা যাইত, কিন্তু তুলনা হ'ত কি না, তা বলিতে পারি না; সেটা আপনারা মনে মনে কল্পনা-দৃশ্যে দেখিয়া লইবেন।

পাঠক! মুখের শোভায় নয়ন মজিয়ে সকল সময় কাটাইলে কি হইবে? অপরাপর অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখিবেন চলুন? যে অঙ্গ দেখিবেন, তাহাতেই মন মগ্ন হইবে। তাই বলে এত বাড়াবাড়ি করিবেন না? কুলবধূ কতক্ষণ এমন করে আপনাদের নয়নপথে দাঁড়াইয়া থাকিবেন? অল্পে অল্পে সকল অঙ্গের সার লাবণ্য সংগ্রহ করে নিন। যদি মনে ভাল লাগে; যদি মন পবিত্রভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; যদি নয়ন অতর্কিত উদাসীন ভাবে দেখিতে ইচ্ছা করে; তবে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া লইবেন।

এই বরাঙ্গনার স্তনদ্বয় প্রশস্ত হৃদয় ভেদ করিয়া পীনতা-সহকারে ক্রমোন্নত হইয়াছে। পরস্পরের মূল সংলগ্ন হইয়া অপূর্ব্ব লাবণ্যের সুষমা সম্পাদন করিতেছে। মুষ্টিমেয়কটী, সে গুরুভার বহনে অশক্ত, এইটী উভয় পার্শ্বস্থ তিনটী রেখা দ্বারা বিশদরূপে প্রকাশ করিতেছে।

কমনীয় গ্রীবা, ক্রমনিম্ন স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে সংলগ্ন হইয়া পরস্পরের অলৌকিক শ্রী প্রকটিত করিতেছে। মৃণাল ধবলের ন্যায় সুগোল বাহুযুগল নয়ন আকৃষ্ট করিতেছে। গুরুভার নিতম্ব; রামতরুর ন্যায় মসৃণ উরুযুগল অপূর্ব্ব লাবণ্যরাশির প্রাণভূত অঙ্গযষ্ঠীকে ধারণ করিয়া জগতের মন একেবারে মুগ্ধ করিতেছে। কর-চরণতল গোলাপি আভায় আভাসমান। চম্পককোরকের ন্যায় সুন্দর অঙ্গুলি।

আর কুলাঙ্গনার রূপ নিয়ে বেশী নাড়াচাড়ায় আবশ্যক নাই! এস পাঠক! এইখানে বিশ্রাম করে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি।

সুন্দরী দ্বারোপান্তে নবীন পথিককে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দরসে সিঞ্চিত হইল, মুখ আরক্তিম হইল, নয়ন মুকুলিত হইয়া পড়িল—ক্ষুদ্র ঠোঁটে ঈষৎ হাসির রেখা প্রকাশ পাইল। রমণী পথিকের কটাক্ষের সহিত কটাক্ষ বিনিময় করিয়া বলিলেন, "একি! নূতন লোক কোথা থেকে?"

এই কথাগুলি যুবকের কর্ণে মধু ঢেলে দিল। তাঁর হৃদয়ে যে দারুণ চিন্তা-স্রোত বহিতেছিল, সে স্রোত আর স্থান পাইল না; এখন যুবতীর লাবণ্যসুধামিশ্রিত প্রণয়-স্রোত সে ক্লিষ্ট হৃদয়কে অধিকার করিল। পথিকের সেই বিষণ্ণবদনে হাসি

দেখা দিল। তখন পথিক সহাস্যমুখে বলিলেন "সুন্দরি! এখন বুঝি নূতনে স্পৃহা বেশী ?"

যুবতী। নূতনে কার না ইচ্ছা হয়; তা বলে তোমাদের মতন সকল বিষয়ে নয়।

পথি। সকল বিষয়ে না হয়, কতক কতক বিষয়ত' তোমাদের রুচির প্রিয় ? তার মধ্যে—

যুবতী কুটিল অথচ মধুর কটাক্ষ বিস্তার করিয়া বলিলেন —"হ্যাঁ যাতে কোন দোষ নাই, এমন নূতন ভাল।"

প। তোমার চক্ষে যেটি দোষ নয়, সেটি অপরের চক্ষে দোষ বলে বোধ হইতে পারে।

চতুরার লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে গোলাপের আভা প্রকাশ পাইল। নয়নে পবিত্র প্রণয়-জ্যোতিঃ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল তখন যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"নূতন সব ভাল, কেবল দুই টা নয় ?"

প। সে কোন দুটী ? সুন্দরি!

যু। বুঝিতে পাচ্চ না ? খুলে বলতে হবে নাকি ?

প। হ্যাঁ

তখন যুবতী স্বভাবসিদ্ধ লজ্জায় আনতমুখী হইয়া বলিলেন, "ভাত আর—"

পথিক, যুবতীর চিবুক ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন.—"প্রিয়ে! বুঝিছি, আর বলিতে হইবেনা ? আমি মনে করিয়াছিলাম, নূতন রুচির অনুরোধে বুঝি আমাকে বাতিল করেছিলে; তা নয়, এখনও হৃদয়ে আমার স্থান আছে।"

"এ হৃদয় যত দিন থাকিবে তত দিন"

এই কথা বলিতে বলিতে সুন্দরী পথিকের মুখমণ্ডলে কমনীয় দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টি সরলতাপূর্ণ, পবিত্র প্রণয়গর্ভ ও তাপব্যঞ্জক।

পথিকের হৃদয়কন্দর আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বলিত হইল—বদন-মণ্ডল অনুরাগচিহ্ন ধারণ করিল। তখন পথিক আবার বলিলেন, "প্রিয়ে! ভাল আছ ?"

যু। এখন ভাল বৈকি ?

এই কথায় পথিকের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মনোহর মুখকান্তি বিষণ্ণতা ধারণ করিল, সহসা চকিতনেত্রে যুবতীর পূর্ণ লাবণ্যময় মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমোদ-প্রিয় আত্মার কালাকাল বিচার থাকে না; সর্ব্বদাই আমোদে অন্ধ হইয়া কৌতুক ভাল বাসে। যুবতীর বাটীতে রোগী আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন; এদিকে পথিক স্বভাবের অসহ্য উৎপীড়নে নিপীড়িত, চিন্তায় হৃদয় দলিত হইয়া দ্বারে উপস্থিত; এমন সময়েও যুবতীর সরস হৃদয়ে কৌতুকের কবাট খুলিয়া গেল। যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"একি অবাক হয়ে রহিলে কেন ? আমার ভাল থাকা বুঝি তোমার প্রাণে ভাল লাগিলনা ?"

প। সে কি ? সুন্দরি! অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় বলিলে কেন ? আমায় কি পর ভাব না শত্রু জ্ঞান কর ?

যু। আমিত ভাই! দুটীর একটীও ভাবিনা ? তবে যদি তুমি ভাব।

প। আমি কাকে ভাবি প্রিয়ে ?

যু। এই হতভাগিনীকে।

প। এ দেহের অবসানেও বোধ হয় নয়।

যু। তবে অমন করেছিলে কেন?

পথিক বলিলেন—"তোমার কথার ভাবে বোধ হ'ল, পূর্ব্বে তোমার পীড়া হইয়াছিল, এখন ভাল হইয়াছ; কিন্তু তোমার আকার দেখে তাত বোধ হয় না। তবে "এখন ভাল বৈকি" এ কথার তাৎপর্য্য কি? এই ভাবনায় আমার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, তোমার কথার মর্ম্মোদ্ঘাটনে মন নিযুক্ত হইয়াছিল।"

রসিকা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কেমন? আমার কথার ভাব বুঝিতে পেরেছ?"

প। না; এখন পারিনি! তোমার কি অসুখ হইয়াছিল?

"সে বড় কঠিন অসুখ" বলিয়া যুবতী সহাস্য বদন আনত করিলেন।

দৈহিক ও মানসিক ক্লেশে পথিকের মনোবৃত্তি মলিনতা ধারণ করিয়াছিল, সেজন্য তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত রহস্যভেদ করিতে পারেন নি; এখন নায়িকার ভাবভঙ্গিতে তাঁহার চতুরতা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"সুন্দরি! তবে এখন আমি পুরস্কারের পাত্রী"।

যুবতী যুবকের প্রতি নীলনয়নের প্রান্ত ভাগ দিয়া প্রণয়-রস-স্নিগ্ধ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন—"রোগের আশু প্রতিকার হয়নি, সেই জন্যে পুরস্কার বিবেচনাস্থল; এখন বাড়ীর ভিতর চল?"

পথিকের অমনি চট্‌কা ভাঙ্গিল; যে চিন্তা-স্রোত ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তরে নিহিত ছিল, এখন সময় পাইয়া আবার প্রখর গতি ধারণ করিল, সেই গতিবিধিতে পথিকের মনের আবেগ

দ্বিগুণতর বাড়িয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—"কর্ত্তা কেমন আছেন?"

যুবতী বলিলেন—" তিনি বড় ভাল নাই! তাঁর ব্যামটা বড় কঠিন; বোধ হয়, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা।"

"বল কি? এত কঠিন হইয়াছে? শীঘ্র চল তাঁকে দেখিগে," এই কথা বলিয়া পথিক গমনোদ্যত হইলেন।

যুবতীও দ্বার রুদ্ধ করিয়া কৌমুদীর ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিলেন। পথিক ত্বরিতপদে রোগীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন কক্ষের অভ্যন্তরে পিত্তল দীপপাদপে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া রোগী রোগের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, বাহ্য জগৎ হইতে মনকে পৃথক করিয়া পরজগতের ভীষণ চিন্তায় গাঢ় নিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার নয়ন, মুদ্রিত ও নিমজ্জনোন্মুখ; দেহ চর্ম্মাচ্ছাদিত কঙ্কালময়। তাঁহার পার্শ্বে শ্যামা দাসী উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে। অপর পার্শ্বে একখানি রেকাবে কিস্‌মিস্, মিছ্‌রি, বেদানা রহিয়াছে; দুইটী মান-চিহ্নিত ঔষধের শিশী রহিয়াছে।

গৃহটী এমনি গভীর নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ যে প্রবেশমাত্রেই লোকশূন্য বলিয়া বোধ হয়, কেবল রোগীর রোগাবসাদসূচক নিশ্বাসধ্বনি প্রাণের সত্ত্বা প্রতীয়মান করিতেছে। তখন পথিক শয্যার নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—" বাবা! আপনি কেমন আছেন?"

প্রশ্ন বিফল হইল।

পথিক পুনর্ব্বার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন " বাবা! কেমন আছেন?"

উত্তর—" আঁা—কেও ?"

উত্তরদাতা অতি কষ্টে চক্ষু চাহিলেন, কিন্তু চক্ষু চক্ষুর কার্য্য করিলনা।

প্রশ্নকর্ত্তা আবার বলিলেন,—" বাবা! আমি, আমায় চিনিতে পারিতেছেন না ?'

রোগী বলিলেন,—" কেও অমরনাথ ?"

পাঠক! যুবক ও পথিক সাজিয়া আপনাদের নয়নপথে যিনি অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছিলেন, এখন তিনি সে সকল আখ্যা পরিত্যাগ করিয়া অমরনাথ নামে পরিচিত হইলেন।

অমরনাথ বলিলেন,—"হ্যাঁ বাবা! আমি অমরনাথ।"

রোগী দুর্ব্বিসহ রোগযন্ত্রণায় নিপীড়িত, আজন্মপরিচিত—দুশ্ছেদ্য মায়াময় সংসাররাজ্য পরিত্যাগোন্মুখ এবং আসন্ন অপরিচিত ভয়াবহ স্থানগমনচিন্তায় নিতান্ত ভীত, তথাপি তাঁহার সেই ক্লিষ্ট অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার হইল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই স্নেহাধার প্রিয় পুত্রের সমাগম কামনা করিতেছিলেন একণে সেই কামনা পরিপূর্ণ হইল; দেহে যেন নূতন বলের সঞ্চার হইল। তখন তিনি পুত্রের অঙ্গে স্বীয় অতি দুর্ব্বল হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন,—" বাবা! ভাল আছ? কখন এলে ?"

" আমি ভাল আছি, এই মাত্র আসিয়াছি "

এই কথা বলিয়া অমর নাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—" আপনি এখন কেমন আছেন ?"

রো। "অবস্থা ভাল নয়! হ্যাঁ বাপু, তোমার কাপড় ভিজে কেন ?"

অমরনাথ বলিলেন,—"পথে অত্যন্ত ঝড় জল হইয়াছিল, তাই কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে।"

আভ্যন্তরিক জগতে রোগের দারুণ ঝড় বহিতেছে, তাহার আঘাতে ক্ষীণপ্রভাপন্ন জীবনশিখা, প্রতি নিমেষে নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে; সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাচারে রোগীর ইন্দ্রিয় জ্ঞান স্তম্ভিত। বাহ্য জগতে যে স্বভাবের নিষ্ঠুর ব্যবহার ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার বোধের অতীত বিষয়। সেই জন্য রোগী অবাক হইয়া বলিলেন,—"কখন ঝড় বৃষ্টি হইল?"

অমরনাথ বলিলেন "ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে।"

তখন রোগী আগ্রহের সহিত বলিলেন—"তুমি এখনও ভিজে কাপড় ছাড় নাই? যাও বাবা? এখনি কাপড় ছাড়গে, পরে আমার কাছে বস।"

"যাই এই।" এই কথা বলিয়া অমরনাথ পিতার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং মস্তক ও নাসিকা পরীক্ষা করিয়া রোগীর নাড়ির অবস্থা দেখিতে লাগিলেন।

রোগী আবার বলিলেন—"কেন বিলম্ব করিতেছ বাবা? শীঘ্র কাপড় ছাড়গে? না হলে অসুখ করিবে; এখন ওসব দেখা থাক? কাপড় ছেড়ে কিছু জল খেয়ে এস?"

তখন অমরনাথ পিতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিজের শয়ন-কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন—উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চারুহাসিনী একখানি পরিধেয় বসন হস্তে করিয়া তাঁহার আগমনপথ প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অমরনাথ সহাস্য বদনে, "বড় অনুগ্রহ," এই বলিয়া প্রিয়ার হস্ত হইতে কাপড় লইলেন, আর্দ্র বসন পরিত্যাগ করিয়া

হস্তপদ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। এদিকে যুবতী গৃহাভ্যন্তরে আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার পতির নিকট গমন করিয়া বলিলেন—"পা ধুতে যে রাত কেটে গেল, না হয় একটা পা ধুয়ে নাও।"

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আর একটা পা, কে ধুয়ে দেবে? তুমি নাকি?"

তখন যুবতী নায়কের প্রতি চটুলদৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সেত প্রার্থনীয়! এখন একটা পা ধুয়ে খাবে বল? পরে না হয় আমি ও পাটা ধুয়ে দিব।"

অ। না, প্রিয়ে! ও হাত পায়ে শোভা পায় না—হৃদয়ে।

যু। না, না, পা যে—

অ। অত অল্প বয়েসে এত পতিভক্তি! ভাল ভাল শুনে সুখী হলাম।

যুবতী ঈষৎ লজ্জাবনতমুখী হইয়া বলিলেন,—এখন ঠাট্টা রেখে দাও, খাবে চল।

"তোমার বুঝি খিদে পেয়েচে? তাই এত তাড়াতাড়ি!" এই বলিয়া অমরনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আসনে উপবেশন করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবতী সম্মুখে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে "এটী খাও, ওটী খাও" বলিয়া পতিকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভোক্তার উদর পরিপূর্ণ; কণামাত্র ধারণেও অক্ষম, তথাপি যুবতীর অনুরোধ নিবৃত্তি হয় না।

ভোজনকর্ত্তা যত "পারিনা বলিতেছেন" ততই "না তোমাকে খেতে হবে, যদি না খাওত' আমার মাথা খাও" ইত্যাদি নানাবিধ অনুরোধসূচক ধ্বনি যুবতীর মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। এদিকে প্রণয়িনীর প্রণয়গর্ভ অনুরোধভার, ওদিকে উদরের উৎকট ভোজনভার, উভয় ভারে আক্রান্ত হইয়া অমরনাথ বিষম বিপদে পড়িলেন। যদি প্রিয়ার অনুরোধ রক্ষা করেন, তা হলে উদর ক্রোধান্ধ হইয়া বাহমান ভারগুলি উৎগীরণ করিয়া একবারে ভারহীন হয়। আর যদি উদরের অনুরোধ রক্ষাকরেণ, তাহলে প্রণয়িনীর হৃদয়ে দারুণ অভিমানের সৃষ্টি হয়। এই উভয়বিধ চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে যুগৎপৎ আক্রমণ করিল। তিনি ইতিকর্ত্তব্যতা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, তখন কাজির বিচার করিয়া অমরনাথ ভোজনকাণ্ড সমাপন করিলেন; তৎপরে পিতার গৃহে গমন করিলেন।

অমরনাথ পিতার নিকট উপবেশন করিয়া তাঁহাকে রোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রোগীও অতি ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে এক একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন; কিন্তু রোগের দারুণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট কণ্ঠ, শুষ্ক হইয়া মধ্যে মধ্যে বাক্যস্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। সেই গৃহের সুধাধবল দেওয়ালের ঘড়িতে একটা বাজিল; রোগীর কর্ণে সেটী প্রতিঘাত করিল।

সন্তাপতাপিত রোগীর নীরস হৃদয়ে বাৎসল্য-রসের সঞ্চার হইল; হৃদয় সে রসে একেবারে গলিয়া গেল। তখন রোগী

বলিলেন—,"বাবা অমরনাথ! রাত একটা বাজিল; পথ চলে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে, শয়ন কর গে, আর রাত জেগে কাজ নাই। আমি এখন বেস আছি।

পথশ্রমনিবন্ধন অমরনাথের অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছিল, নিদ্রাও তাঁহার নয়নপথে এক একবার অলক্ষিতরূপে দেখা দিতেছিল। তিনি শ্যামাদাসী আর প্রিয়তমাকে পিতার নিকট রাখিয়া শয়নকক্ষে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনন্ত নিদ্রা।

দিনমণি কমলিনীর প্রবল বিয়োগসন্তাপে এতক্ষণ দগ্ধ হইতেছিলেন, আর সে তাপ সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রণয়বিধুর হৃদয় সে ভীষণ উত্তাপ কতক্ষণ সহিবে? উষাকে দূতী করিয়া পাঠাইলেন। উষা অভিসারিকার ন্যায় নিঃশব্দে প্রসুপ্ত জগতে পদবিন্যাস করিয়া দেখিলেন, নিশানাথ রাত্র-জাগরণে ক্লিষ্ট হইয়া পশ্চিমাচলে পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। তখন তিনি মুখের আবরণ খুলিলেন; ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ জগতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জগৎও প্রতি পদক্ষেপে জাগিতে লাগিল। কিন্তু দিনমণি তাঁহার প্রত্যাগমন কাল সহ্য করিতে পারিলেন না, স্বয়ং গগনদ্বারে কর বিন্যস্ত করিয়া উঁকি মারিলেন। তাঁহার সেই লোহিত করে নভস্থল স্বর্ণচ্ছবি ধারণ করিল; ধরাতলও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিশ্বরাজ্যের প্রবোধিত ধ্বনি অমরনাথের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—অমরনাথ জাগিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, শয্যার পার্শ্বে অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু শরচ্চন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অমরনাথের হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। সে স্রোতের বেগ এত প্রবল হইল যে, অমরনাথের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কেবল প্রণয়সূচক দৃষ্টি ও মুখকান্তি মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

সে অপূর্ব্ব প্রেম, সে অপূর্ব্ব আনন্দ; এজগতে সে আনন্দ ক'জন লোক অনুভব করিতে পায়? যাহার হৃদয়ে সেই স্বর্গীয় প্রেম, সেই পবিত্র আনন্দ বিরাজ করে, সেই ধন্য; তাহার জীবন সার্থক, সেই এ সংসারে প্রকৃত সুখী।

অমরনাথ প্রিয়বন্ধু শরচ্চন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া শয্যায় বসাইলেন; সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই শরৎ! কেমন আছ?"

এই কটী কথা যেন তাঁহার প্রণয়পূর্ণ হৃদয়ের অন্তর্ভবন হইতে নির্গত হইল।

শরৎ বলিলেন,—"ভাল আছি; তুমি কখন এলে?"

অ। রাত এগারটার সময়।

শ। ভাল আছ?

অ। তোমায় দেখে।

শ। চিঠি কবে পেলে?

অ। সোমবার।

শ। তবে এত বিলম্ব হইল কেন?

অ। হাতের কার্য্য শেষ না করে ছুটি লইতে পারি না, তাই বিলম্ব হয়ে পড়িল।

শ। পথে বড় কষ্ট পেয়েচ?

অ। অত্যন্ত; তোমার বাড়ির সকলে ভাল আছে?

শ। ভাল আছে।

অমরনাথ বন্ধুর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় অমরনাথের স্ত্রী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যুবতী সর্ব্বদাই আমোদ ভাল বাসেন, তাতে আবার অনেক দিনের পর পতি আসিয়াছে, আর রঙ্গে আছে! (একে সো, তায় আবার স্বামীর সোহাগ) রসিকার হৃদয়ে কেবল রহস্য-লহরী নৃত্য করিতেছে।

সুন্দরী স্বীয় পতি ও তাঁহার বন্ধুকে একত্রে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"রঙ্গে পাই! আমি বলি আর কে বুঝি! অনেক দিনের পর দেখা হলে কি অমনি করে মুখ শোঁকাশুঁকি কর্‌তে হয়?"

অমরনাথ কুটিলদৃষ্টি প্রিয়ার দৃষ্টিতে মিশ্রিত করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! হিংসা হল নাকি? স্বজাতিতেই এই, ভিন্ন জাতি হলে যে কি কর্‌তে, তা বলতে পারি না। বোধ হয় ও কোমল হৃদয় ফেটে দুখানা হত"।

নবীনার লোহিত ওষ্ঠে নবীন হাসির আভা প্রকাশ পেলে, পাছে উচ্চতর হয়ে অধরে স্থান না পায়, এই জন্যে যুবতী, কোমল করে ওষ্ঠাধর আবৃত করে বলিলেন,—

"না, না, তা নয়—এ ফাটিবার হৃদয় নয়. ইচ্ছা থাকে কর ? এ হৃদয় অবিবাদে সহ্য করিবে ; তোমাদের মতন কাঁচের হৃদয় নয় ?"

অ। আমাদের কি কাঁচের হৃদয় ?

যু। তোমাদের ও হৃদয়দর্পণ ; অনেক মূর্ত্তির সুখের আধার।

অ। তোমাদের ও কিসের ? প্রতিমূর্ত্তি কি পড়ে না ?

যু। না, এতে প্রতিমূর্ত্তি স্থান পায় না—এ পাষাণের—এ তাপে ফাটে না, গুরুভারেও ভাঙ্গে না,—

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

" তবে ওতে কোন মূর্ত্তির স্থান নাই ? একেবারে প্রতিমূর্ত্তি বিহীন ?"

তখন হাসি অন্তরে স্থান না পেয়ে সুন্দরীর সুলোহিত ক্ষীণ-ওষ্ঠপুট ভেদ করে প্রকাশ হল ; সে হাসি সরলতাগর্ভ ; প্রণয়-পূর্ণ ; নারীর পবিত্র স্বভাবসুলভগর্ব্বসূচক।

যুবতী সেই মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—

"এতে অপর কোন মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব পড়ে না বটে, কিন্তু মূর্ত্তিবিহীন নহে ? এতে ঈশ্বরদত্ত যে আরাধ্য মূর্ত্তি খোদা আছে, সেই পবিত্রমূর্ত্তি ইহা সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছে, সে মূর্ত্তি চিরস্থায়ী। যত দিন এ হৃদয় থাকিবে, ততদিন সেই মূর্ত্তি ধারণ করিবে ; ইষ্টদেবতা জ্ঞান করে পূজা করিবে"।

তখন অমরনাথের হৃদয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হইল ; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি কি ভাগ্যবান ! আমার তুল্য ভাগ্যবান বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। যদি জগতে স্বর্গীয় সুখে

কেহ সুখী থাকে; যদি সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা-সাধ্বী স্ত্রী-রত্নলাভে কেহ গর্ব্বিত থাকে, তবে সে আমি”. এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রিয়ার লাবণ্যমাখা বদনে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—“প্রিয়ে! তোমার ঠোঁট দু খানি যে আরও কিছু বলিবার জন্য ধীরে ধীরে নৃত্য করিতেছে, কিছু ইচ্ছা থাকে বল।”

যু। কথায় কি আশা মেটে? যাবজ্জীবন বলিলেও মনের সাধ ফুরায় না; সে যাহোক, তুমি কি কোণ ছাড়বে না?

অ। সবে কাল এসেছি, এরি মধ্যে কি ঘর থেকে তাড়াতে চাও?

যু। বালাই! ঘর থেকে নয়; কোণ থেকে।

অ। সেও তোমার জন্যে।

যু। না, তোমার বন্ধুর জন্যে।

“সুন্দরি! এই চলিলাম,” বলিয়া অমরনাথ বন্ধুর হস্ত ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, পল্লিস্থ মহিলাগণ তাঁহার প্রতীক্ষায় অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তখনি যাঁহার সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ, তদনুযায়িক অভ্যর্থনা করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে “বাবা অমরনাথ! ভাল আছ?”

“কাকাবাবু! ভাল আছেন?” “দাদাবাবু ভাল আছেন?” এইরূপ নানা প্রশ্ন উত্থিত হইল। অমরনাথ যথাবিধি শিষ্টাচারে উত্তর প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। অমরনাথের সে বাক্যগুলি তাহাদের কর্ণে মধু বর্ষণ করিল।

অমরনাথের স্বতঃসিদ্ধ অমায়িকতা, পরোপকারিতা, সহিষ্ণুতা, মধুরতা ও বদান্যতা প্রভৃতি গুণগ্রামে সেই গ্রামের আবাল বৃদ্ধ

বনিতা সকলেই মুগ্ধ; সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসে; সকলেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে।

একাধারে যাঁর এত গুণ, তিনি যে লোকের হৃদয়গ্রাহী হইবেন, এ কিছু বিচিত্র নয়।

অমরনাথ তাঁহাদিগের নিকট হইতে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন; শ্যামাকে রোগীর গত রাত্রের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্যামা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। তিনিও রোগীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেন, "এখনি ডাক্তার আনা আবশ্যক" বিবেচনা করিয়া বহির্বাটীতে গমন করিলেন। ভৃত্যকে ডাকিয়া ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে অমরনাথ বাটী আসিয়াছেন শুনিয়া গ্রামের ভদ্র লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে আসিতে লাগিলেন। অমরনাথ তাঁহাদিগকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অমরনাথের শীলতা ও সুজনতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে সকলেই আসন পরিগ্রহ করিলেন। এদিকে ডাক্তার বাবু প্যাণ্টুলান কোট পরিয়া সাহেবি চালে পদনিক্ষেপ করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবু "গুডমর্ণিং" বলিয়া অমরনাথের করমর্দ্দন করিলেন। অমরনাথও তদনুরূপ শিষ্টাচারে তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়া এক খানি চেয়ারে তাঁহাকে বসাইলেন। ডাক্তার বাবু অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগীর অবস্থা কেমন?"

অমরনাথ, বলিলেন—"অবস্থা বড় ভাল নয়! আপনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন"

"তবে চলুন, একবার দেখে আসি;" এই বলিয়া ডাক্তার বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমরনাথ ডাক্তার বাবুকে ও সমাগত ভদ্র লোকদিগকে সঙ্গে করিয়া রোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তার বাবু অগ্রে রোগীর বক্ষ, চক্ষু ও জিহ্বা পরীক্ষা করিলেন; পরে সুবর্ণশৃঙ্খলপরিশোভিত স্বর্ণঘড়ির মুখাবরণ উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখে রাখিলেন। রোগীর হস্ত ধারণ করিয়া ঘড়ির গতির সহিত নাড়ীর গতি মিলাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখ বিষাদসূচক চিহ্ন ধারণ করিল; ভ্রূদ্বয় কুটিল হইতে লাগিল; ওষ্ঠ নাসিকা ঈষৎ আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি হস্ত পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

অমরনাথ ডাক্তারের অঙ্গভঙ্গিতে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহাশয়! কেমন দেখিলেন?"

ডাক্তার বাবু অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"অবস্থা খারাপ যত দূর হইবার হইয়াছে, আর এক ঘণ্টাবাদে জ্বর আসিবে, সে সাঙ্ঘাতিক জ্বর! সেই জ্বরবিচ্ছেদে—সতর্ক থাকিবেন;" এই বলিয়া ডাক্তার বিদায় হইলেন।

অমরনাথের মুখকান্তি বিবর্ণ হইল। সে মুখে আর সে জ্যোতিঃ নাই; আর সে মধুমাখা হাসি নাই; নয়নের সেরূপ আনন্দসূচক দৃষ্টি নাই—বিষাদ-কালিমায় একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! কেমন আছেন?"

রোগী চাহিলেন; কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কথা

কহিতে পারিলেন না। চক্ষে জল আসিল—চক্ষুপ্রান্ত দিয়া গড়াইয়া পড়িল; তবুও তিনি একদৃষ্টে অমরনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; কপালে করাঘাত করিলেন।

অমরনাথ তাহা দেখিতে পাইলেন; দুঃখে হৃদয় দলিত হইতে লাগিল। শোকবারি নয়ন-পথে প্রকাশ পাইল, কিন্তু সে বিশাল নয়নে স্থান হইল না; -উচ্ছ্বলিত হইয়া বেগে প্রশস্ত হৃদয়ে ধাবিত হইল। অমরনাথ একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন।

তখন সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"এক্ষণে রোগীকে বাহিরের ঘরে নেযান যুক্তিসঙ্গত।"

অমরনাথ অগত্যা তাহাতে মত দিলেন। কার্য্যও তৎক্ষণাৎ সেই মত হইল।

সময় থাকিবার নয়! নদীর স্রোতের ন্যায় অবিবাদে গড়াইয়া যাইতেছে। ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দণ্ড, ক্রমান্বয়ে চক্র-নেমির ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। যিনি, সাগরপরিখাবেষ্টিত বসুন্ধরার অধিপতি হইয়া আশাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া অপার আনন্দতরঙ্গে ভাসি-তেছেন; তাঁহারও সময় যাইতেছে; সময় তাঁহার সুখে ভুলিয়া অপেক্ষা করিতেছে না। প্রণয়ী, প্রেমালাপে মগ্ন হইয়া আত্মাকে স্বর্গীয় সুখাস্বাদনে অভ্যস্ত করাইতেছে; তাহারও সময় যাইতেছে; সময় তাহার সে প্রেমে কটাক্ষপাত করিতেছে না। বন্দী কারাবাসজনিত দুর্বিসহ যাতনায় দগ্ধ-হৃদয় হইয়া পরিণাম চিন্তা করিতেছে; তাহারও সময় যাইতেছে;

সময় তাহার মুখাপেক্ষা করিতেছে না। রোগী মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া কালের করাল আক্রমণকে প্রতীক্ষা করিতেছে; অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; তাহারও সময় যাইতেছে; সময় তাতে কর্ণপাত করিতেছে না। অনন্ত কালের আকর্ষণে পূর্ব্বে যেমন গিয়াছে, সেইরূপ যাইতেছে— গতির প্রতিরোধ নাই।

আজও সময় তেমনি চলিয়া গেল। এদিকে তিনটা বাজিল; অমরনাথের রুগ্ন পিতার মানবলীলা সম্বরণের সময় উপস্থিত হইল। সে অতি ভীষণ সময়! পাপীর দারুণ যন্ত্রণার সময়; ভোগীর অনুতাপের সময়; ধার্ম্মিকের চিরমঙ্গলের সময় এবং মুমুক্ষুর অনন্ত শান্তিসুখের সময়।

ক্রমে বাটী জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সকলেই রোগীর অবস্থার প্রতি সতর্কতাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অমরনাথ শূন্যনয়নে পিতার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; কখন কিরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাই দেখিতে লাগিলেন। ক্রমেই রোগীর অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল; ক্রমেই চেতনা বিলুপ্ত হইয়া উঠিল; বাহ্য জগতের সঙ্গে তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ রহিলনা।

তাঁহার বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন,—“মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।”

রোগীর জীবনোচ্ছ্বাস নাভিমূল পরিত্যাগ করিয়া কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিল। নয়ন ও মুখকান্তি বিকৃতিভাব ধারণ করিল।

রোগী মুখব্যাদান করিয়া কণ্ঠস্থ প্রাণবায়ুকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সমারোহ ব্যাপার।

এক দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহিরের দরজায় একখানি পিঁড়ে ঠেসান দিয়া একজন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া আছেন; সম্মুখে একখানি জীর্ণ পুস্তক খোলা। তিনি এক একবার সেই পুস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন আর অনন্যমন হইয়া শম্বুকের হৃদয়কন্দর হইতে বুদ্ধিসম্মার্জ্জনী তাম্রকূটচূর্ণ অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক প্রশস্ত নাসাবিবরে প্রদান করিতেছেন, পার্শ্বে গুটিকতক বালক দুলিতে দুলিতে "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং" পড়িতেছে।

অধ্যাপকের বয়ক্রম পঞ্চাশৎ বৎসর। আকার দীর্ঘ, উদর তুম্বাকৃতি, কিন্তু উর্দ্ধভাগ চ্যাপ্টা। হৃদয় সটোল, অপ্রশস্ত, লোমে আবৃত। সারস পক্ষীর ন্যায় গ্রীবা; কিন্তু স্থূল শিরাসমূহে মণ্ডিত ও মধ্যে মধ্যে গ্রন্থিযুক্ত। বাহুদ্বয়ের গঠন এমনি সুন্দর যে, দেখিলে কণ্টকলতাবেষ্টিত শুষ্ক শাখার ভ্রম জন্মে। বিধাতার শিল্পকৌশল এক জগন্নাথদেবের মুখেই প্রকাশ ছিল। এক্ষণে এই মহাপুরুষের মুখনির্ম্মাণে তাঁর বিদ্যাব্রহ্মাণ্ড বেরিয়ে পড়েছে।

মুখখানি লম্বা, কিন্তু নিম্নভাগ সূক্ষ্ম। চক্ষু, বিবরমধ্যগত গুঞ্জাফল; ভ্রূযুগল লোমবিহীন অথচ ঈষৎ স্ফীত। ললাট ক্ষুদ্র, দুই পাশ টেপা; তাতে আবার দীর্ঘ ফোঁটা মানরেখার ন্যায় অসমতল ক্ষুদ্র ললাটকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মুষিকদিগের

একটা গর্ব্ব ছিল যে, তাদের মতন অমন ক্ষুদ্র কাণ আর কার নাই, এই মহাত্মা স্বীয় কর্ণ দ্বারা সে গরিবদিগের দর্পটুকু অপহরণ করিয়াছেন। নাসিকা, মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইয়া অগ্রভাগে অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। ওষ্ঠ দেখিলে বোধ হয়, যেন উষ্ণপ্রধানদেশসম্ভূত ব্যক্তির সহোদর; মুখবিবর প্রশস্ত হইয়াও দন্তগুলিকে আয়ত্তাধীন করিতে পারেনি; সেগুলি ওষ্ঠের বহির্দ্দেশে সংলগ্ন হইয়া নিজের মহত্ব বিস্তার করিতেছে। মস্তক, ক্ষুদ্র মরুভূমির ন্যায় পরিষ্কার; কিন্তু দৌড় দাড় ফোঁটার সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই যেন অধ্যাপক মহাশয় নিজেই মধ্য ভাগে একমুষ্ঠি কেশ সংস্থাপন করিয়াছেন। পৃষ্ঠদেশ মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া ঈষৎ বক্রতা ধারণ করিয়াছে। শৈবালযুক্ত নইকাষ্ঠের ন্যায় সলোম জঙ্ঘা, দেহভারবহনে অশক্ত হইয়া যেন কুটিলতা অবলম্বন করিয়াছে।

প্রজ্ঞাভিমানী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আকারও যেমন, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধারণাশক্তিও তেমনি। অনেক অধ্যবসায়ে এগার মাসে "ক খ" কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; তবুও মধ্যে মধ্যে দুই একটী বর্ণকে কণ্ঠচ্যুত করিয়া উদরাগ্নির প্রবল শিখায় আহুতি দিতেন। ক্রমে যতই লেখা এগুতে লাগিল, ততই তাঁহার ধারণাগৃহের কবাট আল্‌গা হইয়া পড়িল; বহুশ্রমলভ্য পূর্ব্বসঞ্চিত সম্পত্তিগুলি সরিয়া পড়িল। তখন গুরু মহাশয়ের খানাতল্লাসিতে ধরা পড়িলেন; গুরুতর তাড়না সহ্য করিতে হইল। ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিল; তথাপি ধারণাগৃহটীর পুনঃসংস্কার হইল না।

তখন অগত্যা পাঠশালা পরিত্যাগ করিলেন। তার পর

তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, "চতুষ্পাঠী বেওয়ারিশ; গোয়ালীর কোন খোঁজ খপর নাই, তাড়নার নামগন্ধও নাই; সেইখানে পালে মিশিয়া গোলেমালে চণ্ডীপাঠ করিবার বিলক্ষণ সুবিধা। আমার মতন বুদ্ধিমান ছাত্রের সেই ঠিক জায়গা; অতএব সেইখানে যাওয়াই উচিৎ", এই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া মহাপুরুষ চৌবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অধ্যাপক মহাশয় বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সে শ্রম উত্তপ্ত ভূমিতে জলবিন্দু সেচনের ন্যায় হইল। তিনি যেগুলি শিক্ষা দিতে লাগিলেন, সেইগুলি মহাপুরুষের প্রশস্ত কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া বিনা সঙ্কোচে কণ্ঠদেশে উপস্থিত হইল; দুই একবার রসনাগ্রে প্রতিধ্বনিত হইল, তৎপরে মহাপুরুষের অনবধানতাবশতঃ গলাধঃকরণ হইল।

ওদিকে পাকস্থলীর প্রদীপ্ত লোলশিখা লক্‌লক্‌ করিতেছিল, সেই শিখায় আকৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল; আর চিহ্নমাত্র রহিল না। এইরূপে ব্যাকরণখানি উলটান হইল; গণ ও অভিধান আবৃত্তিমাত্র হইল; অর্থবোধ, বুদ্ধিবৃত্তির অতীত বিষয়; এইজন্য রুচিপ্রিয় হইল না।

যখন তিনি তিথিতত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সহাধ্যায়ী যুটিল; উভয়েই সামান্য কাণ্ডের দুরূহ অর্থ ভেদে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের যত্নও বাড়িতে লাগিল। এক দিন পাঠের অবসানে পণ্ডিত মহাশয় মহাপুরুষকে পূর্ব্ব গ্রন্থের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, মহাপুরুষের মাথায় বজ্রাঘাত হইল; আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল; মুখ বালুকাময় ক্ষেত্র হইল; রসনা নাসার অগ্রভাগ লেহন করিতে লাগিল।

তখন মহাপুরুষ "অ্যাঁ—," করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার ভাবগতিকে বুঝিতে পারিলেন; অন্নদান ও অধ্যাপনা শ্রম বিফল। তখন তিনি মহাপুরুষকে কিছু না বলিয়া তার পর দিনে বলিলেন,—"বাপু! শাস্ত্রে তোমার একরকম অধিকার জন্মিয়াছে, অবশিষ্ট পাঠ্য বিষয় তোমার মতন বুদ্ধিমান কৃতী ছাত্রের না পড়িলেও চলে; আবৃত্তিমাত্রেই অনায়াসে অর্থসংগ্রহ করিতে পারিবে। আমার বিবেচনায় তুমি এখন পাঠ সমাপন করিয়া গৃহে গিয়া চৌবাড়ী কর।"

মহাপুরুষ গুরুমুখে স্বীয় প্রশংসাবাদ শুনিয়া আহ্লাদে ফুলিয়া উঠিলেন, জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। অমনি পুঁথি বাঁধিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

"মহাশয়! আমার উপাধি?"

"ওহো! তোমার উপাধি দেওয়া হয় নি", বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিষম বিপদে পড়িলেন; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—

"বাপু! তোমার উপাধি অবাক বিদ্যানিধি রহিল; তুমি যেমন বুদ্ধিমান ছাত্র, তদনুরূপ নূতন উপাধি হইল।"

তখন মহাপুরুষ, উপাধি লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

সুন্দরপুর গ্রামে গদাধর সার্ব্বভৌম নামক একজন মাত্র অধ্যাপক ছিলেন। যে দিন অবাক বিদ্যানিধি পাঠ সমাপন

করিয়া বাটীতে আসিলেন, সেই দিন উক্ত সার্ব্বভৌম মহাশয় অকালে কালকবলে কবলিত হন। এই অচিন্তিত দৈব ঘটনাটী অবাক বিদ্যানিধির ভাবী সৌভাগ্য ও প্রতিষ্ঠার চির মুক্তদ্বার হইল। কারণ সে দেশে আর দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন না; ইনিই একমুখ রুদ্রাক্ষ হইলেন। কথায় বলে না,—

"যে দেশে বৃক্ষ নাই, সেই দেশে ভেরাণ্ডাগাছও বৃক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয়—" এও তাই। বিদ্যানিধি, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পসারে পসার পাতিয়া চৌবাড়ী খুলিলেন; দুই একটী ছেলে ধরিয়া চৌবাড়ী সাজাইয়া ফেলিলেন। বিদ্যানিধির মুখের জোর খুব; তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"আধুনিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি নূতন উপাধি লাভ করিয়াছি; আমার সমকক্ষ কেহই হইতে পারেনি।"

এই অমূলক বাগাড়ম্বরে সকলেই মুগ্ধ হইলেন; অগাধ ভক্তি, সকলকার হৃদয়কে উত্তেজিত করিল। মহাত্মা এইরূপে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া খাসগেলাশের ন্যায় ভড়ঙে আবৃত হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে অধ্যাপক সাজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সমাজে অবিবাদে সম্মান লাভ করিলেন; সমাজ ভুলেও ভ্রূভঙ্গি করিলেন না।

যদি সমাজের অনবধানতা না থাকিত, যদি সংস্কৃত ভাষার স্বামিত্ব সত্ব বিলুপ্ত না হইত, তাহা হইলে এরূপ অনভিজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি পণ্ডিতপদবীর নির্ম্মল পদমর্য্যাদাকে কখনই দূষিত করিতে সক্ষম হইতেন না।

এদিকে বিদ্যানিধি এক একবার পুস্তক দেখিতেছেন, আর নস্যপূর্ণ নাসিকা উত্তোলনপূর্ব্বক ভাবিতেছেন। এ কিসের ভাবনা?

শাস্ত্রীয় ভাবনা? না! তা সম্ভবে না! প্রথম বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত মহাত্মার পাষাণ হৃদয়ে আদৌ শাস্ত্রীয় চিন্তার অঙ্কুর উৎপন্ন হয়নি; ভ্রমেও তাহার প্রতিষেধ চেষ্টা স্থান পায়নি।. এখনত লব্ধপ্রতিষ্ঠ; এ সময় অনর্থক চিন্তায় অনঙ্কিত ক্ষীণ মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিবেন, এমন শর্ম্মাত ইনি নন।

বোধ হয় সাংসারিক চিন্তা! তাই হবে; এই যে একটী কৃষ্ণাঙ্গী স্ত্রী, কস্তাপেড়ে কাপড় পরে হাত নেড়ে নেড়ে কি বলিতেছেন? বলিতেছেন, "ঘরে চাল নেই, তেল নাই, নুন নাই।" আবার কি বলিতেছেন? বলিতেছেন,—"নির্ভাবনায় পুঁথি দেখিতেছ, পিণ্ডি গেলবার যোগাড় কর্‌তে হবে না? একটুকু পরে হাঁসের মতন কাঁড়ি গিলিতে বসবে, আমি কোথা থেকে কাঁড়ির যোগাড় করব?"

গৃহিণীর এই মধুমাখা বাক্য শুনে অবাক বিদ্যানিধির পীবর—তিমিরপ্রভ অধরে উচ্চ হাসি, গগনমার্গ ভেদ করিয়া শ্রুতিকঠোরনিনাদে নৃত্য করিতে লাগিল। দন্তগুলি অবসর পাইয়া পূর্ণ অবয়বের ছটা বিস্তার করিল।

তখন মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমি কি নিশ্চিন্ত আছি, না পুঁথি দেখিতেছি? এটা ফাঁদ পেতে বসে আছি বৈত নয়, এও বুঝতে পাচ্চ না।"

বিদ্যানিধি মহাশয় এইরূপ স্তোকবাক্যে ব্রাহ্মণীর ক্রোধাগ্নি নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে একটী লোক আসিয়া বলিল,—

"ভট্টাচার্য্য মহাশয়! প্রাতঃপ্রণাম, আপনাকে একবার অমরনাথ বাবুর বাটীতে যেতে হবে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আনন্দবিস্ফারিতনেত্রে বলিলেন,—

"অ্যাঁ—বাপু বস? কি বলিতেছ?"

আগন্তুক বলিল,—"মশাই! আপনাকে অমরনাথ বাবু ডাকচেন? তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ উপস্থিত।"

"বাপু! এই খানে ভাল হয়ে বস," এই কথা বলিয়া বিদ্যানিধি একখানি মাদুর বসিতে দিলেন, এবং ছাত্রদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—"এই লোকটীকে ভাল করে এক ছিলিম তামাক সেজে দাও?"

তার পর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"অমরনাথ, অমরনাথ—অমরনাথটা কে? আমিত চিনিতে পারিতেছি না; যেই হউক তার বাপের শ্রাদ্ধ; বোধ হয় সঙ্গতিপন্ন লোক হবে; তা না হলে লোক পাঠায়ে আমাকে ডাকিবে কেন? লোকটা চাকুরে কি জমিদার? ভাল একেই কেন জিজ্ঞাসা করি না, তা হলে সব সন্দেহ মিটে যাবে," এই ভাবিয়া বিদ্যানিধি লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাপু! অমরনাথটা কে? আমি চিনিতে পারিতেছি না। ইনি চাকরি করেন, না ইহাঁর জমিদারি আছে?"

আগন্তুক বলিল, -"মশাই! আপনি চিন্তে পারচ্চেন না? মুকুর্য্যের বাড়ীর ছেলে।"

বিদ্যানিধি বলিলেন,—"ইনি কি নরনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে?"

আ। আজ্ঞা হ্যাঁ।

বি। ইনি বুঝি বিদেশে চাকরি করেন?

আ। হাঁ মশাই।

বি। তাই চিনিতে পারি নাই; আহা নরনাথ অতি ভদ্রলোক ছিলেন! হাঁ বাপু! নরনাথের কটী ছেলে?

আ। একটী।

বি। নরনাথের কিছু সঙ্গতি ছিল নয়?

অ। আজ্ঞা হাঁ।

বি। অমরনাথের চাকরি কেমন?

আ। খুব ভাল চাকরী, দশ টাকা বেশ রোজগার করেন।

বি। লোকটা কৃপণ না খরচে?

আ। মশাই! অমন লোক আমাদের এ গাঁয়ে নেই, যেমন খরচে, তেমনি দয়ালু; দুঃখী কাঙ্গালের মা বাপ। যখন দেশে আসেন, তখন সকলের খোঁজ খপর নেন; যার কাপড় না থাকে, তাকে কাপড় দেন, যে খেতে না পায়, তাকে টাকা কড়ি দেন। অমন বাবু দেখিনি মশাই! আহা! ঈশ্বর ওনার ভাল করুন।

অবাকচন্দ্র এই সকল শুনিয়া মনে করিতে লাগিলেন, "তবেত দাঁও মেরেছি! একে লোকটা দাতা, তায় আবার বাপের শ্রাদ্ধ; নিশ্চয়ই খরচপত্র ভাল রকম করবে, আমারও বিলক্ষণ দশ টাকা প্রাপ্য হবে।

এই রূপ ভাবী অনিশ্চত লাভ প্রত্যাশা, তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে অদ্বিতীয় দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কল্পনার মনোহর উদ্যানসম্ভূত কুসুমদামে বিভূষিত হইলেন; এবং সেই প্রসূনোত্থিত সুবিমল পরিমলে তাঁহার মনকে মোহিত করিয়া অনাস্বাদিত অতর্কিত স্বর্গীয় সুখ প্রদান করিতে লাগিল।

এ দিকে আগান্তুক ধূমপান সমাপন করিয়া ভট্টাচার্য্যকে বলিল,—"মশাই! চলুন—আর বিলম্ব করবেন না।"

কথায় বলে "খাঁদা ভাত খাবি? না হাত ধোবো কোথায়?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের তাই করিলেন।

অবাক বিদ্যানিধি অমনি থানফাঁড়া দোবজাখানি স্কন্ধে ফেলিয়া অগ্রসর হইলেন—আগন্তুক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। সেটী তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা হইয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাদুকোত্থিত ধূলিপটল আপাদমস্তক রঞ্জিত করিয়া গগন-মার্গে উত্থিত হইল, তৎপরে অনুগামীকে স্বীয় উদর মধ্যগত করিয়া তাহার নাসা, কর্ণ, চক্ষুবিবরে প্রবেশ করিল। অনুগামী দৃষ্টিরোধ, শ্বাসরোধ হইয়া অগত্যা অনুগমন পরিত্যাগ করিল।

এই রূপে গমন করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গৃহটী জনতায় পরিপূর্ণ, গ্রামের সমস্ত ভদ্র লোকের সমাবেশ হইয়াছে। তখন তিনি তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সকলেই প্রায় তাঁহাকে চিনিতেন। দেখিবামাত্র সকলেই "আস্তে আজ্ঞা হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়" বলিয়া উঠিলেন। অমরনাথ গাত্রোত্থান করিয়া সমাদরের সহিত বসিতে অনুরোধ করিলেন। অবাক বিদ্যানিধি তাঁহার শীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া বসিলেন, সেই গৃহে যে সকল ভদ্রলোক ছিলেন, সক-লেই তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যকার্য্য নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিদ্যানিধির পেটে কিছু থাক বা না থাক মুখের জোরটা খুব। তিনি

নির্ব্বাচনবিষয়ে অন্তর্নিহিত-গর্ব্ব-বাকজাল বিস্তার করিয়া কার্য্যবিশারদতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিলেন না। ক্রমে কার্য্য সমাধা হইল; অমরনাথ ভট্টাচার্য্যকে কিছু প্রণামি দিলেন। বিদ্যানিধি রজত-মুদ্রা পাইয়া অমরনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; "বউনিটা মন্দ নয়! পদার্পণেই রজত-মুদ্রা, পরে আরও বেশী আশা; পড়তা ভাল! কপাল খুলেচে", মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে বিদায় হইলেন; গৃহটীও ক্রমে ক্রমে জনতাশূন্য হইল।

এ দিকে দিনের পর দিন শন শন করিয়া চলে গেল; শ্রাদ্ধের সময়ও উপস্থিত হইল। অমরনাথের ভবনাঙ্গণ শ্রাদ্ধোপযোগী দ্রব্যাদিতে, নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত ও পরিচারকলোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মহা হুলস্থূল; কলরব গগনপথ অতিক্রম করিল। মিষ্টান্নের ছড়াছড়ি! কে কত খায়? সে গ্রামে এমন কোন রসনা ছিলনা যে, সে মিষ্টান্নের মধুরতা আস্বাদন করে নাই। এই রূপে ক্রিয়া সমাপন হইল; গোলমালও থামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিজয়ার ঊষা।

এক দিন অমরনাথ শয়নকক্ষে বসিয়া শ্রাদ্ধের হিসাব দেখিতেছেন—কক্ষের অপর প্রান্তে একখানি চেয়ারে বসিয়া অমরনাথের স্ত্রী ওরফে যুবতী কারপেট বুনিতেছেন। এমন সময় শ্যামা দাসী একখানি পত্র হস্তে করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া বলিল,—"বাবু! ডাকের পেয়দা এই পত্রখানি দিয়ে গেল।" অমরনাথ দাসীর হস্ত হইতে পত্র লইলেন, দাসীও চলিয়া গেল।

অমরনাথ পত্রের বদ্ধ মুখ উন্মুক্ত করিলেন; পত্রখানি কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা দেখিলেন; তাহার নিম্নে যে নামটী স্বাক্ষরিত ছিল, তাহাও দেখিলেন; তৎপরে পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পাঠ সমাপন হইল; পত্র মুড়িয়া ফেলিলেন; উর্দ্ধমুখে কিছুক্ষণ ভাবিলেন; আবার পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন।

কমনীয় মুখকান্তি মলিনতা ধারণ করিল; নয়নের স্বতঃসিদ্ধ আনন্দস্ফূর্ত্তিবিধায়ক দৃশ্য বিলুপ্ত হইল। তখন পত্রখানি শয্যায় ফেলিয়া রাখিলেন। কক্ষপ্রান্তে চেয়ারে বসিয়া যে ললনা-মূর্ত্তি কারপেট বুনিতেছিলেন, তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে একবার চাহিলেন; আভ্যন্তরিক দুর্ব্বিসহ সন্তাপসূচক একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; বাম করে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গাঢ়চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

যখন শ্যামা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অমরনাথের হস্তে পত্র দিল, তখন সেই ললনা-মূর্ত্তির ভুবনমোহন দৃষ্টি, কারু-কার্য্যের উপর ছিলনা, ঘটনাবলিদ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়াছিল। পত্রপাঠ করিয়া অমরনাথের যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেগুলি রমণীর প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছিল।

রমণী পতিকে হঠাৎ বিষণ্ণ ও চিন্তামগ্ন দেখিয়া কারপেট-বোনা পরিত্যাগ করিলেন; চেয়ার হইতে উঠিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অমরনাথ জীবন-প্রতিমা বনিতাকে সন্নিহিত দেখিয়া মানসিক ভাব গোপন করিলেন; পূর্ব্বের ন্যায় হিসাব দেখিতে লাগিলেন।

সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কিসের পত্র?"

অমরনাথ বলিলেন,—"আপিসের"—

সু। কে পাঠাইল?

অ। সাহেব—

সু। কেন?

অ। যেতে—

সু। এরি মধ্যে!

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এরি মধ্যে কি? ছুটি ফুরাইয়া আজ আট দিন হইল।"

সু। কদিনের ছুটি লইয়াছিলে?

অ। এক মাসের—

সু। এরি মধ্যেই এক মাস হইয়া গেল?

অ। আশার সীমা নাই, সময়ের সীমা আছে—

সু। সময় কি আশার মুখ চায় না?

অ। তাঁকে?

তখন সুন্দরীর সে লাবণ্যপূর্ণ মুখ কিছু মলিন হইল; অতি দীন নয়নে পতির প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"কবে যাবে?"

অ। কাল যাইব! আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।

সু। কাল যাওয়া হবে না।

অমরনাথ বলিলেন,—"না প্রিয়ে! আমার হাতে তহবিল ও হিসাবের কাগজ; এত দীর্ঘকাল ছুটী লওয়াতে আপিশের কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, কাহারও হিসাব মিটিতেছে না, কেহ টাকা কড়িও কিছুই পাইতেছে না। সেইজন্য সাহেব লিখিয়াছেন, পত্রপাঠমাত্র রহনা হইবে।"

সু। এত দিন চলেছে, আর কি দুদিন চলে না?

অ। না প্রিয়ে! আপিশে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে; সাহেবও রাগ করিবেন; আমি কালই যাইব, আর তুমি বাধা দিও না।

তখন সুন্দরী বলিলেন,—

"চকোরী যদি চন্দ্রমার গতিরোধ করিতে পারিত, তা হলে কি তাকে মনস্তাপে পুড়িতে হইত? আর তাইবা কেমন করে সম্ভবে? চকোরের মন চন্দ্রমার প্রতি যেমন, চন্দ্রমার মনত চকোরীর উপর তেমন নয়?"

অমরনাথ বলিলেন,—

"প্রিয়ে! তুমি অকারণ দোষারোপ করিতেছ—চন্দ্রমা পরাধীন; সময়ের আজ্ঞাবহ; যদি স্বীয় ইচ্ছায় চকোরীকে পরিত্যাগ করিত, তাহলে ঊষার সমাগমে কখনই বিয়োগ-চিন্তায় শ্রীহীন হইত না।"

তখন সুন্দরীর হৃদয়ের নিভৃতকন্দর হইতে এই কটী কথা নির্গত হইল,—

"হৃদয়েশ্বর! তুমি কি নিশ্চয়ই কাল যাইবে?"

অমরনাথ বলিলেন,—

"হ্যাঁ প্রিয়ে! আমি অভাবের দাস, আমি প্রভুর অধীন; আমার ইচ্ছার প্রতি স্বাধীনতা নাই।"

সুন্দরী আবার বলিলেন,—

"তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

অমরনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তা কেমন করে হবে? আমিত পূর্ব্বে কোন বন্দোবস্ত করে আসিনি; হঠাৎ তোমায় কেমন করে নে যাব?"

এই কথাগুলি সুন্দরীর হৃদয়ে গুরুতর বেদনা দিল—অভিমানচিহ্ন মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল; সুন্দরী কিছুক্ষণ অধোবদনে কি ভাবিতে লাগিলেন, তার পর বলিলেন,—

"আমায় লইয়া যাইবে না?"

অ। এ যাত্রায় নয়? প্রিয়ে! পূজার বন্দে আসিয়া লইয়া যাইব।

সু। কোথায় রেখে যাবে? কেই বা আমায় দেখিবে?

অমরনাথ বলিলেন,—

"ভয় কি? এইখানেই থাকিবে, শরৎ আমার পরমবন্ধু, কেবল দেহমাত্র প্রভেদ; তাও তুমি জান; সে তোমায় সর্ব্বদাই দেখিবে; যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তাহাকে বলিবে, সে আনিয়া দিবে; তোমার কোন কষ্ট হইবে না। তাতেও যদি তোমার মন সন্তুষ্ট না হয়, আমাকে পত্র লিখিবে; আমি তোমার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বড় ভালবাসি।"

তখন সুন্দরী হৃদয়ের আবেগ আর সহ্য করিতে পারিলেন

না। সেই ইন্দীবর তুল্য বিশাল নয়নযুগল জলভারে অবনত হইল; ক্রমে সেই জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাকলাপের আকার ধারণ করিয়া নির্ম্মল লোহিত গণ্ডদেশ অধিকার করিল; নায়কের প্রতি নিমেষশূন্য নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

"না, না, না, কাহারও দেখিতে হইবে না। যার দেখা উচিত, সেই যখন দেখিল না; তখন পরের দেখায় আবশ্যক কি? ভগবান আছেন! যাকে কেউ না দেখে, তাকে তিনি দেখেন", এই বলিয়া জানালার নিকট চলিয়া গেলেন।

পতিপ্রাণার বিষাদপূর্ণ বর্ত্তমান দৃশ্য অমরনাথের আয়ত নয়নমুকুরে প্রতিফলিত হইল; অমনি তাঁহার সরলহৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। প্রথমে তাঁহার নির্ম্মল মানস-সরোবরের একটী ভাবনা-বিম্ব দেখা দিল, তার পরক্ষণেই আর একটী ভাবনা-বিম্ব উঠিল, পূর্ব্বেরটী মিলিয়া গেল! আবার একটী প্রকাশিত হইল, অপরটী লয় প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে প্রতিক্ষণেই অনন্ত ভাবনাবুদ্বুদের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতে লাগিল। অমরনাথ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গাঢ় মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় শ্যামা আসিয়া বলিল,—"বাবু! আপনাকে শরৎ বাবু ডাকিতেছেন।"

এইবার কথাগুলি অমরনাথের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, কিন্তু প্রতিধ্বনিত হইল না। অমরনাথের মন তখনও প্রগাঢ় ভাবনা ভাবিতেছে; কে উত্তর দিবে? সেত সামান্য ভাবনা নয়! প্রণয়িনীর আসন্নবিরহের ভাবনা—জীবন-প্রতিমার

কুসুমসদৃশ কোমল হৃদয়ের দারুণ অভিমানের ভাবনা; স্বর্গীয় প্রেমমূর্ত্তির অশ্রুমোচনের ভাবনা।

শ্যামাদাসী প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল; যখন উত্তর পাইল না, তখন আবার বলিল,—"শরৎ বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন।"

এবার কথাগুলি কর্ণে অল্প প্রতিধ্বনিত হইল, অমরনাথ দাসীর প্রতি উদাসীনভাবে চাহিলেন, কিছু বলিলেন না। কে বলিবে? যে বলিবে, সে আবার চিন্তায় মগ্ন। প্রতিধ্বনি দূরগামী শব্দের ন্যায় কর্ণকুহরেই ক্রমে বিলীন হইল; চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিল না।

শ্যামা ভাবিতে লাগিল "এ কি? কোন উত্তর নাই কেন? বাবুর কি কোন অসুখ হয়েচে? আকারে তাত বোধ হয় না। তবে কি শুনিতে পাননি? যাই হউক, এক টুকু এগিয়ে গে বলি, যদি শুন্‌তেই না পেয়ে থাকেন", এই ভাবিয়া শ্যামা অমরনাথের সম্মুখস্থ হইলেন; অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল,—"বাবু! শরৎ বাবু আসিয়াছেন।" এইবার অমরনাথের চেতনা হইল, অমরনাথ বলিলেন,—

"কে? শরৎ আসিয়াছে?"

শ্যা। হ্যাঁ বাবু!

অ। কোথায়?

শ্যা। বৈঠকখানায়।

তখন অমরনাথ শূন্যহৃদয়ে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন; বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শরৎ একা বসিয়া আছেন, তখন নির্জ্জন পাইয়া বলিলেন,—

"ভাই শরৎ! আপিশ থেকে পত্র আসিয়াছে, আমি কর্ম্ম-স্থানে কাল গমন করিব, বাটীতে অবিভাবক কেহই নাই; তুমি সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিবে, যেন কোন রকমে অবলার কষ্ট না হয়!"

শরৎ বলিলেন, "কালই যাইবে?"

"হ্যাঁ কালই যাইব", এই বলিয়া অমরনাথ বন্ধুর হস্ত ধারণ করিলেন, অনেক দিনের পর প্রিয়সুহৃৎ দর্শনে যে অসীম সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, কাল সেসুখে বঞ্চিত হইবেন, আবার বন্ধুবিয়োগসন্তাপ তাঁহার হৃদয়কে আক্রমণ করিবে, ভীষণ আক্রমণে পুনর্ব্বার অন্তর দগ্ধ হইবে; তৎসম্বন্ধীয় বিবিধ কথাবার্ত্তা, মনের দ্বার খুলিয়া শরতের সঙ্গে কহিতে লাগিলেন।

উভয়েই চিন্তায় মগ্ন; উভয়ের কথায় উভয়ের মন আকৃষ্ট। এদিকে সন্ধ্যা সুসজ্জিতা হইয়া গিরি, গুহা, কানন, উপ-কানন, প্রান্তর অতিক্রম করিল—নগরে প্রবেশ করিল, ক্রমে তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া ভবনের অভ্যন্তরে গমন করিল; তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। তাঁহাদের কথাও শেষ হইল, রাত্র আট্টা বাজিল। তখন অমরনাথ বন্ধুকে বলিলেন,—"এখন যাইবার যোগাড় করিগে; কাল প্রাতে যেন দেখা হয়?' এই বলিয়া বন্ধুর নিকট বিদায় লইলেন। শরৎ চলিয়া গেলেন, অমরনাথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক! অভিমানিনীকে জানালার নিকট রাখিয়া আসিয়াছি, তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন, একবার দেখা উচিত।

সুন্দরী জানালার গরাদে ধরিয়া কাঁদিতেছেন, কেন কাঁদিতেছেন? সামান্য কথায় এত কান্না কেন? এত অভিমান কেন? সামান্য বায়ুর আঘাতে ক্ষুদ্র জলাশয় কখনই ক্ষুব্ধ হয় না; জলানিধিই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে; ভীষণ তরঙ্গমালা দ্বারা তাহার সেই প্রশস্ত হৃদয়, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে; কেন পড়ে? উদরে অগাধ জল! এ কামিনীও জলনিধির ন্যায় অগাধ অকৃত্রিম প্রণয়ের আধার; এ প্রণয়ের সীমা নাই, তাই পতির সামান্য প্রতিকূল বাক্য সমীরণের সংস্পর্শে রমণীর অন্তর মথিত হইল। অভিমান-লহরী উত্থিত হইয়া তাঁহার কোমল হৃদয়কে একেবারে আলোড়িত করিল। অবলা সে বেগ আর হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না; অধোবদনে কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে প্রাবৃটানির্মুক্ত গিরিনদীর ন্যায় অবলার হৃদয় ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হইল। প্রবল ঝটিকার পর সাগর সৌম্য রূপ ধারণ করিলে তাহার বিপুল স্বচ্ছ হৃদয়পটে স্বভাবের মোহিনী মূর্ত্তি যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমনি কামিনীর নির্ম্মলহৃদয়ে স্বভাবোত্থিত-চিন্তা, বিবিধ আকারে প্রতিবিম্বিত হইল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রথম চিন্তা,—

"প্রিয়তম আমার প্রার্থনা পূরণ করিলেন না; কেন করিলেন না? বোধ হয়, তিনি আমাকে হৃদয়ের সহিত আর ভাল বাসেন না! তবে কি আমার আশ্রয় সহকার তরুতে অন্য কোন লতা আশ্রয় করিল? আমার একমাত্র শান্তিভবনটী কি অন্য কোন মূর্ত্তি দ্বারা অধিকৃত হইল? সে

পবিত্র হৃদয়ে আর কি আমার পূর্ণ স্বত্ব নাই? আমার জীবনের সকল সাধ আহ্লাদ কি আজ থেকে শেষ হইল?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুন্দরীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল; মাথা ঘুরিতে লাগিল, তার সঙ্গে সঙ্গে গৃহটী ও গৃহস্থিত দ্রব্যগুলি ঘুরিতে লাগিল; নয়ন শূন্য দেখিতে লাগিল।

তখন যুবতী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; ধীরে ধীরে শয্যায় আসিয়া বসিলেন; চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হইল না। উপাধানে মস্তক রাখিয়া অৰ্দ্ধশায়িনী হইলেন। চক্ষে আবার অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, ক্রমেই অঙ্গ অবশ, হতাশা প্রবল হইয়া উঠিল।

আবার সেই শূন্য হৃদয়ে হঠাৎ আশার সঞ্চার হইল; তখন সুন্দরীর চিন্তাশক্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিল;

আবার ভাবিতে লাগিলেন,—

"না, না, না, আমার চিন্তা অমূলক; আমি অকারণ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে দোষ দিতেছি। তাঁহার হৃদয় পবিত্র; তাঁহার স্বভাব অকলঙ্কিত; তাঁহার প্রকৃতি জগতের আদর্শ। আমি জেনে শুনে এরূপ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে অনর্থক আত্মাকে কষ্ট দিলাম। তিনি পরাধীন, তাই অগত্যা বিদেশগমনে বাধ্য; তিনি পূর্ব্বে কোন বন্দোবস্ত করেন নি, তাই আমাকে সঙ্গে লইতে অনিচ্ছুক; এতে তাঁর দোষ কি?"

আবার ভাবিতে লাগিলেন,—

"এখনও ত তিনি যান নাই, গমনের কথা শুনেই মন এত অধীর কেন? তিনি বিদেশে গেলে যে কি হবে, তা বলিতে

পারি না; সে অসহ্য সন্তাপ কেমন করে সহ্য করিব? তাঁর অদর্শনে কেমন করে জীবন ধারণ করিব?”

অবলা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; আবার চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—

“যদি সেতাপ একান্ত অসহ্য হয়, তার প্রতিষেধের ভাবনা কি? সে ত সহজ উপায়; সে উপায় আমার ইচ্ছার অধীন; সে উপায় আমার ক্ষমতার অধীন; মনে করিলে ক্ষণকালের মধ্যেই সন্তাপের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইব।”

যুবতী শিহরিয়া উঠিলেন; ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন,—

“না, এ অতি ঘৃণিত কার্য্য; লোকে নিন্দা করিবে; পাপ স্পর্শ হইবে; এ পাপের পরিত্রাণ নাই—পরিত্রাণ নাই—পরিত্রাণ নাই; উঃ—অন্তে অনন্ত নরক; এ চিন্তাকে কি ভুলেও স্থান দিতে আছে? ভাবিলেও পাপ হয়। দুদিন না হয় কষ্ট হবে! পূজার ছুটির পর ত আর এ কষ্ট থাকিবে না! এ অল্প দিনের কষ্টের জন্যে আত্মহত্যা! ছি, ছি, ছি, তা কখনই নয়! কষ্ট যতই অসহ্য হউক্ না কেন, পাষাণ হইয়া সহ্য করিব; এ যদি না পারি, তবে নারীকুলে জন্মিয়াছি কেন?”

আবার নূতন চিন্তার ছবি হৃদয়ে জাগরিত হইল, অবলা আবার ভাবিতে লাগিলেন,—

“এ ত নূতন ঘটনা নয়! এমন ত অনেকবার হইয়াছে; তবে এবারে এত উতলা কেন? প্রাণ এত কাঁদিতেছে কেন? আমি কি পাগল হইলাম? মনের দুঃখে মনই ক্লিষ্ট হউক, সীমা

অতিক্রম করে কেন? অন্তরের সন্তাপে অন্তরই সন্তপ্ত হউক্, বাহিরে উত্তাপ প্রকাশ পায় কেন? এ ত নারীর ধর্ম্ম নয়! লোকে শুনিলে হাসিবে, ঘৃণা করিবে; ধৈর্য্য ধারণ করা কর্ত্তব্য।”

যুবতী এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিতেছেন, এমন সময় অমরনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন, যুবতী যে শয্যায় বসিয়া আত্মাকে কল্পনার অদ্বিতীয় ক্রীড়ার বিষয় করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া বসিলেন।

সুন্দরী পতিকে দেখিয়া আন্তরিক ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না; বাহ্যিক আকারগত চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পাইল।

অমরনাথ প্রিয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

“জীবিতেশ্বরি! তুমি কি কাঁদিতেছিলে?”

যুবতী বলিলেন,—

“কৈ না? আমি ত কাঁদি নাই?”

অমরনাথ আবার বলিলেন,—

“এই যে তোমার সুকোমল গণ্ডদেশ দিয়া অবিরল নেত্রবারি-প্রবাহের চিহ্ন রহিয়াছে?”

যুবতী অমনি লোহিত করপল্লব দ্বারা গণ্ডস্থল সংমার্জ্জিত করিয়া বলিলেন,—

“না, আমি কাঁদি নাই, তোমার ভ্রম হইয়াছে।”

তখন অমরনাথ বালিশে হস্ত দিয়া বলিলেন, “এই যে এটী অবধি ভিজিয়া গিয়াছে—তবুও কাঁদি নাই বলিতেছ?”

যুবতী মনের আবেগ আর আয়ত্তাধীন করিতে পারিলেন না।

তিনি বলিলেন,—"কাঁদালেই কাঁদিতে হয়, অমনি কে কোথায় কাঁদে ?"

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে অবলার চক্ষে আবার জল আসিল! প্রিয়ার চক্ষে জল দেখিয়া অমরনাথের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমার হৃদয় শিরীষ কুসুম অপেক্ষাও কোমল, এবং স্বর্গীয় প্রেমে পরিপূর্ণ; তাই সামান্য আঘাতে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছ; আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু ইচ্ছাধীন বিরহসন্তাপকে মধ্যবর্ত্তী করিতেছি না, ইহাত তুমি জানিতে পারিতেছ; তবে এত অধীরা কেন? ক্ষান্ত হও? এরূপ করিলে আমার যাওয়া ঘটিবে না; লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে, আমাকেও স্ত্রৈণ বলিবে।"

যুবতী চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন,—

"না, আর কাঁদিব না; আর তোমার ইচ্ছার বিরোধী হইব না; তোমার মনে কষ্ট হয়, এমন কর্ম্ম করা আমার উচিৎ নয়। এই আমি ক্ষান্ত হইলাম; আমরা স্ত্রীজাতি, সকল সহিতে পারি, পৃথিবীর ন্যায় নিঃশব্দে সহ্য করিব।" এই বলিয়া যুবতী শয্যা হইতে উঠিলেন, পতির আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন। অমরনাথ আহারাদি সম্পাদন করিয়া শয়ন করিলেন। নবমীর নিশি সরিয়া পড়িল; বিজয়ার উষা দেখা দিল। অমরনাথের নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন, প্রিয়ার হস্ত ধারণ করিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে বিদায় চাহিলেন। তখন যুবতীর হৃদয় শূন্য হইল; নয়নে জল আসিল; প্রাণও কাঁদিয়া উঠিল। অবলা অতি কষ্টে সে ভাব গোপন করিলেন; কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায়

ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে সজল নয়নে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। অমরনাথও সজলনয়নে প্রিয়াকে দেখিতে দেখিতে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন; বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। দেখিলেন, বন্ধু আসিতেছে; অমনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—“ভাই শরৎ! তোমার উপর সকল ভার রহিল, তুমি সর্ব্বদা দেখ ভাই! মধ্যে মধ্যে পত্রদ্বারা তোমাদিগের সম্বাদ লিখ।”

শরৎ বলিলেন,—

“তার জন্যে তোমাকে কিছুই ভাবিতে হবে না, আমি সর্ব্বদাই দেখিব, সর্ব্বদাই তোমাকে পত্র লিখিব;”

অমরনাথ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন; শরচ্চন্দ্রও গ্রামের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিলেন। পরে বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অমরনাথ চেতনাশূন্য দেহ লইয়া গমন করিলেন। এ দিকে যুবতী পতিকে বিদায় দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; শয্যায় শয়ন করিয়া শোকের কপাট খুলিয়া দিলেন; প্রাণভরে কাঁদিতে লাগিলেন। সে কান্না আর কে দেখিবে? আপনিই দেখিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হৃদয়ে কীট।

জগতে কাহার না দিন যায়? কাহার আশা ভরসা, কাহার সুখদুঃখ চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত দিন অপেক্ষা করিয়া থাকে? দিন যায়—দিন থাকেনা।

তুমি সুখে নিদ্রা যাইতেছ, চিন্তা তোমার হৃদয়কে অধিকার করিতে পারেনি; নির্ব্বিঘ্নে শান্তিসুখ অনুভব করিতেছ। ঐ দেখ—দিন যায়, তোমারও দিন থাকে না।

তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছ, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছ; কিছুই ভাবিতেছনা, ভোগাগ্নিতে সমস্ত আহুতি দিতেছ; জগৎ তৃণ তুল্য জ্ঞান করিতেছ; এত মত্ত কেন? এত অহঙ্কার কেন? এ দিন কি চিরকাল থাকিবে? একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ—ঐ দিন গেল, রহিল না।

ও কি! তোমার চক্ষে জল কেন? অন্তরে বুঝি অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছ? সন্তাপ প্রবল হইয়া নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে? যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছ? এ দিন চিরস্থায়ী মনে করিতেছ? ভয় নাই—ঐ দিন চলিল।

দিন জগতে আসিয়া কি করে? দিন সুখদুঃখকে হ্রাস-বৃদ্ধিমুখে নিপতিত করে; দিন স্বভাবের উন্নতি অবনতি সাধন করে; জীবের আয়ু অপহরণ করে; দিন স্মৃতি বিলুপ্ত করে। দিন দিনের অনুসরণ করে; দিন মাসের অনুসরণ করে; দিন বৎসরের অনুসরণ করে; চিহ্ন রাখিয়া চলিয়া

যায়; দিন থাকে না। তবে এত চিন্তা কেন? এত কাঁদিতেছ কেন? সুন্দরি! ধৈর্য্য ধর—এ দিন যাবে, রবে না। অপেক্ষা কর—এ সন্তাপ থাকিবে না—দিনের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আবার সুদিন হবে; সুখের তপন উঠিবে।

দিনের পর দিন গেল; যুবতীর বিরহসন্তাপ দিনে দিনে কমিতে লাগিল। ক্রমে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে শরচ্চন্দ্র সর্ব্বদা দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। যখন যাহা আবশ্যক, তখনি তাহা আনাইয়া দিতে লাগিলেন; যুবতীর যাতে না কষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক। কিন্তু অমরনাথের যাওয়া অবধি যুবতী সকল বিষয়েই উদাসীন। খাইতে হয়, তাই খান; পরিতে হয়, তাই পরেন। দেহের প্রতি যত্ন নাই; বেশবিন্যাসে আদৌ মনঃসংযোগ নাই। যুবতীর অমন লাবণ্য, প্রভাতশশীর ন্যায় হীনপ্রভ হইয়াছে তৈলাভাবে কেশ রুক্ষ, সংস্কারবিহনে জটিল হইয়াছে।

সে মুখ-কমলের আর বিকাশশক্তি নাই; নিশা কমলিনীর ন্যায় মনোজ্ঞতাবিহীন। সে আয়ত নীলনয়নে আর হৃদয়গ্রাহিণী চটুল দৃষ্টি নাই। যে হৃদয়, সর্ব্বদাই সুখাবসাদে ভাসিত, সে হৃদয় এখন সকল সুখে বঞ্চিত। এক প্রিয় বস্তু বিরহে জগতের কোন বস্তুই তাঁহার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না।

এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল, এক দিন অপরাহ্নে সরলা তাঁহার নিকট বেড়াইতে আসিলেন।

সরলা প্রতিবেশি-কন্যা সম্পর্কে অমরনাথের ভগিনী হন।

যুবতী যে কক্ষে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছিলেন, সেই কক্ষে সরলা প্রবেশ করিলেন। যুবতী, সহসা সরলাকে দেখিয়া পত্র লেখা বন্ধ করিলেন; যে কএক ছত্র লিখিয়া-ছিলেন, তাহা মুছিয়া ফেলিলেন।

সরলা তাহা দেখিতে পাইলেন।

তার পর যুবতী কলম রাখিয়া দিলেন; "এস ভাই ঠাকুরঝি এস", এই বলিয়া সরলার হস্ত ধারণ করিয়া নিকটে বসাইলেন।

সরলা যুবতীর নিকটে বসিয়া বলিলেন,—

"বৌদিদি! কি লিখিতেছিলে?"

যুবতী উত্তর করিলেন,—"ও কিছু নয়।"

সরলা কাগজখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,— "ও খানি চিঠির মতন বোধ হচ্চে; দাদা বাবুকে আসিবার জন্যে বুঝি অনুরোধপত্র লিখিতেছিলে?"

উত্তর গর্জ্জিতস্বরে—

"তোমার দাদাবাবুকে আমি কেন পত্র লিখিব?"

সরলা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কে লিখিবে?"

যু। যার দরকার বেশী—

স। তা'হলে তোমার—

যু। না, তোমার—

সরলা যুবতীর গালটিপিয়া ধরিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,— "তোমাদের বুঝি ওরূপ হয়?"

যু। তা হ'লে আমি এখানে কেন? মনে বুঝে দেখ না, কে কার বরে?

সরলা লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"তোমাকে কথায় পারা ভার; দাদা বাবুই পারেন না, তা আমি পারব কেমন করে ?"

যু। তোমার দাদাবাবু আমাকে না পারুন, তোমাকেত পারেন ?

সরলা উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, কাজেই নিরুত্তর হইলেন। যুবতী যে পত্রখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই পত্র তুলিয়া লইলেন; পড়িবার চেষ্টা পাইলেন, পড়িতে পারিলেন না, বর্ণগুলি বিলুপ্ত। পত্রের শিরোভাগে যেকটি বর্ণ ছিল, সেই কটি বিলুপ্ত হইয়াও অতি ক্ষীণ ভাবে স্বীয় আকার প্রকাশ করিতেছিল। সরলা মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলেন; পড়িতে পারিলেন, কি পড়িলেন? "প্রিয়তম" একটুকু হাসিলেন: আবার পড়িলেন, আবার হাসিলেন; যুবতীর প্রতি কুটিল দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন,—"তবে নাকি তোমার দরকার বেশী নয় ?"

যু। এখনও বলিতেছি নয়—

স। তবে (প্রিয়তম) বলে কাকে লিখিতেছিলে ?

যু। যাকে লিখিবার—

স। এখন কার দরকার হল ? বৌদিদি!

যু। এখন তোমার

স। আমার দরকারে তোমার কি কাজ ?

যু। আমার না হয় তোমারত কাজ হবে।

সরলা পত্রখানিকে নিয়া বলিলেন,—"আমি হারিলাম"—

যু আমিও চুপ করিলাম।

এইরূপ রহস্যসূচক কথাবার্ত্তায় কিছুক্ষণ অতীত হইল, হঠাৎ সরলার দৃষ্টি যুবতীর অর্দ্ধাবৃত কেশকলাপের উপর পড়িল; সরলা অমনি বলিয়া উঠিলেন,—“ও সর্ব্বনাশ! একি করেছ বৌদিদি! আহা! এমন সুন্দর চুলগুলির শোভার মাথা খাইয়াছ?”

যুবতী বলিলেন,—

“আমি কেন খাইব? শোভায় যাহার অধিকার, সেই খাইয়াছে”।

“তিনি ত তোমার চুল বাঁধিয়া দিতেন না—তাঁর দোষ দাও কেন?” এই বলিয়া সরলা অযত্নবিক্ষিপ্ত কেশরাশি, যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন।

যুবতী, সরলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

“ও কি হইতেছে?”

সরলা বলিলেন,—“শ্রীমন্দিরের সংস্কার”—

“শূন্য মন্দিরসংস্কারে ফল কি?”

এই কথা বলিয়া যুবতী সরলার হস্ত ধারণ করিলেন।

সরলা আবার বলিলেন,—“না, বৌদিদি! তুমি হাত ছাড়িয়া দাও? এমন দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্যের এত দুর্দ্দশা! এ কি প্রাণে সহ্য হয়! ঠিক যেন যোগিনী হইয়া বসিয়াছ; আমি আজ তোমার অঙ্গরাগ করিয়া দিব, বিধাতা এ দেহে কত লাবণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি দেখিব।”

যুবতী বলিলেন,—“যোগিনীর আবার অঙ্গরাগ কি? যোগিনী যোগ অভ্যাস করিবে, সংযমব্রত ধারণ করিবে”।

সরলা বিনয়গর্ভ বচনে বলিলেন,—

"তোমার পায়ে পড়ি বৌদিদি! আমার ইচ্ছায় বাধা দিও না? মনে বড় বেদনা পাইব"।

যুবতী সরলার হস্ত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন,—

"ঠাকুরঝি! তোমার মনে ব্যথা জন্মে, এমন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই কর—আর কিছু বলিব না।"

সরলা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, যুবতীর নিকট হইতে উঠিয়া সেই গৃহের পার্শ্বে শাদা মারবেলের টেবেলের উপর কেশ-সংস্কারের উপকরণ সাজান ছিল, সেইখানে যাইলেন। দেখিলেন, চিরুণীখানি বহুদিন কেশ সংস্পর্শ করেনি, অযত্নে পড়িয়া আছে; গায়ে ভাবলো ধরিয়াছে। দর্পণখানি, নির্ম্মল হৃদয়ে যুবতীর জগৎমোহিনী রূপের প্রতিবিম্ব আর ধারণ করিতে পায় না, সেই দুঃখে মলিনতা ধারণ করিয়াছে, সুবাসিত তৈলাধারটীও কক্ষতলের ধূলিপটল দ্বারা বিভূষিত হইয়া নিজের অস্পৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছে।

সরলা দ্রব্যগুলির অবস্থা দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, —"আহা! যাহাদের হৃদয় পবিত্র প্রণয়রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, যাহাদের জীবন একমাত্র পতিগত; তাহাদের ক্ষণস্থায়ী পতিবিরহ, প্রলয়ান্ত কালব্যাপী বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তাহারা সুখভোগ্য বস্তুতে একেবারে স্পৃহাশূন্য হইয়া উঠে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সরলা বস্ত্র দ্বারা দ্রব্যগুলির মলিনতা দূরীভূত করিলেন। পরে সেইগুলি লইয়া যুবতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবতীকে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার কেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন।

সরলা প্রথমে মনের সহিত পরামর্শ করিলেন। মন যেমন যেমন বলিল, তিনি তদ্বিষয়ে নয়নকে মধ্যস্থ রাখিলেন; চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে চুলবাঁধা শেষ হইল; সরলা দেখিলেন, মন যেমন যেমন চাহিয়াছিল, তদনুরূপ হইয়াছে; নয়নও তাহাতে সায় দিল। তখন সরলার অধরে একটুকু হাসি দেখা দিল।

সরলা তোয়ালের দ্বারা যুবতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার করিয়া দিলেন; আনালা হইতে একখানি বেনারসী কাপড় লইয়া যুবতীকে পরাইয়া দিলেন।

যুবতী বলিলেন,—"ঠাকুরঝি! আমাকে যে বের কনে করে তুল্‌লে?"

"তাতে তোমার ক্ষতি কি? যা ক্ষতি দাদা বাবুর; কাহারও নবানুরাগ, কাহারও বিরহসন্তাপ", এই বলিয়া সরলা দর্পণখানি সম্মুখে ধরিলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বৌদিদি! একবার দেখদেখি কেমন রূপের গাছটী হয়ে বসেচ? বিধাতা বুঝি রাখবার স্থান না পেয়ে জগতের সকল সারসৌন্দর্য্য তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন?"

যুবতী দর্পণবক্ষে প্রতিফলিত স্বীয় লাবণ্যরাশি দর্শন করিয়া সরলার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন, আবার সে কটাক্ষ দর্পণে পড়িল। সময় পাইয়া যুবতীর আরক্তিম অধর-প্রান্তে বিদ্যুৎ আভার ন্যায় হাসির বিকাশ হইল।

তখন সরলা বলিলেন,—"আহা! আজ যদি দাদা বাবু থাকিতেন, তাহলে ভুবনমোহন রূপ দেখে নয়ন সার্থক করিতেন; আনন্দে হৃদয় ভাসিয়া যাইত।"

এই কথাগুলি যেমন যুবতীর কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তাঁহার মুখ মলিন হইয়া উঠিল, সে কালিমায় উজ্জ্বল লাবণ্য ঢাকিয়া ফেলিল। অমরনাথের যাওয়া অবধি যে অধরে ভুলেও হাসি স্থান পায়নি, আজ যদি ভাগ্যক্রমে স্থান পাইয়াছিল, আর পাইল না; মনের খেদে সে মধুর হাসিটুকু মিলিয়া গেল। যুবতী কবরী খুলিতে আরম্ভ করিলেন। সরলা অমনি "ওকি কর বৌদিদি।" বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

যেমন ছিল তেমনি থাক? এ আমার ভাল লাগিল না; তুমি হাত ছাড়িয়া দাও? "খুলিয়া ফেলি" এই কটী কথা যুবতীর হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া নির্গত হইল।

তখন সরলা বলিলেন, "তুমি এই নয় বলিলে; আমার প্রাণে আঘাত লাগে, এমন কাজ করিবেনা? আবার বেদনা দিতে উদ্যত হচ্চো? বুঝিলাম, তুমি অন্তরের সহিত আমাকে ভালবাসনা বৌদিদি!" এই কথা বলিতে বলিতে অভিমানে সরলার নয়নে জল আসিল।

"সরলা মনে ব্যথা পাইয়াছে, তাই কাঁদিল, কাজটা ভাল হয়না", এই ভাবিয়া যুবতী মনের কষ্ট মনেই রাখিলেন। পাছে সরলা আরও বেদনা পায়, এইজন্যে বলিলেন,— "ঠাকুরঝি! আমি না বুঝে তোমার মনে বেদনা দিয়াছি, কিছু মনে করোনা ভাই! যাতে তোমার মনের সুখ হয়, তাই কর, আমি আর কিছু বলিবনা! চুল খুলিব না", এই বলিয়া যুবতী কবরীমোচনে ক্ষান্ত হইলেন। সরলার অভিমান দূরে গেল; আবার অর্দ্ধস্খলিত কবরী যথাস্থানে

সংযোজিত করিয়া দিলেন। অঞ্চলে গোলাপফুল বাঁধা ছিল, সেইগুলি খুলিয়া কবরীমূলে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। আনন্দের হাসি হাসিয়া অনিমেষ নয়নে যুবতীর অনুপম শোভারাশি দেখিতে লাগিলেন।

সম্মুখে যে দর্পণ কাষ্ঠাধারে বিরাজ করিতেছিল, সেই দর্পণোদরে যুবতীর আবার দৃষ্টি পড়িল; যুবতী আপনার রূপে আপনিই মোহিত হইলেন। আবার সেই অধরে মৃদুমন্দ হাসি ক্রীড়া করিতে লাগিল। যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"কেমন এখনত সাধ মিটিয়াছে?"

সরলা বলিলেন,—"তোমার গুণে"।

যুবতীর দৃষ্টি পুনর্ব্বার মুকুরমধ্যে নিপতিত হইবামাত্র যুবতী চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন, একটী প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির সহিত মিলাইয়া গেল। তিনি চকিতনেত্রে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন; অমনি অর্দ্ধাবৃত অঙ্গ বসনে আবৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; লজ্জাবনতমুখী হইয়া একখানি কাষ্ঠাসন আগন্তুককে বসিতে দিলেন।

আগন্তুক চেয়ারে বসিলেন; যুবতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। নয়ন সেই লাবণ্যসাগরে মগ্ন হইয়া পড়িল। আগন্তুক যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার নয়নে নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার হইতে লাগিল; হৃদয় অভূতপূর্ব্ব রসে সিক্ত হইল। ক্রমে সে রসে হৃদয় গলিয়া গেল।

আগন্তুকের নয়নে এ মূর্ত্তি ত নূতন নয়? সর্ব্বদাই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন; তবে আজ এত হৃদয়গ্রাহিণী কেন?

নয়ন এত মজিল কেন? মন এত অস্থির হইল কেন? বোধ হয়, হৃদয়ে দুরন্ত কীট প্রবেশ করিয়াছে। আগন্তুক! তোমার হৃদয়ে কীট, এই বেলা সাবধান হও? নহিলে প্রণয়বন্ধন খণ্ড খণ্ড করিবে; বিশ্বাস--তরুর মূল কাটিয়া ফেলিবে? এখনও সময় আছে, সতর্ক হও? পরিণামে অমৃত বর্ষণ করিবে।

এ গতাসু ব্যক্তির কর্ণে উপদেশ! কে শুনিবে? যে শুনিবে, তাঁর চৈতন্য নাই। তাঁহার হৃদয়ে মূর্ত্তি অতি গভীররূপে অঙ্কিত; মন তাহাই দেখিতেছে, তাহার সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়াছে; নয়ন বাহ্যিক মূর্ত্তিতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আগন্তুক, প্রস্তরবিগ্রহের ন্যায় বসিয়া আছেন।

ক্রমেই মনের আবেশ বাড়িল, ক্রমেই অধীর হইয়া পড়িলেন। আগন্তুক আর বসিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যুবতী বলিলেন,—"শরৎ বাবু! উঠিলেন যে?"

পাঠক! একবার চক্ষু চাহিয়া দেখুন।

আগন্তুক শরচ্চন্দ্র; ইনিই অমরনাথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু; অমরনাথ ইহাকেই এক আত্মা, আকার ভেদে বিভিন্ন, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; ইহাঁরি হস্তে তাঁহার হৃদয়ের সারধন মানবজীবনের স্বর্গীয় সুখনিদান স্ত্রীরত্নের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত করিয়া বিশ্রব্ধচিত্তে প্রবাসে বাস করিতেছেন।

শরচ্চন্দ্র বলিলেন,—"বিশেষ কার্য্য আছে-চলিলাম।"

যুবতী বলিলেন,—"তবে এস।"

শরৎ চলিয়া গেলেন; সন্ধ্যাও আগত হইল। তখন সরলা বলিলেন,—

"বৌদিদি! সন্ধ্যা হ'ল, আজকের মতন বিদায়।

যু। আবার কবে আসিবে?

স। ইচ্ছা রোজ—কার্য্যে ঘটে না।

যু। মন থাকিলেই ঘটে।

স। তোমার কি মনের মতন আশা ফলে?

যু। তা কৈ ভাই? ফল ফলা দূরে থাক, সে লতাটী অবধি শুকিয়ে যেতেছে।

"তবে যে আমাকে বলিতেছ?" এই কথা বলিয়া সরলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবতীর চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"এ শোভা সর্ব্বদাই দেখিতে মন চায়, পোড়া সংসারের জ্বালায় ঘটে না; এখন আসি ভাই?"

যুবতী তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"আবার এস ভাই—ভুলে থেক না।"

"আসিব, দাদাবাবুর প্রতিনিধি হয়ে 'তোমার মন যোগাব",এই বলিয়া সরলা বিদায় হইলেন। যুবতীও সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্নকাল। আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন; শীকরবাহী প্রাচী সমীরণ মৃদুমন্দগতি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত বেগে প্রবাহিত হইতেছে। বৃষ্টি অনবরত পড়িতেছে; জগৎ সূর্য্যকরস্পর্শসুখে বঞ্চিত। এমন সময় রসবতী নাপতিনী আহারান্তে গৃহে শয়ন করিয়া আছে।

রসবতীর বয়েস আটাস বৎসর; রঙ মাজা মাজা, মুখ ঘোরাল, কপাল ছোট; চক্ষু যদিও কমলদলের তুল্য নয়, তবুও মনোজ্ঞ; টানা ভ্রূ, সরল নাসিকা; দন্তগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; ওষ্ঠ দুইখানি পাতলা; অঙ্গের গঠন নয়নের প্রীতিজনক। খুব মোটাও নয়, খুব কৃশও নয়, মাফিক সই। আকুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ চুল; দৈর্ঘ্যে নিতম্ব অতিক্রম করিয়াছে। মোটে মাটে বলিতে গেলে, রসবতীর লাবণ্যকুসুম যুবকের হৃদয়গ্রাহী।

পাঠক! নব সৌরকরপ্রভাসিত কমলিনী দেখিয়াছেন? এ সে কুসম নয়। মধ্যাহ্নকালের পূর্ণ বিকসিত স্থলনলিনী দেখিয়াছেন; এ তাহাও নয়; বসন্তসম্ভূত প্রদোষমল্লিকা দেখিয়া থাকিবেন; এ সেরূপও নয়; এ উষামুখ কুমুদিনী।

রসবতীর অঙ্গে আভরণ নাই; বাল্য বিধবা। কিন্তু সে অভাবটুকু লাবণ্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রসবতী যদি অলঙ্কার পরিত, তাহা হইলে তাহার বিধবা অপবাদটী বিলুপ্ত হইত। কারণ তাহার হস্তপদাদি কেবল বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, তাহার মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ সধবার আচারে প্রবৃত্ত।

রসবতী একটী তাকিয়ার উপর শরীরের অর্দ্ধাংশ রাখিয়া করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক অর্দ্ধচক্রাকারে শয়ন করিয়া আছে। দোয়ারে সকের ময়না টাঙ্গান; সেটী ঝাপটার জল লাগিয়া খাঁচার ভিতর ঝট্‌পট্ করিতেছে। রসবতী তাহাই দেখিতেছে। ময়নাটী এক একবার "মা, মা," বলিয়া ডাকিতেছে; রসবতীর অমনি স্নেহের সাগর উথলিয়া পড়িতেছে। রসবতী বলিতেছে,—"বেটা ময়না! কেন ডাকৃচিস্? গায়ে জল লাগিতেছে?"

এমন সময় একটী বিড়াল ম্যাও ম্যাও করে ডাকিতে ডাকিতে তাহার শয্যার উপর লাফিয়া উঠিল।

আঁটকুড় ঘরে বিড়ালের আধিপত্য বেশী; সকল দ্রব্যে স্বাধীনরূপে রসনা সংলগ্ন করিবার প্রভুত্ব থাকে। গৃহস্থের সোহাগের জিনিশ বলিয়া জাতিগত প্রহার বা অগৌরবসূচক "দূর্ দূর্" বাক্য সহ্য করিতে হয় না। সাধারণ বিড়াল অপেক্ষা এসব বিড়ালের পুণ্য বেশী। পূর্ব্বজন্মের কঠোর তপস্যা ব্যতীত বিশেষতঃ এরূপ স্থলে অজাত-পুত্রত্ব পদ পাওয়া কঠিন।

বিড়াল শয্যার উপর উঠিয়া ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে রসবতীর নিকট উপস্থিত হইল।

রসবতীর বড় আদরের বিড়াল! অমনি তাহার গাত্রে হস্ত দিয়া রসবতী বলিল,—

"এস আমার চন্দ্রাননি এস।"

রসবতী আদর করে বিড়ালটার নাম চন্দ্রাননী রাখিয়াছিল, তাই চন্দ্রাননী বলে ডাকিল। রসবতী বিড়ালটাকে কখন বুকের উপর নাচাইতে লাগিল, কখন বা অধরে অধর দিয়া বাৎসল্যভাবে

চুম্বন করিল। বিড়ালটীও আহ্লাদে "ম্যাও ম্যাও" করিয়া উঠিল; তাহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া পুচ্ছ সঞ্চালন দ্বারা হৃদয়ের অভূতপূর্ব্ব আনন্দসূচক ভাব প্রকাশ করিল।

যে সময়ে রসবতী বিড়ালকে আদর করিতেছিল, সেই সময়ে এক জন যুবক ছাতি মাথায় দিয়া রসবতীর দোয়ারে উঠিল; বাহিরে ছাতি রাখিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

রসবতীর শরীরার্দ্ধভাগ অনাবৃত ছিল—বসন কটিদেশকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল।

রসবতী হঠাৎ সমাগত যুবককে দেখিয়া লজ্জিতা হইল; সকের বিড়ালটিকে পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র দ্বারা লজ্জা সম্বরণ করিল।

যুবক হাসিতে হাসিতে বলিল,—"রসবতি! ভাল আছ?"

"যেমন রাখিয়াছেন", এই বলিয়া রসবতী যুবককে শয্যায় বসিতে অনুরোধ করিল। যুবক শয্যায় বসিল।

রসবতী আবার বলিল,—"এতদিনের পর এ অধীনীর বাড়ী কি মনে করে?"

যু। তোমার অনুগ্রহভিক্ষা—

র। একি অসম্ভব—তৃষিতা চাতকীর অনুগ্রহ কি কখন জলধর প্রার্থনা করে?

যু। কেন? হিমাগমে।

রসবতী একটুকু হাসিল, যুবকের মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার বলিল,—"এই দুর্য্যোগ! শয়াল কুকুরে বেরুতে পারে না, আপনি কেমন করে এলেন?"

যু। প্রয়োজনের সময় অসময় নাই, আমি এখন শেয়াল-কুকুরের বাড়া।

র। সরল মনে গরল নাকি?

যু। বিষে জর্জ্জরিত।

র। নূতন, না পুরাতন দংশন?

যু। নূতন।

র। ঘরে না বাজারে?

যু। ঘরে।

র। বিষ ঢালার অভ্যাস আছে?

যু। না।

"তবেইত প্রতীকার বড় কঠিন," বলিয়া রসবতী বিড়াল-টিকে ধরিয়া ক্রোড়ে লইল।

যুবক রসবতীর কাণে চুপি চুপি কি বলিল। রসবতী শিহরিয়া উঠিল, মাথা নাড়িয়া বলিল,—"এ অসাধ্য সাধন, আম'র কর্ম্ম নয়; আপনি অন্য চেষ্টা দেখুন। না হয় ও আশা ত্যাগ করুন?"

যুবক বলিল—"সে কি! তোমার অসাধ্য ভুবনে কি আছে? তোমার বুদ্ধির অতীত বিষয় কিছুই নাই। তোমার মন্ত্রণা-কুহকে মুগ্ধ না হয়, এমন লোক দেখি না; আমি একমাত্র তোমার ভরসায় আশাকে দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকি; আমি তোমার সাহায্যে অনাস্বাদিত দুষ্প্রাপ্য ফলও পাইয়া থাকি। এবারে আশা, আমার অজ্ঞাতে গুরুতর বিষয়ে ধাবিত হই-য়াছে; কোনরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে না, সেই জন্যে তোমার নিকট আসিয়াছি, তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি; রস-বতি! আমার অনুরোধ রক্ষা কর—প্রত্যাখ্যান কর না।"

রসবতী বলিল,—"বাবু! আমার সাধ্য হলে কেন করব না?

এমনত কত বার সাধ্যমত কার্য্য করে আপনার প্রসাদ লাভ করেছি; এযে সেরূপ নয়; এবড় কঠিন বিষয়; বুদ্ধি খাটিবে না।”

যু। তোমার বুদ্ধির পরাক্রম আমি বিলক্ষণ জানি, আমার কাছে ওকথা বলিলে চলিবে না।

র। আমার বুদ্ধি সেখানে স্থান পাবে না, সে বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম—চাতুরী খাটিবে না। আমায় ক্ষমা করুন, আরও আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এর পরিণামটা কিরূপ, একবার ভাবিলে ভাল হয় না?

যুবক বলিলেন,—“তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, ভাবী আশঙ্কা অমূলক নয়, তাহাও, জানিতে পারিতেছি; কিন্তু কিছুতেই চিত্ত আয়ত্ব করিতে পারিতেছি না; পারিবও না; ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে। এখন তুমি প্রসন্না হও? যাহাতে বাসনা চেষ্টায় পরিণত হয়, তাই কর?”

রসবতী অতি গম্ভীর স্বরে বলিল,—

“চেষ্টায় যে বাসনা ফলমুখী হয়, এমনত বোধ হয় না?”

যুবক বিস্ময়চিত্তে রসবতীর প্রতি চাহিয়া বলিল,—“কেন? চেষ্টার অসাধ্য কাজ কি?”

রসবতী বলিল,—“আপনি জানেন না, তাই ওরূপ বলিতেছেন; আমি ভাল রকম জানি, তাই চেষ্টায় কিছু ফল হইবে না বলিতেছি।”

রসবতী ঠিক বলিতেছে— সে স্বর্গীয় হৃদয়, প্রলোভনে ভুলিবার নয়; সে পবিত্র প্রেমের চির আধার; কলুষিত প্রণয় ভুলেও স্থান পায় না। সে হৃদয়ের প্রতি অস্থিতে, প্রতি শিরায়, প্রতি শোণিত-

প্রবাহে ও প্রতি মাংসপেশীতে তাহার প্রেমের মূল দৃঢ়রূপে সঞ্চালিত; সামান্য কথায় তাহার কি হইবে? যত দিন সে হৃদয়ে শোণিত-স্রোত বহিবে, তত দিন মহাপ্রলয়কর ঘটনাতেও ছিন্নমূল হওয়া দূরে থাক কম্পিতও হইবে না। যুবক তোমাকেও বলিতেছি, আপনি ক্লীবের কামপ্রবৃত্তির ন্যায় এ উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন? দেখুন? অনলকে হস্ত দ্বারা ধরিতে গেলে হস্তই দগ্ধ হয়, অনল ধরিতে পারা যায় না।

যুবক দেখিলেন, রসবতী অত্যন্ত চতুরা, মিষ্টি কথায় কার্য্যসিদ্ধ হইবে না; তখন পকেট হইতে চক্‌চকে পঁচিশটী টাকা বাহির করিয়া রসবতীর হস্তে দিয়া বলিল,—"রসবতি! বায়না স্বরূপ তোমার জন্যে এই টাকা আনিয়াছিলাম, তুমি নাও? ইচ্ছা হয়, আমার উপকারে প্রবৃত্ত হইও? আমাকে প্রাণে মারিলে ভাল হয়, তাহাই করো? এখন আমার জীবন তোমার রুচির অধীন," এই কথা বলিয়া যুবক নিবৃত্তি হইল।

জগতে অর্থে কি না হয়? অর্থে সব হয়? বিশেষতঃ কলিকালে। অর্থে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়; অর্থে অধর্ম্মলিপ্সা প্রবল হয়; অর্থে সুখপ্রাসাদের উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করে; (সে কল্পিত সুখ; ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মগত সুখই প্রকৃত সুখ) অর্থে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবল হয়; অর্থে নশ্বরদেহে তমোগুণের সৃষ্টি হয়; অর্থে সতীর সতীত্ব নাশ হয়; (সে কাল্পনিক সতী) অর্থে অপত্যবিয়োগসন্তপ্ত-হৃদয় শীতল হয়; অর্থে বুড়ারও বে হয়।

অর্থকে কে কিরূপ ভাবে দেখে?

যোগীরা, তৃণ অপেক্ষা লঘু দৃষ্টে দেখে; ধার্ম্মিকেরা, অলুব্ধ-

চিত্তে ক্রিয়োপযোগী বলিয়া দেখে; বিলাসপ্রিয় লোকেরা, ভোগনিদান মনে করিয়া দেখে; কৃপণেরা প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞানে দেখে; দরিদ্র ব্যক্তিরা অমূল্য নিধি ভাবিয়া দেখে।

অর্থের শক্তি কি?

অর্থের মুগ্ধকরী শক্তি; অর্থের অসাধ্য-সাধন-প্রবর্ত্তনী শক্তি।

তাই বুঝি এখন রসবতীর মন মুগ্ধ হইল? তাই বুঝি রসবতী অসাধ্য সাধনে ধাবিত হইল? রসবতী জ্যোতির্ম্ময়ী মুদ্রা হস্তে করিয়া নাড়িতে লাগিল; এক একবার তাহার উজ্জ্বল কান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; তাহার চিত্ত একেবারে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তখন সে ভাবিতে লাগিল—"কি করি? টাকা ফেরত দিব, না, গ্রহণ করিব? ফেরত দেওয়া ত কখনই হইতে পারে না; রাহুর মুখে চাঁদ পড়িলে কি কখন ছেড়ে দেয়? ফেরত হবে না; এতগুল টাকার লোভ কে ছাড়তে পারে? তবে লওয়া যাগ। কাজ করিতে হইবে? করিব; সে বড় কঠিন কাজ! তা হলই বা! চেষ্টা করিবার ক্ষতি কি? ফাঁদে না পা পড়ে, ভাসা ভাসা বেড়াব, তাতে যতদুর হয়, এখন ত এগুলি হস্তগত করি," এই স্থির করিয়া বলিল "বাবু! আমাকে কি নিতান্তই বিপদে ফেল্‌বেন?"

যুবক বলিল,—"বিপদ কি রসবতি!"

রসবতী বলিল,—"বিপদ বৈকি? প্রকাশ হলে এখানে আমার বাস করা ভার হবে।"

যুবক হাসিতে হাসিতে বলিল,—"প্রকাশ কেমন করে হবে—একি প্রকাশ হবার কথা!"

রসবতী আবার বলিল,—"পাপ আর আগুণ কি কখন লুকান থাকে ?"

যুবক বীরগর্ব্বিতস্বরে বলিল,—"যদি প্রকাশ হয়, হলই বা ;—ভাবী অনিশ্চিত বিপদপাতের আশঙ্কা করে, ভীরু-স্বভাব-সম্পন্না কামিনীর ন্যায় বর্ত্তমান কার্য্যে বিরত হইবে ? তা কথনই হইও না ? তোমার কোন ভয় নাই ? আমার জীবন থাকিতে কার সাধ্য তোমার এক গাছি কেশ স্পর্শ করে ?"

তখন রসবতী সহাস্য বদনে বলিল,—

"আমাকে কি একান্তই দূতি সাজাবেন ?"

যুবক রসবতীর হস্তধারণ করিয়া বলিল,—"তুমি না হলে এ কর্ম্মে আর কে ব্রতী হবে ?"

র। কিন্তু আমি দায়ী নয় ; সাধ্যমত চেষ্টা করিব ; আপনার কপাল আর আমার হাত যশ।

যু। তোমার চেষ্টার অঙ্কুরেই ফল ; নিস্ফল হইবার নয় ; কিন্তু পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক ; এই বিবেচনা করে কাজ করো।

র। আমার কর্ম্ম চটপট্ ; মিছে সময় নষ্ট করি না। আপনি কাল যা হয় একটা খপর পাবেন।

যু। তবে আমি বৈঠকখানায় তোমার অপেক্ষায় থাকিব।

র। আচ্ছা।

তখন যুবক রসবতীর হস্ত ধরিয়া বলিল,—"তুমি আজ আমার হতাশ জীবনে আশার সঞ্চার করিলে ; আজ আমায় বিনা মূল্যে কিনিলে।" এই বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন। রসবতীও টাকাগুলি সিন্দুকে রাখিয়া ময়নাটীর সেবায় চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চতুরার চাতুরী

আজ আকাশ বেশ নির্ম্মল; বিন্দুমাত্র মেঘ নাই, পূবে বাতাস বন্ধ হইয়াছে। সুখসেব্য দক্ষিণ সমীরণ বহিতেছে; দিবাকর নির্ব্বিঘ্নে অবিচ্ছিন্ন কিরণ বিস্তার করিতেছেন। রাস্তা, ঘাট, গমনোপযোগী কর্দ্দমশূন্য। বেলা চারিটা বাজিল; রসবতী ময়নাকে খাবার দিয়া, বাসিকরা সাদা পাড়ওলা কাপড় একখানি পরিল; মুখখানি গামচা দিয়া ভাল করিয়া মুছিল; সুবাসিত পান খাইল; দর্পণে রূপের প্রতিবিম্ব একবার দেখিল; একটু হাসিল। কেন হাসিল? তা বলিতে পারি না; সে হাসির মর্ম্ম রসবতীই বলিতে পারে। পাঠক! যদি অনুমিতিখণ্ডে ব্যুৎপত্তি থাকে, তবে অনুমান দ্বারা মর্ম্মোদ্ঘাটনের চেষ্টা করুন।

রসবতী যখন বেশভূষা করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাকে বিলাসিচক্রের উপাস্য দেবী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রসবতী হাবভাব লাবণ্যে, নিমীলিতাবস্থাতেও নববিকাশচ্ছবি বিস্তার করিয়া একটী চুবড়ী কক্ষে লইল; ঠমকে ঠমকে পদবিন্যাস করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে চলিল। সে পদবিন্যাসে, গর্ব্বিত যুবকবৃন্দের উন্নতহৃদয় দলিত হইতে লাগিল। ক্রমে রসবতী অমরনাথের ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

প্রথমে শ্যামার সহিত দেখা হইল; রসবতী তাহাকে বলিল, "শ্যামা কেমন আছ?"

শ্যা। ভাল আছি বাছা! অনেক দিন যে আর দেখিতে পাই নি?

র। আর মা! সংসারের জ্বালায়—বৌদিদী কোথায়?

শ্যা। উপরে।

র। কি কচ্চেন?

শ্যা। তা বলতে পারি না; তুমি দেখ না গে।

রসবতী অঙ্গণ অতিক্রম করিয়া সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিল; যতই পদ বিক্ষেপ করিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল; অতি কষ্টে সে ভাব সংযত করিল; সাহসে বুক বাঁধিয়া আবার চলিল। যে কক্ষে সরলা ও যুবতী বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া চিবুকে অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া বলিল,—"বৌদিদি! ভাল আছেন?"

উত্তর—যেমন দেখ্‌চ রসবতি!

র। দেখচি বড় মন্দ নয়!

সরলা, যুবতীর প্রতি নয়নভঙ্গি করিয়া রসবতীকে বলিলেন,—"কিছু সন্দেহ ত হয় না?"

র। সে কি এ ঘরে?

যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"রসবতি! কি মনে করে?"

"অনেক দিন ও রাঙা পায়ে আলতা পরাতে পাইনি, তাই আজ আলতা পরায়ে জন্ম সার্থক করব মনে করে এসেচি," এই বলিয়া রসবতী চুবড়ীটা কক্ষতলে রাখিয়া উপবেশন করিল।

স। কেমন আলতা?

র। ও রাঙাপায়ের যুগ্যি আলতা, বেশ ঘোরাল।

স। তবে বৌদিদীকে ভাল করে পরিয়ে দে?

যু। না, রসবতি! আমার আলতা পরিবার সাধ নাই, ঠাকুরঝিকে পরিয়ে দে?

"আপনার কিসের বয়স? এইত সাধের সময়! ও কথা কি বলতে আছে দিদিমণি!" এই বলিয়া রসবতী চুবড়ী হইতে পদসংস্কারের দ্রব্যগুলি ক্রমে ক্রমে বাহির করিতে লাগিল।

যুবতী বলিলেন,—"না, রসবতি! আমার সাধ মিটিয়াছে, আমি পরিব না?"

সরলা অমনি যুবতীর অধর ধরিয়া বলিলেন,—"বৌদিদি! সাধ কি কখন মেটে? এ মুখ দেখলে নূতন নূতন সাধের তরঙ্গ ওঠে; সাধ যে ক্রমেই বাড়িতেছে?"

রসবতী হাসিতে হাসিতে বলিল,—"ভাল বলেচেন দিদিমণি! আমার মনের কথা টেনে বলেচেন।"

যুবতী আবার বলিলেন,—"আমি নিজের কথা বলিতেছি, তোমাদের কথা ত বলিনি? তুমি যে ভাই বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝিতেছ।"

সরলা বলিলেন,—"আচ্ছা ভাই! কমল সরোবরে ফোটে, তার সেই মনোহর শোভায় সরোবর অপূর্ব্ব শ্রী-ধারণ করে; জগতের মন আকৃষ্ট হয়, কিন্তু কমলের হয় না; সে নিজের শোভায় অন্ধ। তা ব'লে কি কমল বিকশিত হয় না? কমল, স্বভাবসিদ্ধ পরিমল উদ্গীরণ করে; বায়ু সে পরিমল দিক্‌দিগন্তে বিকীর্ণ করে; কমলের তাতে নিষেধবিধি কিছুই নাই; বায়ু সেই সুরভি-সংসর্গে তিনটী গুণকে আশ্রয় করিয়া রূপান্তরিত হয়, হৃদয়ে

নব আশার বিকাশ পায়; কেন পায়? জগতের প্রিয় হইল বলে; কিন্তু কমলের হয় না? তা ব'লে কি কমল পরিমল বিতরণ করে না?"

মধুকর সেই গন্ধে উন্মত্ত হইয়া নানা দিক হইতে ধাবিত হয়, নব নব আনন্দলহরীতে ক্রীড়া করিতে থাকে, গুণগুণ রবে মনের সাধ প্রকাশ করে; সে সাধের নিবৃত্তি নাই। কিন্তু কমলের মনে কিছুমাত্র সাধ আহ্লাদ জন্মে না; তাই বলে কি কমল, মধুব্রতের সে নির্ম্মল আমোদের বিরোধী হয়? না, আশা-পূর্ণ করে না? তুমিও ত ভাই সেইরূপ অপূর্ব্ব কমল! তবে কেন ফুটিবে না বৌদিদি? কেন শোভায় আমাদের মন মুগ্ধ করিবে না? কেনই বা পরিমল বিতরণ করিবে না? অবশ্য আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে।"

যুবতী বলিলেন,—"ঠাকুরঝি! কমল নিজের ইচ্ছায় ফোটে না—স্বভাবের অনুরোধে।"

সরলা আবার বলিলেন,—"তুমিও না হয় আমাদের অনুরোধে।"

যুবতী আর উত্তর করিলেন না; কাজেই "মৌনং সম্মতি লক্ষণং", রসবতী সময় বুঝিয়া তাঁহার চরণের মলসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল।

এ দিকে ইন্দুবালা (সরলার কনিষ্ঠা ভগিনী) আসিয়া সরলাকে বলিল,—"দিদি! মা, তোমাকে ডাকচেন?"

স। আচ্ছা যাচ্ছি, এই কথা বলিয়া যুবতীকে বলিলেন,—"বৌদিদি! তুমি আলতা পর—মা কেন ডাকচেন শুনে আসি।"

যু। এখনি আসিবে ত?

"আসিব" বলিয়া সরলা ইন্দুবালাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন।

এখন উপদেবতার উপদ্রব শান্তি হইল; রসবতী শুভ সময় পাইয়া উদ্দেশ্য সাধনের স্বস্তিবাচন আরম্ভ করিল।

রসবতী বলিল,—"আহা কি সুন্দর পা দুখানি! বুকে রাখিবার জিনিষ। তুমি দেবকন্যা—তুমি অপ্সরা—তুমি ফুটন্ত গোলাপ। তোমায় যে দেখে, সে ভুলিতে পারে না—গন্ধে অন্ধ হইয়া পড়ে।

যুবতী এইরূপ স্তুতিবাদ শুনিয়া, রসবতীর প্রতি তীব্র-দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিলেন,—"রসবতি! আজ এত রূপবর্ণনার ছটা কেন? কখন কি আমাকে দেখনি?"

রসবতী বলিল,—

"দেখেছি বটে, কিন্তু আজ আমার চক্ষে ও রূপ নূতন বোধ হচ্চে।"

যু। এ কথাটীও আমার কর্ণে নূতন বলে বোধ হইল।

র। আমারও একদিন এইরূপ নূতন বলে বোধ হয়েছিল, এখন ঠেকে জানিলাম, এ রূপে পাগল করে। দিদিমণি! তুমি পরেশমণি।

যু। এমন রূপ ত অনেকেরই আছে?

র। না, দিদিমণি এমনটী আর নাই—

যু। দেখনি বলে বলিতেছ—একের প্রাধান্য স্বভাবের নিয়ম নয়?

র। ফুল যতই কেন নির্জ্জনে ফুটুক না, গন্ধ ছুটিলে ধরা পড়ে

যু। ও খোষামুদে কথা—

র। না, দিদিমণি! আমি ঠিক কথাই বলিতেছি; তা না হ'লে পুরুষের মন ও রূপে এত মজে কেন?

যুবতী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন,—

"পুরুষের মন মজে!"

র। মজা কি দিদিমণি! একেবারে পাগল!

যু। কার?

র। যে দেখেছে তার।

যু। ঠিক জান?

র। না জেনেকি বলিতেছি।

যুবতীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল; দৃষ্টি তীব্র হইয়া উঠিল, বিম্বাধর কাঁপিতে লাগিল। রসবতীর কর হইতে চরণ টানিয়া লইলেন; তখুনিই পদাঘাত করিয়া রসবতীকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিতেন, কিন্তু করিলেন না। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, "রসবতীর অন্তরে দারুণ গরল; উহাকে স্পর্শ করিতে নাই; উহার সঙ্গে কথা কহিতেও নাই; ও পাপপূর্ণ মূর্ত্তিকে একেবারে দৃষ্টিপথের অতীত বিষয় করা উচিত।"

তার পর আবার ভাবিলেন—"না এখন কিছু করিব না! এ নিশ্চয়ই কোন নরপশুর দূতী; এর কত দূর আস্পর্দ্ধা আমাকে দেখিতে হইবে। কাহার দ্বারা প্রেরিতা, তাহার নামও জানিতে হইবে; তার পর সাধ্যমত পুরস্কারের ব্যবস্থা করিব। এখন ওর মনোনীত কথা বলে পেটের কথা বাহির করিয়া লই," এই জন্যে যুবতী ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। আবার সেই মুখে অনিচ্ছায় হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"রসবতী, তোমার কথাগুলি রসে ভরা।"

রসবতী দেখিল, চারে মাছ আসিয়াছে; তখন টোপ গাঁথিবার চেষ্টা পাইলেন। রসবতী বলিল,—"যিনি রসের ভাণ্ডার, তাঁর চক্ষে নীরস জিনিষও রসাল হইয়া উঠে।"

যুবতী রসবতীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিলেন। রসবতীও যুবতীর আপাদমস্তক অবলোকন করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

যুবতী দেখিয়া বলিলেন,—"অমন করে নিশ্বাস ফেলিলে কেন?"

র। মনে বড় ব্যথা পেলাম—

যু। কেন রসবতি?

র। যা ভাল বাসিনা তাই দেখে।

যু। কি দেখলে?

র। ভমরা ছাড়া ফুটন্ত ফুল।

যু। তাতে দোষ কি?

র। ফুটন্ত ফুল মধুভরা—সে ফুলে দিন রাত ভমর গুন্‌গুন্‌ করে মধু খাবে—মধু খেয়ে ঢলে ঢলে উড়ে বস্‌বে; তবেত দেখতে সুখ। তা না হ'লে, ফুল ফুটলেই কি, আর না ফুটলেই কি?

যু। ও কুসুমের ত এক দিন নবীনাবস্থা ছিল, রসবতী তখন বুঝি নিরন্তর ভ্রমরের তাড়নায় কম্পিত হইত?

রসবতী, হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দিদিমণি! আমি ত আপনার মত ঋষি তপস্বী নই।"

যুবতী, অমনি শিহরিয়া উঠিলেন; হৃদয় জুগুপ্সাভারে অবনত হইল, আর সহ্য করিতে পারিলেন না; অতি গম্ভীর

স্বরে বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! বলিলে কি রসবতি! অকিঞ্চিৎ-কর সুখাস্বাদনে লুব্ধ হয়ে, নারীকুলের সার রত্ন, প্রতিষ্ঠার পূর্ণচন্দ্রমা, বিশ্বাসের পবিত্র নিকেতন, অক্ষয় স্বর্গসুখের অদ্বিতীয় স্তম্ভ, এবং জীবন হইতেও প্রিয়তর সতীত্ব ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেচ? অনন্ত নরকের দ্বার উদ্ঘাটন করেচ? ছি ছি—ছি—"

তখন রসবতী মধুর হাসির ছটা বিস্তার করিয়া যুবতীকে বলিল,—"দিদিমণি! আপনি যে সতীত্বের কথা বলিতেছেন, ওটা কিছুই নয়? ওটা কথার কথা; তা না হ'লে কুন্তী কখন সতী হ'ত না; ব্রহ্মাও দেবতাদের কাছে মুখ দেখাতে পারত না।"

এই কথায় যুবতীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; ক্ষণকাল অধো-বদনে ভাবিতে লাগিলেন!

এদিকে দ্বারে একটী মূর্ত্তি দেখা দিলেন; রসবতীর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পড়িল; চকিত হৃদয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রসবতী সহসা উঠিল কেন? এ মূর্ত্তি কি তাহার অপরি-চিত? না, অপরিচিত নয়! তবে কেন চকিতা হইল? এ মূর্ত্তিতে কি তাহার কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে? আছে। এ তাহার আশামুকুলের কুজ্ঝটিকা মূর্ত্তি! এ তাহার মানস-পূজার বিঘ্নবিধায়ক অপদেবতা মূর্ত্তি!

যুবতী সহসা রসবতীকে উঠিতে দেখিয়া বলিলেন,—"রসবতি! উঠিলে যে?"

র। সন্ধ্যা হইল বাড়ী যাই।

যু। অনেক কথা আছে যে—

র। আশা পেলেই আবার আসি।

যু। এক দিন এস।

"আচ্ছা, আসিব, এই বলিয়া রসবতী কক্ষের অপর একটী দ্বার দিয়া চলিয়া গেল।

যুবতী সমাগত মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,— "এস ঠাকুরঝি!"

স। এত হাসি হাসি মুখ কেন? কি হয়েচে?

যু। বড় মজা।

স। শুনিতে পাই না?

যু। রসবতীর চরিত্র কেমন তা জান?

স। না

যু। ও বড় সহজ মেয়ে মানুষ নয়? পাপের জলন্ত-মূর্ত্তি— সতীত্ব-চন্দ্রমার দুরন্ত-রাহু,—

স। কেন? বৌদিদি! ওত ভালমানুষের মতন লোকের বাড়ী বাড়ী আল্‌তা পরয়ে বেড়ায়; ওর চরিত্র কি খারাপ?

যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ঠাকুরঝি! আল্‌তা পরান রসবতীর লৌকিক বৃত্তি; কুলবধূর সর্ব্বস্বধন অপহরণ করাই ওর প্রধান জীবিকা!"

স। বল কি বৌদিদি! তুমি জানিলে কি করে? তোমার ঘরে কি আজ সিঁধ দিতে ঢুকেছিল?

যু। ঢুকেছিল বৈকি?

স। সিঁধ দিয়েছে কি?

যু। ইচ্ছা বটে দেয়; পাতনামাও করেছে?

স। বল কি! বেটীর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়!

যুবতী, রসবতীর মানসিক ভাব, সরলার কাছে প্রকাশ করিলেন। সরলা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—"বৌদিদি! এবার বেটী এলে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিব।"

যু। আমি ওকে চটাইনি, হাতে রেখেচি, আবার আস্‌তে বলেচি, অগ্রে জানতে হবে, ওকে কে পাঠয়েচে? তার পর যা মনে আছে, তাই করিব।

স। বেশ করেচ, এবার এলে আমায় খপর দিও?

"তা দেবো বই কি?", বলিয়া যুবতী সরলার হাত ধরিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে রসবতী যুবতীর গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া যুবকের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল।

পাঠক! এ যুবককে চিনিতে পারিয়াছেন কি? বোধ হয় না; ইনিই রসবতীর ভবনে যুবক সাজিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রসবতী যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন যুবক শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তার অত্যুচ্চ তরঙ্গে হৃদয় পাতিয়া আশানদী পার হইতেছিলেন, তাঁহার নয়ন নিমীলিত, হৃদয় ছিন্নভিন্ন। সহসা পদশব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। নয়ন উন্মীলন করিয়া তিনি দেখিলেন, যাহার উপর তাঁহার জীবনের একমাত্র সুখসম্ভোগ নির্ভর করিতেছে, যাহার আগমন প্রতিক্ষণেই প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেই সম্মুখে উপস্থিত। যুবক অমনি উঠিয়া বসিলেন, আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"রসবতি! খপর কি?"

রসবতী মৃদুমন্দ হাসির লহরী বিস্তার করিয়া বলিল,—“খপর মন্দ নয়, আশার অঙ্কুর হইয়াছে।”

যু। এখনও অঙ্কুর?

র। মরুভূমিতে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হইল, তাহাই ভাগ্য করিয়া মানুন?

যু। অপেক্ষা সয় না?

“তা না হলে অঙ্কুরেই নষ্ট হবে! অপেক্ষা করিতে হইবে—এখন যাই সন্ধ্যা হ’ল”, এই বলিয়া রসবতী বিদায় হইল।

এদিকে যুবক কল্পনাক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। কল্পনার মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া দেখিলেন,—রসবতী যে অঙ্কুরের কথা বলিতেছিল, সে অঙ্কুর দেখিতে দেখিতে বিনা যত্নে পল্লবিত হইল, পরক্ষণেই লতার আকার ধারণ করিল, ক্রমে অভিনব কিসলয়ে ভূষিত হইল। আবার দেখিতে দেখিতে মুকুলিতা হইল, ক্রমে বিকসিত কুসুমসমূহে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। আবার দেখিতে দেখিতে অমৃতরসগর্ভ ফলভরে অবনত হইল, যুবকের মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। আর সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; পরিণামও ভাবিলেন না; সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, “যে কোন কৌশলে হয়, আজ নিশ্চয়ই ওরসের আস্বাদনে জীবন পরিতৃপ্ত করিব,” বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কুসুমেরও কঠিনতা।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর; ইতিপূর্ব্বে যে উচ্চ কলরবে জগৎ বধির হইতেছিল, আর সে কলরব নাই; জগৎ বায়ুহীন সাগরের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ। পথে লোকের সমাগম নাই; সকলেই গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত। কেবল এক একবার নগর-রক্ষকদিগের শ্রুতিকঠোর-নিনাদ শোনা যাইতেছে। এ আখ্যায়িকার প্রধান নায়িকাও কক্ষমধ্যে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি এখন স্বপ্নরাজ্যের অধীশ্বরী। সহসা তাঁহার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল; পরক্ষণেই মিলিয়া গেল; অস্ফুট স্বরে কি বলিলেন; আবার হাসিলেন, আবার "দাঁড়াও নাথ! আমি তোমার সঙ্গে যাইব" বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। নিদ্রা ভাঙিয়া গেল; চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, শূন্য কক্ষে শয্যার উপর একা বসিয়া আছেন; যাহা দেখিতেছিলেন আর নাই; সে আকাশ-কুসুম; চেতনার অদৃশ্য।

যুবতীর মুখমণ্ডল মলিন হইল; করতলে মস্তক রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন; ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল; চক্ষে জল আসিল; আবার শয়ন করিলেন। শরীর সুস্থ হ'ল না, চিন্তা সে কোমল হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে। শয্যা কণ্টকময় হইয়া উঠিল; যুবতী শয্যা পরিত্যাগ করিয়া জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অষ্টমীর নিশা ; আকাশ মেঘ শূন্য ; প্রদীপ্ত হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল তারকাসমূহে মণ্ডিত। শশধর, এতক্ষণ স্নিগ্ধ কর দ্বারা কুমুদিনীর মুখাবরণ খুলিয়া মনের সাধে শোভা দেখিতেছিলেন, সহসা গবাক্ষদ্বারে যুবতীর মুখকমল দেখিয়াই যেন ভীত হইলেন ; বৃক্ষের অন্তরাল হইতে প্রিয়-তমার লাবণ্যরাশি দেখিতে দেখিতে মনের দুঃখে অস্তা-চলের নিভৃত স্থানে গমন করিল।

যুবতী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কি ভাবিতে লাগিলেন। স্নিগ্ধ সমীরণ মৃদুমন্দ গতিতে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিল, দেহ কতকটা শীতল হইল, মনের যন্ত্রণা কমিল না।

সেই গৃহে দীপাধারে একটী দীপ ক্ষীণপ্রভা বিস্তার করিতে-ছিল, যুবতী সেই খানে গিয়া বসিলেন ; একখানি কাগজ লইলেন, যাহা মনে আসিতে লাগিল, তাহাই লিখিতে লাগিলেন ; কি লিখিলেন, একবার পড়িতে ইচ্ছা হইল ; পড়িলেন ; কি পড়িলেন ? অমরনাথ, প্রাণেশ্বর, হিজিবিজি, আমি, তুমি, হাঁড়ি, কলসী, ইত্যাদি। সে অবস্থাতেও তাঁহার মুখে স্বভাবসিদ্ধ হাসি একবার দেখা দিল ; কেন দেখা দিল ? রচনার পারিপাট্য দেখে। যুবতী কাগজখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িলেন ; কলমটী ফেলিয়া দিলেন ; লিখিবার প্রয়াস নিবৃত্তি হইল। সরলা একটী গোলাপ ফুল ফেলিয়া গিয়াছিলেন, যুবতীর দৃষ্টি তাহাতে পড়িল ; তুলিয়া লইলেন ; তাহার শোভায় মন আকৃষ্ট হইল ; একবার শুঁকিলেন, সে কোমল পরিমল ভাল লাগিল না, যন্ত্রণাদায়ক হইল ; ফেলিয়া দিলেন। আবার কি ভাবিয়া তুলিয়া লইলেন ; মনঃসংযোগ করিয়া তাহার মনো-

হর সৌন্দর্য্য একবার দেখিলেন; এক একটী করিয়া পাবড়ি-গুলি ছিঁড়িতে লাগিলেন; ক্রমে সব নিঃশেষ হইল; যখন দেখিলেন, আর সে শোভা নাই, আর গন্ধ নাই, বৃন্তমাত্র সার; তখন দূরে ফেলিয়া দিলেন।

সম্মুখে একখানি পুস্তক ছিল, সেখানি লইয়া খুলিলেন, খানিকটা পড়িলেন, মাথা ঘুরিয়া উঠিল; আর ভাল লাগিল না, রাখিয়া দিলেন। কিছুতেই তাঁহার প্রীতি জন্মিল না; চিত্ত-বিনোদনের আর অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না, কাজেই কোমল করতলে মস্তক রাখিয়া চিন্তাসাগরের গভীরতা নির্দ্দেশ করিবার জন্য মুদ্রিতনয়নে মগ্ন হইলেন।

এ কি? সহসা দ্বার উৎঘাটিত হইল কেন? এ গৃহে ত যুবতী ব্যতীত আর কেহ নাই; আবার ও কি? মূর্ত্তি! এ ঘোর নিশায় অশরণা নারীগৃহে মূর্ত্তি কেন? এ কিশের মূর্ত্তি? পৈশাচী না, মানবী? বোধ হয় নরপিশাচ; তা না হলে হৃদয় কাঁপিতেছে কেন? অত সতর্ক কেন? ও কে? যুবক! নিঃশব্দে পদসঞ্চালন করিতেছ কেন? এ আবার কি? চকিতনেত্রে গৃহ প্রবেশ করিতেছ যে? এ পবিত্র নারীগৃহ; প্রতিনিবৃত্ত হও? আবার ও কি? ক্রমেই যে অগ্রসর হইতেছ? নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপ্ত দীপশিখার ন্যায় সহায়হীনা লাবণ্যজ্যোতির্ম্ময়ী ললনার নিকটবর্ত্তী হইতেছ যে? তোমার বুঝি পক্ষোৎগম হইয়াছে, তাই ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে ধাবিত হইতেছ। ও আবার কি করিতেছ? কটাক্ষসন্ধান! ভাল ভাল! কুটিল হৃদয়ই পাপের নিভৃতস্থান। গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আবার কি বলিতেছ? অত অস্ফুট স্বরে কেন? লোকনিন্দার

উচ্চ কলরব কি তোমার শ্রুতিপথে প্রতিধ্বনিত হইল? পাপের লোমহর্ষণ মূর্ত্তি কি ও কলুষিত হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হইল? এ ত তোমার সৌভাগ্যের কথা! এই বেলা সাবধান হও? তা কৈ? ঐ যে আবার তোমার ওষ্ঠাধর নড়িতেছে; আবার কি বলিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ; একটু স্পষ্ট করিয়া বল। লোকের ভ্রম দূরীভূত হউক! লোক পরীক্ষার জ্ঞান জন্মাক? আর লজ্জা কেন? ঘৃণা লজ্জার মাথা অগ্রে খাইয়া পা বাড়াইয়াছ। এই যে কি শুনিলাম? "সুন্দরি! হৃদয়েশ্বরি!" সাবাস যুবক! তুমিই নয় গুপ্ত দৌত্যকর্ম্মে রসবতীর নেতা? পাঠক! ইনিই সেই যুবক, যিনি রসবতীর ভবনে উদয় হইয়াছিলেন। তোমায় চিনিতে পারা ভার; তুমি অপরূপ বিষ-কুসুম। আবার বল? শুনে চৈতন্য হউক; ও কি? অত এগুচ্চ কেন? ও জলন্ত অনল; আশা সফল হবে না! পুড়ে মরিবে।

সুন্দরি! কি ভাবিতেছ? একবার চক্ষু চাহিয় দেখ—তোমার নির্জ্জন গৃহে নরপিশাচ প্রবেশ করিয়াছে; সতর্ক হও? তোমার পবিত্র শোণিত পান করিবার জন্য পশ্চাতে দণ্ডায়মান।

যুবক সুন্দরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—

"মনোরমে! আজ তোমার গৃহে অতিথি; দয়া করে অভ্যাগতের বাসনা পূর্ণ কর?"

এই কথাগুলি যুবতীর কর্ণে প্রতিঘাত করিল, যুবতী শব্দ মাত্র জানিতে পারিলেন, মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না—প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন। ফিরিয়া দেখিলেন, অতর্কিত ঘটনা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন; হৃদয়ে চিন্তাস্রোত বহিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"কেমন করে ঘরে আসিল? কেই বা দ্বার খুলিয়া

দিল? শ্যামা! না, সেত নিদ্রিতা; তবে কি করে প্রবেশ করিল? তাঁহার মনে হইল, নিজেই দ্বার অর্গল রুদ্ধ করেন নি"; এ চিন্তা নিবৃত্তি পাইল; অপর চিন্তার উদয় হইল। তিনি আবার ভাবিলেন,—"এত গভীর রাত্রে ইনি কেন আসিলেন? দুরভিসন্ধি! না, সেরূপ ভাবত একদিনও দেখি নাই; তবে কি? বোধ হয় বাড়ীতে কোন বিপদ হইয়াছে, তাই আমাকে বলিতে আসিয়াছেন। আবার ভাবিলেন,—তাই যদি হয়, তবে আমাকে না ডাকিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন কেন? নিশীথ সময়ে নারীগৃহে পবিত্রাত্মা কথনই এরূপভাবে প্রবেশ করে না।" আবার ভাবিলেন,—"বিপদাপন্ন ব্যক্তির সময় অসময় নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা নাই।

সুন্দরি! তুমি চতুরা ও বুদ্ধিমতী হইয়াও এবার ঠকিলে; তোমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক; ও ভ্রমের অস্তিত্ব বেশী ক্ষণ নয়; এখনি ভ্রম অপনোদন হইবে।"

যুবতী মনে মনে এইরূপ ডিক্রী ডিশমিশ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন,— "শরৎ বাবু! এত রাত্রে একা কি মনে করে?"

"চারুহাসিনি! কুসুমায়ুধের উৎপীড়নে হৃদয় জর্জ্জরিত; তাই এক্লিষ্ট হৃদয় তোমাকে উৎসর্গ করিব বলিয়া আসিয়াছি; উৎপলনয়নে! এ মানস-রাজ্যের অধিশ্বরী হইয়া অনাস্বাদিত সুখ প্রাদান কর। আমিও তোমার ও দেবমূর্ত্তি মনোমন্দিরে উপাস্য দেবী ভাবে আরাধনা করিব, জীবনের অবশিষ্টভাগ মধুর রসে সিক্ত করিব;" এই কথা বলিতে বলিতে যুবতীর চরণ ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন।

যুবতী অমনি সরিয়া দাঁড়াইলেন, শরচ্চন্দ্রের কলুষিত বাক্য তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল; মনোবেদনা পাইলেন; বিজাতীয় ঘৃণা তাঁহার সে কোমল হৃদয়কে অধিকার করিল। তিনি বলিলেন,—"শরৎ বাবু! তোমার নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ, বাড়ী যাও?"

শরচ্চন্দ্র কক্ষতলে জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিলেন,—

"জীবিতেশ্বরি! তুমি দেবদুর্ল্লভ অপূর্ব্ব কুসুম; তোমার অলৌকিক লাবণ্যসুধায় যে দিন চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, সেই দিন থেকে আমি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়াছি; দিবানিশি ঐরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সমস্ত চিন্তাকে মধুময় করিতেছি—তোমাকে আমার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই মন ধাবিত। সুধাংশুবদনে! এ অধীনের প্রতি প্রেমপূর্ণ কটাক্ষপাত কর—তোমার ও স্বর্গীয় হৃদয়ে স্থান দাও—তোমার সুরাকাঙ্ক্ষিত শয্যার অংশভাগী করে আমাকে অমরসুখে সুখী কর। শরচ্চন্দ্রের এই কথাগুলি যুবতীর শিরীষকুসুম হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিল; যুবতী শিহরিয়া উঠিলেন, ক্ষণকাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; তার পর দারুণ ক্রোধ তাঁহার চিত্তে আধিপত্য স্থাপন করিল। তাঁহার সে লাবণ্যপূর্ণ-মুখ আরক্তিম হইল, সে নীল চক্ষুতে অগ্নিকণার ন্যায় জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল, প্রবাল-প্রভ সুকোমল ক্ষীণ ওষ্ঠ দুখানি কাঁপিতে লাগিল।

এ আবার কি সুন্দরি! তুমি কি বিশ্ব দহনোন্মুখ প্রদীপ্ত পাবকের অপরা মূর্ত্তি? তুমি কি ধর্ম্মের জলন্ত বিগ্রহ? তোমার সে কমনীয়তা কোথায় গেল? শোভনে! যে মুখের মধুরতায়

জগৎ মুগ্ধ, সে মুখের এত গম্ভীর ভাব কেন? তোমার সে স্বতঃসিদ্ধ মনোহর দৃষ্টি কোথায়? এত তীব্র কটাক্ষপাত করিতে কবে শিখিলে? যে হৃদয়গ্রাহী হাসিতে ও বদন ঈষৎ বিকশিত কমলদলের শোভা ধারণ করিত, আজ সে হাসি নাই কেন? বুঝেছি, পিশাচ আক্রমণে। ধর—ধর—আরও উগ্রতর রূপ ধর—জীবন পর্য্যন্ত পণ কর। ধর্ম্ম অক্ষত রাখ।

যুবতী গর্ব্বিত বচনে বলিলেন,—"শরৎ! তুমি অতি নরাধম; অবিশ্বাসের অদ্বিতীয় স্থল; তুমি পাশববৃত্তির কৃতদাস। তোমাকে সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতাম, তুমিও আমাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে, তাই নারীকুলের প্রধান আবরণ লজ্জাকে পরিত্যাগ করে, নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি; তুমিও এত দিন পবিত্র হৃদয়ে শুনিয়াছ; কিন্তু তোমার অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন কালকূট, তা আমি জানিতাম না; জানিলে কখনই এরূপ প্রশ্রয় দিতাম না। কালসর্পকে বিশ্বাস করায় যা ফল, তা বিলক্ষণ পাইলাম; আর তুমি সে স্নেহের পাত্র নও; আর তুমি সে নির্ম্মল বিশ্বাসের আধার নও; তুমি এখনি চলিয়া যাও—ভুলেও এবাটীতে আর পদার্পণ কর না।"

শরচ্চন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"সুন্দরি! তুমি যতই কটু কথা বল না কেন, তবুও তোমার বাক্যগুলি অমৃতরসে সিঞ্চিত; তোমার মূর্ত্তি যতই ক্রোধপ্রদীপ্ত হউক না কেন, তবুও মধুরতায় পূর্ণ; নয়নের প্রীতিকর ও হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধক। শশিমুখি! আমাকে

এ সুখে বঞ্চিত কর না—আমার প্রতি প্রসন্না হও। বাতুলের তিরস্কার ঔষধ নয়, শুশ্রূষাই ঔষধ।”

যুবতী পূর্ব্ব অপেক্ষা ক্রোধে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন; আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—“তুমি অতি ঘৃণার পাত্র; নিকৃষ্ট মানবপশু; তুমি ভ্রমেও মনে স্থান দিওনা যে, তোমার ও কুৎসিত আশা কখন ফলবতী হইবে। এখনও বলিতেছি, ভাল চাওত, এই মুহূর্ত্তেই এ কক্ষ পরিত্যাগ কর; নচেৎ চীৎকার করিয়া লোক যড় করিব।”

শরৎ আবার বলিলেন,—

“সুন্দরি! ওতে আমি ভয় পাই না; জগৎ এখন বধির। যত পার, তত চেচাও—আমার উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না। তবে কি না, তুমি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক ও লাবণ্যপ্রাসাদের ঈশ্বর কর, তবেই নির্ম্মল সুখ অনুভব করি, আর যদি আমাকে তোমার ইচ্ছার বিরোধী হইয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে হয়, সেটা তত প্রীতিকর হইবে না। এখন আমায় কিরূপ করিতে বল?”

যুবতী সক্রোধে বলিলেন,—“কি? বলপূর্ব্বক পশুবৃত্তির তৃপ্তিসাধন! কি দুরাশা! জীবন থাকিতে নয়। যদি কোনমতে তোমার হাত থেকে পরিত্রাণ না পাই, তাহাতেও ভীত নই, উপায় সহজ; দেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই জীবন চলিয়া যাইবে, মৃত দেহে যদি তোমার প্রয়োজন থাকে, নিও?”, এই বলিয়া অধোবদনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

শরচ্চন্দ্র যুবতীর ভাবভঙ্গিতে মনে করিলেন, কথায় কার্য্যসিদ্ধ হইবে না, উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। তখন

তিনি গৃহের চতুর্দ্দিক একবার অবলোকন করিলেন, দেখিলেন, পালাবার আর অন্য পথ নাই, কেবল যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইটী মুক্ত রহিয়াছে; সেটিকে অর্গল রুদ্ধ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে তথায় গমন করিলেন।

সেই গৃহের পশ্চিম দিকে একটি দ্বার আছে, সেই দ্বার দিয়া অপর একটি প্রকোষ্ঠে যাওয়া যায়; সেটি শ্যামার শয়নকক্ষ। সে রাত্রেও শ্যামা, সেই গৃহে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন; যুবতীর গৃহে যে অমানুষিক ঘটনার উচ্চ তরঙ্গ বহিতেছে, তাহার প্রতি আঘাতে একটী পবিত্র কোমল হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে সে ভিন্ন হৃদয় বিমজ্জনোন্মুখ হইতেছে; তাহার বিন্দুমাত্রও শ্যামা জানিতে পারে নাই।

যে দ্বারের কথা এখন বলিতেছি, সেটী কেবলমাত্র ভেজান থাকিত; যুবতী গৃহে একা শয়ন করিতেন বলিয়া, শ্যামা খিল দিয়া শুইত না।

যুবতী যখন দেখিলেন, নরপিশাচ বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সুখের অধীন করিবার নিমিত্ত দ্বাররুদ্ধ করিতে গিয়াছে, তখন তিনি ত্বরিত পদে শ্যামার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং দ্বার দৃঢ়রূপে অর্গলাবদ্ধ করিলেন।

শরচ্চন্দ্র দেখিলেন, যে কুরঙ্গিনীকে ধরিবার জন্য পিঞ্জরের দ্বাররুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই হরিণী পিঞ্জর শূন্য করিয়া পলায়ন করিল। তিনি ভ্রষ্টলক্ষ্য শ্বাপদের ন্যায় কক্ষতলে লাফিয়া পড়িলেন, যে দ্বার দিয়া যুবতী কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইখানে দৌড়িয়া আসিলেন; সজোরে আঘাত করিলেন; দ্বার ভাঙ্গিল না, দৃঢ়রূপে বদ্ধ।

তখন হতাশ হইয়া ক্ষণকাল প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তার পর গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সুন্দরি! আজ জানিলাম, কুসুমেরও কঠিনতা আছে; কিন্তু তুমি আমার লক্ষ্য হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। যে কোন কৌশলে হউক এক দিন তোমাকে আমার করিব।" এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে যুবতী শ্যামাকে তুলিয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা জ্ঞাত করাইলেন। শ্যামা শুনিয়া হতজ্ঞান হইল।

যুবতী, ভয়ে সেরাত্রে নিজের শয়নকক্ষে গেলেন না, শ্যামার গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন। পর দিন প্রাতে যুবতী একখানি পত্র লিখিয়া পতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন; এবং নরাধম শরৎ তাঁর প্রতি আর কোনরূপ অত্যাচার না করিতে পারে, তার উপায় ভাবিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন,—"অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় এ গ্রামের কর্ত্তা, এবং পরোপকারী; তাঁহাকে এ বিষয় জানাইতে পারিলে অবশ্যই তিনি একটা প্রতীকার করিবেন; কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। তবে কিনা লজ্জার কথা; তা কি করিব; ধর্ম্মের চেয়ে কিছু এটা বড় নয়। তাঁহাকেই জানান কর্ত্তব্য", মনে মনে এই স্থির করিয়া শ্যামাকে বলিলেন,—"শ্যামা! তুই একবার কর্ত্তা বাবুর কাছে গে গত রাত্রের ঘটনার কথাগুল কেবল বলে আয়। এতেই শরতের পাশব চরিত্রের গূঢ় স্থান পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে; আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না। তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিবেন, এবং বিহিত উপায়ও করিবেন," এই বলিয়া শ্যামাকে অনাদিনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

চোরের উপর বাটপাড়ি।

সুন্দরপুর গ্রামের পশ্চিম দিকে যে গিরিমালার কথা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, তাহার উপত্যকা ভূমিতে সম্ভ্রান্ত লোকের বিলাস-কানন আছে; মধ্যে মধ্যে তাঁহারা বায়ু সেবন করিতে তথায় গমন করিয়া থাকেন। সে স্থানটী অতি মনোহর; পথশ্রান্ত পথিকগণ বিশ্রামসুখ অনুভব করিবার জন্য কখন কখন সেই উদ্যানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

গ্রাম হইতে সে স্থান যাইবার পথ খুব প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত; তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ সকল সরল রেখায় শ্রেণীবদ্ধ। তাহার সুবৃহৎ শাখা প্রশাখা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া, দিবাকরের তীব্র আক্রমণ হইতে পথিকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। উপত্যকা হইতে গিরিমালার দিকে যে পথ গিয়াছে, সে পথ ক্রমশ অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত; যতই ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ততই সংকীর্ণ, ততই অসমতল। তাহার অদূরে একটী শ্মশান আছে, সে শ্মশানটীর দৃশ্য অতি ভয়ানক; দৃষ্টিমাত্রেই লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তাহার চতুর্দ্দিকে কণ্টকলতামণ্ডিত পাদপ-সকল মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে; অসংখ্য শবমুণ্ড, চিতা-ঙ্গার ও নর-অস্থি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া প্রেতরাজ্যের সমৃদ্ধি বিস্তার করিতেছে।

একটী বটবৃক্ষ বহু দিন হইতে সেই স্থানটীর মধ্য সীমা অধিকার করিয়া বিশ্রামস্তম্ভরূপে অবস্থান করিতেছে; সময়ের

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলেবরের উন্নতিবিধান করিয়া প্রেত-ভবনকে উদর মধ্যগত করিয়াছে। শাখাগুলি স্নেহভরে অবনত হইয়াই যেন অযত্নবিক্ষিপ্ত নরকপালসকলকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাহার পত্রসকল এত নিবিড় যে, ঘূর্ণিত বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইলেও কণামাত্র রবিকর প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার মূলদেশ দগ্ধচিতার উপর দৃঢ়রূপে সঞ্চারিত হইয়া শবদেহ গ্রাসের প্রতিষেধক হইয়াছে। সে স্থানটী রাত্রিকালে প্রগাঢ় অন্ধকারের একমাত্র প্রিয় নিভৃত নিকেতন।

রজনীযোগে নিশাচর পক্ষীসকল সেই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বিকৃতকণ্ঠস্বর ও পক্ষপুটশব্দ দ্বারা সমাগত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে পৈশাচ ভীতির ভ্রান্তি জন্মিয়া দেয়।

এইরূপ কিম্বদন্তীও আছে যে, সে দেশের যত ভূত প্রেত আছে, তাহারা রাত্রকালে সেই খানে ক্রীড়া করিতে যায় এবং সেই সময় যদি কেহ দৈবাৎ উপস্থিত হয়, তাহারা তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলে।

হলধর সর্দ্দার নামক একজন চৌকিদার, পুলিষকার্য্যের অনুরোধে সেইখান দিয়া একদিন রাত্র এগারটার সময় যাইতেছিল, এমন সময় ভূতে তাহার পথ আগুলিয়া ফেলিল; সে দুইএকটা মন্ত্র জানিত, অমনি আপনসার করিল; ভূত আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না, কিন্তু পথ ছাড়িল না; নানা রকম ভয় দেখাইতে লাগিল। হলধর অতি সাহসিক; তাই অধিক ভীত হইল না, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াইতেও তার ভরসা হইল না, ভূতের রঙ্গ দেখে বুক দুর্ দুর্ করে কাঁপিতে লাগিল "রাম রাম" বলিতে বলিতে পেছু দিকে ভোঁ দৌড় মারিল।

ভূতটাও খিলখিল করে হেসে পাত্‌খানি সেই বটগাছের মাথার উপর রাখিল।

পাঁচু খুড়, একজন ভূতের জগৎবিখ্যাত রোজা; এমন কি তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মদৈত্য চাকরের মত ফেরে। তাঁর নাম শুনিলে ভূত দেশ ছাড়া হয়। তিনিও একদিন সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে ভূতের চাতরে পড়িয়াছিলেন।

ভূতীর মা, একদিন সন্ধ্যার সময় গরু খুঁজিতে সেইখানে গিয়াছিল; রাত হইল তবুও ফিরিল না, ভূতীর ভাবনায় রাতটী কাটিয়া গেল; সকাল বেলায় জন কতক সাহসিক লোক সঙ্গে করিয়া ভূতী সেই শ্মশানের দিকে গেল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তার মা বটগাছের শিরডগায় বসিয়া আছে।

ভূতীর ভয়ে বুক ধড় ধড় করিতে লাগিল, কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গীদিগকে গাছের শিরডগা দেখাইয়া বলিল "শীগ্‌গীর মাকে নাবাও?" তাহারা ধরাধরি করিয়া নাবাইল; কিন্তু ভূতীর মার সাড়াশব্দ নেই; গা শাঁখখড়ি; ভূতেরা সমস্ত রাত চাটিয়া রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে। বাড়ীতে লইয়া গেল; কত ঝাড়ান ঝোড়ানের পর ভূতীর মা বাঁচিয়া উঠিল। এইরূপ অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকে। একে স্থানটীর ভীষণ দৃশ্য, দেখিলেই ভয় হয়, তাতে আবার এরূপ লোকাপবাদ, কাজেই সে পথ দিয়া কোন লোক সহজে চলে না। দুষ্ট লোকের অভীষ্ট সিদ্ধির বিলক্ষণ সহযোগী উপায় হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার অনতিদূরে এক গহ্বর আছে, তাহার চতুষ্পার্শে পর্ব্বতশৃঙ্গ ও নিবিড় কানন; লতাগুল্মে তাহার মুখ আবৃত।

প্রবেশের একটী মাত্র গুপ্তপথ আছে, সেটী অপ্রশস্ত ও অতি বন্ধুর।

রাত্র একটা বাজিল; সুধাকর রাত্র জাগরণের ক্লেশ অপনোদন করিবার জন্য অস্তাচলের নিভৃতশয্যায় শয়ন করিলেন। এদিকে প্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ বসনে মুখ আবৃত করিয়া চন্দ্রমার বিরহজনিত শোকচিহ্ন ধারণ করিল। বিশ্বরাজ্যও দুরন্ত অন্ধকারের হস্তগত হইয়া পড়িল।

এমন সময় সেই গহ্বরের মধ্যে চারিজন কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকার ব্যক্তি, একত্রে বসিয়া গাঁজা খাইতেছে, আর এক এক বার অস্ফুটস্বরে কথা কহিতেছে। তাহাদিগের আনাভিমূল ধূমপানের চোটে গাঁজার কলিকা সুগভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সেই ক্ষণস্থায়ী আলোকে তাহাদিগের বিকট আস্যে উচ্চ হাসির ক্রীড়া প্রকাশ পাইল; সম্মুখে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র পড়িয়া ছিল, তাহার জ্যোতি, ঐ আলোকে মিশ্রিত হইয়া চকিতের ন্যায় তীব্রতা ধারণ করিল।

রাত্র দুইটা বাজিল; তাহাদের মধ্যে একজন বজ্র গম্ভীরস্বরে বলিল,—"আর কেন? সময় হইয়াছে চল!" অমনি অস্ত্রের ঝন ঝনা শব্দ হইল, সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রথম বক্তার প্রতি অপর তিন জন একবার চাহিয়া দেখিল; প্রথম বক্তা তখনি গুপ্তপথ দিয়া পর্ব্বতাভিমুখে চলিল; অপর তিন জনও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল।

যখন তাহারা গিরিকানন-অতিক্রম করিয়া পার্ব্বতীয় পথে উপস্থিত হইল, তখন অদূরে অস্ফুট মানবকণ্ঠস্বর তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাহারা সতর্কতার সহিত

সেই দিকে তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। ক্রমেই শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল; ক্রমেই বিস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

তাহারা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিল, চারিজন বেহারা একখানি পালকি লইয়া হুঁ হুঁ হুঁ শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে; সোয়ারিখানির দ্বার রুদ্ধ। তাহার পশ্চাতে একজন ভদ্রলোক ক্ষিপ্রপদে চলিতেছে, আর এক একবার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে; সে দৃষ্টি চকিত ও সন্দেহগর্ভ।

দেখিতে দেখিতে সোয়ারিখানি তাহাদিগের করাল গ্রাসের সন্নিহিত হইল। তখন ভীষণ মূর্ত্তিচতুষ্টয় অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া চারি দিক থেকে যুগপৎ আক্রমণ করিল। বাহকগণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। পালকিখানি তাহাদিগের স্কন্ধচ্যুত হইয়া পথিমধ্যে পতিত হইল। তাহারাও গুরুতর আহত হইয়া একেবারে পর্ব্বতের মূলদেশে নিপতিত হইল।

পশ্চাতে যে ভদ্রলোকটী আসিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষের উপর এই লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিল; তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইলেন; দৃঢ়মুষ্টিতে যষ্টি উত্তোলন করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু বিফল হইল। নিমেষমধ্যে তাঁহার মস্তকে দারুণ বজ্রের ন্যায় সারময় লগুড় নিপতিত হইল; তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

দস্যুগণ তাঁহাকে প্রাণে মারিল না, লতাদ্বারা আবদ্ধ করিয়া একটী বৃক্ষমূলে বাঁধিয়া রাখিল, এবং পালকিখানি স্কন্ধে করিয়া

কাননাভিমুখে চলিয়া গেল। এক শৈলশৃঙ্গের সন্নিহিত ভূমিখণ্ডে পালকি রাখিয়া তাহার দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল; দেখিল একটী স্ত্রীলোক মৃতপ্রায় শয়ন করিয়া আছে। তাহার হস্ত, পদ, ও মুখ বসন দ্বারা আবদ্ধ, তাহার লাবণ্যে সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়া তাহাদের প্রতীত হইল; কিন্তু তাহার প্রতি অন্য কোন অত্যাচার করিল না; কেবল পালকির ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিয়া অঙ্গের অভরণগুলি খুলিয়া লইল। পালকির মধ্যে একটী হাতবাক্স ছিল, সেইটী লইল, এবং অবলাকে বন্ধনাবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেল। একেই বলে "চোরের উপর বাটপাড়ি", পাঠক! ইহার মর্ম্ম পরে বুঝিতে পারিবেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরপুর যাত্রা।

কাল অতি চঞ্চল; কখনই স্থির থাকে না; আজ শীতের দারুণ অত্যাচারে জগৎ কম্পিত। রবিকরে ও অনলে অঙ্গ ঢালিতেছে; উষ্ণ বসন জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর হইতেছে; হিমানীর একাধিপত্য; তাহার উৎপীড়নে পথিকের যন্ত্রণার সীমা নাই; নিশামুখেই আশ্রয় অন্বেষণ করিতে হয়।

আবার দুদিন পরেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। রবির আর সুখসেব্য ভাব নাই; প্রখর করনিকরে জগৎ দগ্ধ করিতেছে। যে অগ্নি অতি প্রিয় হইয়াছিল, এখন কার সাধ্য তার প্রতি

দৃষ্টিপাত করে? উষ্ণ বসনে একেবারে স্পৃহাশূন্য; সর্ব্বদাই শরীর অনাবৃত, স্নিগ্ধান্বেষণে প্রবৃত্ত।

আবার দেখিতে দেখিতে সে ভাব তিরোহিত হইল; গগনে জলদাবলি দেখা দিল; দহনোন্মুখ দিবাকরকে সর্ব্বদাই ঢাকিয়া রাখিতে লাগিল। ধরাতল অবিরল ধারাপাতে স্নিগ্ধ হইল।

লোকের ভাগ্যও ঠিক কালের অনুরূপ; চিরদিন সমান থাকে না, সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। কখন বা অদৃষ্টচক্রের উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, কখন বা অধঃপতন হইয়া নেমি দ্বারা নিষ্পেষিত হয়।

আজ প্রাবৃটকালের প্রভাত; প্রভাকর মেঘের অন্তরাল হইতে এক একবার অতি ক্ষীণ করদ্বারা ধরাতল স্পর্শ করিয়া উদয়াচলের শিখরদেশে প্রকাশ পাইলেন। প্রসুপ্ত জগতের কর্ণে অস্ফুট মৃদুমন্দ কলরব আবার নিনাদ করিল; জগৎ প্রবোধিত হইল। সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, অমরনাথও লাহোরে বসিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

একি কার্য্য? একি তাঁহার বৈষয়িক কার্য্য? না, এ বিষয় সম্বন্ধীয় কার্য্য নয়! এ কার্য্য কখন দেখেন নি; কখন শোনেন নি; এ কার্য্যের অনুষ্ঠান কখন যে ঘটিবে, স্বপ্নেও এ আশা করেন নি।

তাই বুঝি অত গভীর চিন্তা! তাই বুঝি হৃদয় ভেদ করিয়া অত ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে!

অমরনাথ বামকরে কপোল বিন্যাস করিয়া বাসায় বসিয়া আছেন, সম্মুখে একখানি চিটি পড়িয়া আছে। অমরনাথ একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; আপাদমস্তক কাঁপিয়া

উঠিল, নয়ন আরক্তিম হইল, হস্ত দৃঢ়মুষ্টিসম্বদ্ধ হইল; মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হইল। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন; হৃদয়ের কোন কোন স্থান ছিন্ন হইল, তাহাই যেন দেখিতে লাগিলেন।

আবার চক্ষু চাহিলেন; পত্রখানি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কি পড়িলেন!

প্রিয়তম!

তোমার পরম বন্ধু শরচ্চন্দ্রের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে; বিশ্বাস আর সে হৃদয়ে স্থান পায় না; বন্ধুতাশৃঙ্খলকে একেবারে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে; লোভপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ প্রবল। শৃগালের যজ্ঞীয় ঘৃতে স্পৃহা বেশী। তাই গত রাত্রে আমার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছে। একা পাইয়া বলপূর্ব্বক পবিত্র হৃদয়ে বাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। যদিও তাহার এ দুরাশা; তথাপি তোমাকে বলিতেছি, তোমার বস্তু তুমি রক্ষা কর! এখানে একবার আসিয়া উপদ্রব নিবারণ কর! আমাকে ভীরু স্বভাবসম্পন্না ভাবিও না! যদি ধর্ম্মরক্ষার জন্য কেহ কখন অবলীলাক্রমে জীবন পরিত্যাগ করিতে পারে, তবে আমিও তহার মধ্যে এক জন। আমাকে অবিশ্বাসিনী মনে করিও না! স্ত্রীলোক যদি কখন অকৃত্রিম বিশ্বাসের পাত্র হইয়া থাকে, তবে তাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

তবে কেন তোমাকে আসিবার নিমিত্ত এত অনুরোধ করিতেছি, তাহার বিশেষ কারণ আছে; বন্ধুপরীক্ষার তোমার সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে, সেইটী জানাইয়া দিব।

যদি আমার অনুরোধ তোমার ভাল লাগে, পত্রপাঠমাত্রে

আসিও—যদি ভার বোধ হয়, আসিও না। আমার এই শেষ লেখা; আর লিখিব না; না আসিলে বোধ হয় আর লিখিতেও হইবে না। এ অধীনীকে আর দেখিতে পাইবে না! অধীনীর নামও জগৎ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হইবে।

আমার বলিতে সাহস হয় না; না বলিলেও মনের অসহ্য আবেগ সম্বরণ করিতে পারি না। যদি ঘৃণা না কর, যদি আমার উপর তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে আমাকে পবিত্রা জ্ঞান করিও! আমার নির্ম্মল চরিত্রের উপর যদি কেহ দোষারোপ করে, মিথ্যা জ্ঞান করিয়া ক্ষমা কর! আমি বাস্তবিক পবিত্রা। ইচ্ছা হয়, তোমার একান্ত অনুরক্তা এজগতে কেহ ছিল বলে স্মরণ করিও!

আর কি লিখিব? অনেক কথা লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু লিখিতে পারিনা—চক্ষের জলে ভেসে যাইতেছে; আর মুছিতে পারি না, মুছিলেও জল থামে না। হৃদয়েশ্বর আমার এই শেষ কথা, আমি এই দুই সপ্তাহ কাল তোমার অপেক্ষায় থাকিব; তার পর চির বিদায় গ্রহণ করিব। আমার অলঙ্কারাদি পশ্চিমের দেরাজে থাকিবে, যখন আসিবে গ্রহণ করিও, তাতে তোমার যথেচ্ছাচারিত্ব রহিল; আমার হাতবাক্সে যাহা থাকিবে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। সেগুলি শ্যামাকে দিও? যদি জীবিত রাখিবার উপায় কর, তবে মনের কথা সাক্ষাতে বলিব, না হয় চিরকালের জন্যে মনেই রহিল, ইতি—

একান্ত অনুরক্তা

শ্রীমতী প্রমোদিনী দেবী।

পাঠক! এতদিন যাঁহাকে যুবতী, সুন্দরী, বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছিলাম, এক্ষণে তিনি আপনাদিগের চক্ষে প্রমোদিনী নামে পরিচিতা হইলেন। আমিও আজ অবধি তাঁহাকে প্রমোদিনী বলিয়া ডাকিব।

অমরনাথের পত্র পাঠ সমাপন হইল; চক্ষে জল আসিল; অসহ্য শোক-চিহ্ন যেন হৃদয় ভেদ করিয়া নয়নে প্রকাশ পাইল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

এমন সময় একজন হরকরা আসিয়া বলিল,—"বাবু! এক-খান টেলিগ্রাম আসিয়াছে—"

অমরনাথ মানসিক ভাব গোপন করিলেন, চক্ষু মুছিয়া হরকরাকে বলিলেন,—"টেলিগ্রাম কৈ?"

"এই নিন বাবু!" বলিয়া হরকরা অমরনাথের হস্তে টেলিগ্রাম প্রদান করিয়া চলিয়া গেল।

বিপদ বিপদের অনুসরণ করিয়া থাকে।

অমরনাথ টেলিগ্রাম লইয়া দেখিলেন, সে খানি সুন্দরপুর হইতে আসিয়াছে; অমনি তাঁহার সন্দেহ বাড়িল, খুলিয়া পাঠ করিলেন,—

"শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়। যেমন আছ অমনি আসিবে? কালবিলম্ব করিও না! সমূহ বিপদ।"

"শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়।"

অমরনাথ হতজ্ঞান হইলেন; তাঁহার অজ্ঞাতে হস্ত হইতে কাগজ খানি কক্ষতলে পতিত হইল। ক্ষণকাল আলেখ্যর ন্যায় বসিয়া রহিলেন। ক্রমে চেতনার পুনঃ সংস্থাপন

হইল; চিন্তাশক্তিও নব বল ধারণ করিল; তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

"বিপদ! কি বিপদ? প্রিয়তমা কি জীবিত নাই? বোধ হয়, তাহাই হইবে; নচেৎ অনাদি কাকা টেলিগ্রাম করিলেন কেন? প্রিয়ার পত্রেও ঐ ভাব প্রকাশ আছে।"

আবার ভাবিলেন,—"না, তা হতে পারে না? আমার নিমিত্ত দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করিবে লিখিয়াছে, সে সময় ত এখনও যায় নি? তবে এবার আসিবার সময় তাহার অনুরোধ রক্ষা করি নাই; অতি নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়াছি; কোমল অন্তঃকরণে বেদনা দিয়াছি; আমার প্রতি আর প্রিয়ার তেমন বিশ্বাস নাই; এবার তাহার এ অনুরোধ রক্ষার সম্বন্ধে মনে সন্দেহ হইতে পারে; তা বলে কি এরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবে? তাহার পবিত্র হৃদয়ে আমার চিরভোগ্য স্বর্গীয় ভবনটীর মূলোৎপাটন করিবে? না, তাত বিশ্বাস হয় না! অকৃত্রিম ভালবাসার চক্ষু নাই; দোষ দেখিতে পায় না। তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কমল আর কুমুদিনী। সুধাকর কলঙ্কিত এবং অন্য প্রণয়াসক্ত, আবার মধ্যে মধ্যে কুমুদিনীর পূর্ণসুখে ব্যাঘাত দিয়া রাহু-ভোগ্য হইয়া থাকেন; এগুলি কিছু গুপ্ত দোষ নয়—জগৎবিদিত; তথাপি কুমুদিনী, ভালবাসায় এমনি অন্ধ, যে এ সকল দেখেও দেখিতে পায়না; কেবল একমাত্র মনোজ্ঞতা গুণের নিতান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া তাঁহার ঈষৎ-মাত্র করস্পর্শে আহ্লাদে ফেটে পড়ে; বিচ্ছেদে মুদিতা হয়; শোকে অধীরা হয়ে পড়ে।

কমলিনী এত কোমল যে, স্থলে বাস করিলে পাছে অঙ্গে বেদনা হয়, এই ভয়ে বিধাতা জলে তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু সেই কমলিনীর কোমল হৃদয়ের অধীশ্বর দিবাকর। তাঁহার যে করে সাগরপরিখাবেষ্টিত বসুন্ধরা শুষ্ক হয়, সেই প্রখর করসংসর্গে কমলিনীর আনন্দের সীমা থাকে না; হৃদয় খুলিয়া আলিঙ্গন করে; কোমল হইতেও কোমলতর বলিয়া মনে করে; ভাল বাসার দৃষ্টিহীন চক্ষে তীব্রতা দোষ আদপে ঠেকে না। প্রিয়াও ত তেমনি প্রণয়ান্ধ; আমার সামান্য অপরাধ যে তার চক্ষে গুরুতর দোষ বলে গণ্য হবে, এত বোধ হয় না।”

এইরূপ অনন্ত চিন্তা অমরনাথের হৃদয়ক্ষেত্রে বিশালতা ধারণ করিয়া নিরন্তর ক্লিষ্ট করিতে লাগিল, কিন্তু নিশ্চিত ফল প্রসব করিল না।

অমরনাথ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আপিষের কাপড় পরিলেন; স্নান আহার না করিয়া সাহেবের কুঠিতে চলিয়া গেলেন।

সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন। বাটী আসিবার নিমিত্ত ছুটী চাহিলেন; সাহেব অপ্রতিবাদে সম্মত হইলেন। অমরনাথ তখনি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া কিছু আহার করিলেন; প্রবল চিন্তাকে পথপ্রদর্শক করিয়া যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পবিত্র হৃদয়ে দারুণ সন্তাপ।

আজকাল অনেক ছদ্মবেশী আদি কবি বাল্মীকি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাঁরা রাম না হতে রামায়ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সকল দেশে, সকল গ্রামে, সকল পল্লীতে ইহাঁদিগের অনিবার্য্য জয়পতাকা প্রোথিত।

কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস, রঘুবংশ বর্ণনার সময় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব পণ্ডিত দ্বারা রচিত বাক্যদ্বারে তাঁহার গতি; এ মহাত্মাদিগের গতি সেরূপ নয়। কল্পনাশক্তির উপর ভিত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক অসংখ্য প্রশস্তদ্বার প্রস্তুত করিয়া অসঙ্কুচিতভাবে গমনাগমন করিয়া থাকেন।

মহাত্মা বাল্মীকির রচনাপ্রণালী আর ইহাঁদিগের রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন; গুণবর্ণনা ও লোকশিক্ষাই তাঁহাদের রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য; ইহাঁদিগের রচনার রীতি, পরনিন্দা, পরগ্লানির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে।

তিনি প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেন; ইহাঁদিগের অদ্ভুত ক্ষমতা এই যে, প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক কণামাত্র অবলম্বন পাইলেই, স্বকপোলরচিত বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া লোকসমাজে পূর্ণ সত্যতায় পরিণত করিয়া তোলেন।

সুন্দরপুর গ্রামে এরূপ লোকের অসদ্ভাব ছিলনা। যে দিন অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরনাথের শূন্য ভবনে চাবী দিয়া টেলিগ্রাম করেন, সেই দিন থেকে ইহাঁদিগের কল্পনার দ্বার

খুলিয়া গেল; রচনাশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদিগের রসনাগ্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মহা হুলস্থূল; পথে, ঘাটে, মাঠে, সর্ব্বত্রই রচনার উচ্চ কলরব। ভালমন্দ লোক সকল গ্রামেই আছে; কেহবা তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইল, কেহবা সে রবে একেবারে বধির হইয়া পড়িল।

কেহ বলিতে লাগিল, "অমরনাথের স্ত্রীকে শরৎ বার্ করে নে গেচে।" কেহ বলিতে লাগিল, "এ সম্ভব হয় না, সে সাধ্বী।" আবার কেহ পূর্ব্ব প্রস্তাবনার সহকারী হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, রাত ঠিক একটার সময় শরতের হাত ধরিয়া অমরনাথের স্ত্রী যাইতেছিল।"

আবার কেহ কোন স্থানে বলিতে লাগিল, "আমি ভোর বেলা ফুল তুলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় বড় রাস্তার চৌমাথার ধারে ঝাউতলায় বসে কে তুজন ফুস্ ফুস্ করে কথা কহিতেছিল, আমার ত প্রথমে ভয়ে বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল; হাজার হউক বেটাছেলে কি না! সে ভয়টুকু আপনা আপনি ভেঙ্গে গেল; তার পর আমি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি না, এক জন কাল মুষ্ক পুরুষ, একটা স্ত্রীলোকের গলা ধরে বসে আছে। পুরুষটাকে চিনিতে পারিলাম না, বোধ হয় ধাঙড় হইবে, স্ত্রীলোকটাকে বেশ চিনিতে পারিলাম; সে অমরনাথের স্ত্রী। আমাকে দেখিবামাত্র তুজনেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি একবার মনে করলাম, ছুটে গে ধরি; আবার মনে করিলাম, ওরা অপবিত্র হইয়াছে, এখন ছুঁলেই স্নান করিতে হইবে, ফুলতোলা আর হবে না। এই জন্যে ক্ষান্ত

চইলাম; তাহারাও নির্ব্বিঘ্নে আমার হাত থেকে এড়িয়ে গেল"।

এইরূপ অমূলক কল্পনার বিশাল তরঙ্গসকল বিবিধরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে গ্রামটীকে তোলপাড় করিয়া ফেলিল। তাহার শ্রুতিকঠোর কলকল ধ্বনিতে আবালবৃদ্ধের কর্ণকুহর নিনাদিত হইল। স্ত্রীমহলে আবার এ অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক; তাহাদিগের দলনার চোটে অন্তঃপুরে কাগ চিল ভয়ে বসিতে পারে না।

সকল বিষয়েই নবানুরাগ বেশী; যত দিন যাইতে লাগিল, ততই দিনের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগ কমিতে লাগিল। ক্রমে সুন্দরপুর অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধতা ধারণ করিল।

আজ সপ্তাহের অপরাহ্ণ; অনাদিনাথ নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছেন; শ্যামা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অমরনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; শ্যামাকে দেখিয়া বলিল,—"শ্যামা! বাড়ীর খপর কি?"

শ্যামা অমনি কাঁদিয়া উঠিল, কিছুই বলিতে পারিল না। অমরনাথ শ্যামার ভাবগতিক দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন; শ্যামাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া অনাদিনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাকাবাবু! টেলিগ্রাম কি আপনি পাঠাইয়া ছিলেন?,,

অনাদিনাথ বলিলেন,—"হ্যাঁ বাপু! আমিই পাঠাইয়াছিলাম"—

অমরনাথ বলিলেন,—"কি বিপদ মহাশয়?"

অনাদিনাথ বলিলেন,—"পরে বলিব; তুমি ভাল আছ ত?"

অমরনাথ। যাহার মস্তকে সমূহ বিপদ, তার আর ভাল কোথা?

"অত উতলা হওয়া উচিত নয়; বিপদকালে ধৈর্য্য ধারণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য", এই বলিয়া অনাদিনাথ শ্যামাকে জল আনিতে বলিলেন। শ্যামা জল আনিয়া অমরনাথের পা ধুইয়া দিল। অমরনাথ অনাদিনাথের অনুরোধে কিছু জল খাইলেন—তার পর তিনি বলিলেন,—"কাকাবাবু! আমি আর অন্ধকারে দৃষ্টিহীন হইয়া থাকিতে পারি না; যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়াছে; কখনই অপ্রকাশ থাকিবে না, অনর্থক কাল বিলম্ব করিয়া কেন আমাকে কষ্ট দিতেছেন, প্রকাশ করিয়া বিপদ কি বলুন?"

অনাদিনাথ বলিলেন,—"বাপু! যে দিন তোমাকে টেলিগ্রাফ করি, সেই দিন প্রাতে শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমাকে বলিল যে, 'বাড়ীতে মা নাই; কোথা গিয়াছেন, কি আর কিছু হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; আপনি একবার শীঘ্র আসুন।' আমি অমনি শ্যামার সঙ্গে তোমার বাড়ীতে গেলাম; দেখিলাম, সত্যই গৃহশূন্য। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কক্ষতলে দ্রব্যাদি ছড়ান রহিয়াছে; সিন্দুক, দেরাজ, বাক্স, ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। শয্যার উপর একখানি ছেঁড়া কাপড় রহিয়াছে। শ্যামা সে কাপড় দেখিয়া বলিল,—"এ মার কাপড়; বৈকালে পরিয়াছিলেন; ছিঁড়িল কি করে? এ যে নূতন কাপড়"। আমি দেখিলাম বাস্তবিক নূতন ছেঁড়া, কিন্তু কারণ অনুভব করিতে পারিলাম না। তার পর বাড়ীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিলাম; কিছুই ঠিক হল না। বাটীতে চাবী দিয়া তোমাকে সম্বাদ করিলাম। আমি

সেই অবধি নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতেছি, কিন্তু কিছুই অন্বেষণ পাইতেছি না।"

অমরনাথ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তার পর শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ঘরে ছিলে, কিছুই কি জানিতে পার নি?"

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"যে রাত্রে এই সর্ব্বনাশ ঘটে, সে রাত্রে আমি মড়ার মতন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিছুই জানিতে পারিনি; প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, মার ঘরের দোর খোলা; মনে করিলাম, নিচে গিয়াছেন; নিচে আসিলাম, দেখিতে পাইলাম না, বাড়ীর চারি দিক খুঁজিলাম, মা, মা, বলে ডাকিতে লাগিলাম, সাড়াশব্দ পেলাম না; দৌড়ে উপরে গেলাম, মার ঘরে ঢুকিলাম, মাকে দেখিতে পাইলাম না; অমনি কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্তাবাবুর কাছে এসে বলিলাম।"

অ। যখন নিচে আসিয়াছিলে, তখন সদর খিড়কির দ্বার খোলা ছিল কি?

"খিড়কির দোর খোলা ছিল; আমার সন্দেহ শরৎবাবুর উপর হয়," এই কথা বলিয়া শ্যামা শরৎকৃত পূর্ব্ব অত্যাচার আনুপূর্ব্বিক বলিল।

অমরনাথ বলিলেন,—"কাকা বাবু! শরৎ কোথায়?"

অনাদিনাথ বলিলেন,—"কদিন তাকে দেখিতে পাইনি, আজ আমার চাকরের মুখে শুনিলাম, সে বাড়ীতে আছে।"

অমরনাথ, অনাদিনাথের নিকট হইতে চাবী লইলেন; শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে যাইলেন; যেরূপ শুনিলেন,

স্বচক্ষে গৃহের অবস্থাও সেইরূপ দেখিলেন। দেরাজে কিছু মূল্যবান জিনীস ছিল, তার কিছুই নাই; বাটীর চতুর্দ্দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। খিড়কির দ্বার দিয়া বাটীর পশ্চাৎভাগে আসিলেন; দেখিলেন, দেয়ালের নিকট একটী গর্ত্ত রহিয়াছে; দেয়ালের স্থানে স্থানে চুনকাম খসিয়া গিয়াছে; কোন বস্তুর আঘাত লাগিয়া ভাঙ্গিবার মতন কার্ণিস ভাঙ্গিয়াছে! তাহার নিকটস্থ একটী নল ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। তিনি গর্ত্তের মধ্যে হাত দিয়া দেখিলেন, প্রোথিতবস্তু নাড়া দিয়া তুলিলে যেরূপ গর্ত্তের অবস্থা হয়, এ সেইরূপ।

তার পর ছাতে উঠিলেন; সেথানেও কতকগুলি চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, সিঁড়ির ঘরের কবাট দেখিলেন, খিল ভাঙ্গা। তাঁহার অনুমান সিদ্ধ হইল; তিনি বলিলেন, এইখান দিয়া লোক আসিয়াছিল; সেই লোক দ্বারা এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তার পর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাদিনাথের বাটীতে আসিলেন।

পর দিন প্রাতে অনাদিনাথ, শরৎকে ডাকাইয়া আনাইলেন, শরৎ আসিয়া অনাদিনাথের বৈঠকখানায় অমরনাথকে দেখিয়া জড়শড় হইয়া পড়িলেন; লজ্জায় আর মুখ তুলে পূর্ব্বের ন্যায় প্রণয়সূচক আলাপ পরিচয় করিতে পারিলেন না। স্বীয়কৃত লোকাতীত কীর্ত্তি যতই তাঁহার স্মৃতিপথে প্রকাশ পাইতে লাগিল, ততই তাঁহার মুখকান্তি মলিনতা ধারণ করিতে লাগিল।

নিকৃষ্ট হৃদয়ে পাপের আশঙ্কা বা লোকলজ্জা কতক্ষণ স্থায়ী

হইতে পারে? বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ক্ষণকাল বিকাশ পাইয়া বিলীন হইয়া যায়। শরচ্চন্দ্রের এভাব কিছুক্ষণ পরেই পরিবর্ত্তিত হইল; পূর্ব্বমত মনের দ্রাঢ়্যতা আবার সম্পাদন হইল। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে একটী ভদ্রলোক হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনাদিনাথ শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"শরৎ! অমরনাথের স্ত্রী কোথায়?"

শ। আমি জানি না—

অনা। তুমি তাঁর তত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলে নয়?

শ। হাঁ, গ্রহণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমি কি করিব; এখন তার চরিত্র খারাপ হইয়াছিল, আমার কথা শুনিত না, তাই আমিও বড় খোঁজ খপর নিতাম না।

অনা। তুমি অমরনাথকে এ বিষয় জ্ঞাত করাওনি কেন?

শ। কার্য্যগতিকে পারি নাই।

অনা। লোকে তোমার উপর দোষারোপ করে কেন?

শ। আমিত কারো মুখে হাত দিয়ে রাখতে পারি না।

অমরনাথ বলিলেন,—"তুমি কখন তাহার প্রতি অসৎ, অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলে কি না?"

শ। কখনই নয়।

অমরনাথ তখন প্রমোদিনীর পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন,—"দেখ দেখি এই পত্রে কি লেখা আছে?" শরৎ পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন,—"ভ্রষ্টা নারীর বুদ্ধির কাছে বৃহস্পতিও হার মানেন; এ সমস্তই আরোপিত কথা; এক দিন

তাহার স্বভাব দূষিত দেখে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমি এ বিষয় বন্ধুকে লিখিব; তাই এই অমূলক পত্র লিখিয়া দিন থাকিতে নিজের কৃত্রিম সতীত্ব অক্ষত রাখিয়াছে; তুমি অতি নির্ব্বোধ, তাই কুহকিনীর কুহকে মুগ্ধ হইয়াছ; পবিত্র প্রণয়বন্ধন ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছ; তোমার বুদ্ধিবৃত্তিতে ধিক্!"

কথাগুলি অমরনাথের প্রাণে অত্যন্ত বেদনা দিল; হৃদয়ের প্রতি অস্থিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি আর কোন উত্তর দিলেন না; দিতেও ইচ্ছা হইল না; ক্ষণকাল মৌনী হইয়া অধোবদনে কি ভাবিতে লাগিলেন। তার পর তিনি বলিলেন,—

"তোমার নিকট যে টাকা আর কোম্পানির কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেগুলি এখন দাও?"

শরৎ অবাক হইয়া বলিলেন,—

"টাকা আর কোম্পানির কাগজ! কবে আমার কাছে রাখিয়াছিলে? তুমিত বড় ভয়ঙ্কর লোক দেখতে পাচ্চি? তোমার সঙ্গে বন্ধুতা করে, যে বিলক্ষণ পুরস্কার পেলাম।"

"তোমার কাছে আমি রাখি নাই?" এই কথা বলিয়া অমরনাথ একখানি পত্র বাহির করিলেন; অনাদিনাথের হস্তে সেখানি দিয়া বলিলেন,—"আপনি পড়িয়া দেখুন, উহার কাছে আমার টাকা আছে কি না?"

আনাদিনাথ পড়িয়া বলিলেন,—

"এই যে তোমার স্বাক্ষরিত পত্রে তুমি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছ; কিবলে এখন না বলিতেছ?"

শরৎ বলিলেন,—"ও জালচিঠি, আমি লিখি নাই।"

অমরনাথ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন,—"নরাধম! বিশ্বাসঘাতক আমি জাল করিয়াছি? ও লেখা তোর নয়?"

শরচ্চন্দ্রও সক্রোধে বলিলেন,—"পাজি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাকে কটু বলিস্? আচ্ছা! শীঘ্রই এর প্রতিফল পাবি," এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

অনাদিনাথ বলিলেন,—" অমরনাথ! তুমিও নরাধমের নামে নালিশ কর। এই পত্রই দলিলের কার্য্য করিবে, অন্য প্রমাণের বিশেষ আবশ্যক হইবে না।"

অমরনাথ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তার পর বলিলেন,—"কাকা বাবু! আমি নালিশ করিব না; ঈশ্বরই পাপাত্মাদিগকে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন; সে দণ্ড আমার স্বহস্তে গ্রহণ করা উচিত হয় না। ও যেরূপ কার্য্য করিয়াছে, তিনিই তাহার সমুচিত শাস্তি দিবেন, আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হই?"

অমরনাথের নবীনাবস্থায় উদারতাপূর্ণ নীতিগর্ভ বাক্য শুনে অনাদিনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তিনি অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,—"অহো! পবিত্র হৃদয়ে দারুণ সন্তাপ ঈশ্বরের গূঢ় কৌশল বোঝা ভার," এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অমরনাথের হস্ত ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনাদিনাথের অন্তঃপুর।

অনাদিনাথ বাটীতে নাই; অমরনাথকে সঙ্গে লইয়া প্রমোদিনীর অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন। এদিকে তাঁহার শ্যালক হেমেন্দ্র অনেক দিনের পর ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন। হেমেন্দ্র, প্রথমে বাটীতে প্রবেশ করিয়া কেনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কর্ত্তা কোথা?"

কেনা, অনাদিনাথের ভৃত্য; সে বলিল,—"বাবু বাড়ীতে নাই।"

হেমেন্দ্র বলিলেন,—"কখন আসিবেন?"

কেনা বলিল,—"বলিতে পারি না, আজ কদিন ভারি ব্যস্ত, বাড়ীতে বড় থাকেন না, সর্ব্বদাই হেতা সেথা করিয়া বেড়াইতেছেন।"

হেমেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দাসীরা গিন্নীর ভাইকে দেখিয়া ছুটোছুটী গিন্নীকে খপর দিতে চলিল।

এদিকে গিন্নী শয়নকক্ষে বসিয়া পান সাজিতেছিলেন, কনকঠাকুরাণী কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন।

দাসীরা হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়া বলিল,—"মাঠাকুরুণ! মামা বাবু আসিয়াছেন।"

আর পান সাজা হ'ল না; গিন্নী অমনি উঠিলেন। কনকঠাকুরাণী সবে মাত্র গল্পটী জমিয়ে আনিতেছিলেন, কপালক্রমে আসর ভাঙ্গিয়া গেল; কে শোনে? কাজেই গল্প বন্ধ হইল।

গিন্নি বলিলেন,—"হেমেন্দ্র কোথায় ?"

দাসীরা বলিল,—"নিচে।"

"আ মর লক্ষ্মীছাড়া মাগীগুল! সঙ্গে করে না এনে ঠাট করে আবার নিচেয় দাঁড় করিয়ে রেখে এসেচে," এই কথা বলিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী দ্রুতপদে নিচেয় চলিলেন।

"তা বটেইত; অমন করে পরের মতন নিচেয় রেখে আসতে আছে ? কাজটা ভাল হয়নি," এই কথা বলিতে বলিতে কনক-ঠাকুরাণী ছায়ার মতন গিন্নীর অনুসরণ করিলেন।

দাস দাসীর কোন কর্ম্মেই সুখ্যাতি নাই; এগুলেও ভেড়ের ভেড়ে, পেছুলেও ভেড়ের ভেড়ে; কোথায় তারা মনে করেছিল, মামা বাবু এসেছেন এই খবর দিয়ে গিন্নীর প্রিয়পাত্র হইব, তা না হয়ে কপালদোষে তিরস্কার লাভ হইল। তার উপর আবার কনকঠাকুরাণীর মন রাখা ফোড়ন।

হেমেন্দ্র, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঘষিতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহার ভগিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক দিনের পরে ভেয়ের সঙ্গে দেখা; হাসি আর সে মুখে ধরেনা; কর্ত্রী ঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এত দিনের পর বুঝি দিদী বলে মনে পড়েচে ? হেমেন্দ্র কিছু লজ্জিত হইলেন,—"কার্য্য-গতিকে পারিনি," বলিয়া সারিয়া লইলেন।

গিন্নী বলিলেন, "তুমি ভাল আছ ?"

হে। ভাল আছি—

গি। মা ভাল আছে ?

উত্তর। হ্যাঁ।

গি। বাবা ভাল আছেন ?

উত্তর। হ্যাঁ।

গি। তোমার ছেলে মেয়ে ভাল আছে ?

উত্তর। পূর্ব্বের ন্যায়।

গি। বৌ ভাল আছে ?

উত্তর। মাথা নাড়া।

গি। এস ভাই ! উপরে এস।

কনকঠাকুরাণী, (গ্রামসুবাদে গিন্নীর ঠাকুরুণদিদী হন) দেখিলেন কথার চোট বহিয়া যায়; আর থাকিতে পারিলেন না; অমনি উতর ধরিলেন।

তিনি বলিলেন,—বলি ও নাতবৌ! বাপের বাড়ীর সব কথাগুলিত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল, কুকুরটার কথা কেন বাকি থাকে ? ওটাও জিজ্ঞাসা করে নাওনা।

"ঠাকুরুণ দিদি! ওটায় ভাই তোমার দরকার, তুমিই জিজ্ঞাসা করে নিয়ে মন ঠাণ্ডা কর।" এই কথা বলিতে বলিতে ভাইকে সঙ্গে লয়ে উপরে উঠিলেন।

দাসীদের মধ্যে কেহ একখানি ভাল কারপেটের আসন পাতিয়া দিল; কেহ পা ধোবার জল আনিয়া দিল; কেহ বা গিন্নীর সোহাগের ঝী হইবে বলে তাড়াতাড়ি পা ধুয়াইয়া দিতে লাগিল। এক জন তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল।

মহা ধুম! বাড়ী সরগরম; বাপের বাড়ীর শিয়ালটা কুকুরটা এলে রক্ষে থাকে না, এত ভাই আসিয়াছে; গিন্নীর আদরের সীমা নাই, একেবারে উথলিয়া পড়িল।

গৃহস্বামিনী লাটিমের মতন ঘুরিতে লাগিলেন; দাসীরাও চরকার মতন ভোঁ ভোঁ করে তাঁর পেছু পেছু ফিরিতে লাগিল।

গিন্নী এক জন দাসীকে বলিলেন,—"পুঁটি! কেনাকে শীগ্গির খাবার কিনে আনতে বল্ত?"

পুঁটী অমনি ছুটিল; একটুকু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবু বাড়ীতে নাই, কেনার কাছেও পয়সা নাই।"

কর্ত্রী তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন; মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, —"কর্ত্তা কোথা?"

পুঁটী বলিল,—"কোথা গিয়াছেন, সে জানে না।"

গিন্নী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বাক্স খুলিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

পুঁটী টাকা কুড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি আন্‌তে দিব?

গি। এক টাকার ভাল খাবার!

পুঁটী অমনি ছুটিল! ক্ষণকাল পরে খাবার লইয়া উপস্থিত হইল।

গিন্নী রূপার বড় রেকাবে সাজাইয়া ভ্রাতার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন; একখানি তালবৃন্ত হস্তে লইয়া নিকটে উপবেশন করিলেন। এক এক বার ভ্রাতাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। আর এটী খাও ওটী খাও বলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন

এরূপ আদর বোধ হয় অনাদিনাথের ভাগ্যে এক দিনও ঘটে নাই। ঘটিবেই বা কেমন করে? তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী; অতি দুর্লভনিধি; অনাদিনাথের মহা আদরের সামগ্রী।

পাঠক! যদি ভুক্তভোগী হইয়া থাকেন, তবে মনের কথা মনেই রাখুন? যদি না ভুগিয়া থাকেন, নিদেন দেখে শুনেও মনুষ্যজন্মের এ সাধটী মিটায়ে নিন?

হেমচন্দ্র ক্রমে খাইতে লাগিলেন; গিন্নীও মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ীর এ কথা, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

হেমেন্দ্রের মুখটান খুব! সাবকাশ মত হুঁ, হাঁ, না দিতে দিতে অন্যমনস্কে রেকাবের প্রায় সমস্ত ভার শূন্য করিয়া ফেলিলেন। যখন হাত্‌ড়ালে সহসা হাতে ঠেকে না, তখন চট্‌কা ভাঙ্গিল; হেমেন্দ্র লজ্জার খাতিরে হাত গুড়াইলেন।

গিন্নী বলিলেন,—"ওকি হেমেন্দ্র, ও কটী খেয়ে ফেল?"

হেমেন্দ্র বলিলেন,—"না, দিদি! আর পারিব না?"

গিন্নী বলিলেন,—"সামান্য খাবার, ফেলে রাখলে চলবে না; খেয়ে ফেল।"

কনকঠাকুরাণী, একপার্শ্বে বসিয়া গালে হাত দিয়া রঙ্গ দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন,—"এক টাকার খাবার, ভগিনীর চক্ষে সামান্য ঠেকিল; ভাই ফুঁয়ে উড়াইয়া দিল; এ বড় কম মজা নয়! তবুও ভগিনীর ক্ষোভ মেটে না, ভাইও আর লজ্জায় পারে না।" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"বলি ও নাতি! এত ভাই তোমার শ্বশুর বাড়ী নয়, এত লজ্জা কেন?"

হে। তুমি যখন আছ, তখন নয়ই বা কেন?

ক। আমার ভাই তিন কাল গিয়েছে, এক কাল ঠেকেচে; এমন নবীনাকে তোমার পচন্দ হবে কেন ভাই! তোমার পচন্দসই জিনিস সুমুখে বসে

'আ মরণ আর কি? বুড় হলেই বুঝি বুদ্ধি সুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়?" এই কথা বলিয়া গৃহস্বামিনী পান আনিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হেমেন্দ্র সময় পাইয়া বলিলেন;—"ঠাকুরুণ দিদী আমাদের রসে ভরা; গণনাতে যদিও বয়েস হাতে ধরে না, কিন্তু চেহারায় তত বোধ হয় না; এখনও দোজবরে বর পেলে বে দেওয়া চলে; দুঃখের মধ্যে ঠাকুরদাদা একা ফেলে পালিয়েচেন।"

ক। তোমরাত ভাই! যোগাড় করে তাঁর কাছে পাঠাতে পারলে না?

হে। জেন্ত থাকতে থাকতেই?

ক। আমার বাঁচা মরা দুই সমান; এত জেন্তে মরে আছি ভাই! এ কষ্টের চেয়ে মরাই ভাল।

হে। এত দুঃখ কেন? ঠাকুরুণদিদি! আমি না হয় যোগাড় যাগাড় করে একটা ঘাটের এলা বর এনে দিব? কিন্তু ভাই আমাকে ঘটকালি দিতে হবে?

ক। ও কপাল! তুমি কি ভাই শুননি? আমার যে বের সম্বন্ধ অনেক দিন ঠিক হয়েচে; দিন স্থির ও হয়ে গিয়েচে। কিন্তু সে দিনটে যে কবে, তা আমি জানি না?—বরকর্ত্তা জানেন। বের বড় ধুম হবে; রোসনাইও খুব হবে; দান সামগ্রীর যোগাড় বড় মন্দ নয়, মাটির কলসী; সরা; গণ পণ আটকড়া কড়ি। তোমাকে ভাই সে দিন কন্যাযাত্র হতে হবে; তা ছাড়ব না।

হে। আচ্ছা ঠাকুরুণদিদি! যদি খপর পাই ত আসিব; কিন্তু দক্ষিণহস্তের বিষয়?

ক। ওটা তুমি ভাল বোঝ? আমিত ভাই! নিজেই কনে, নিজেই কন্যাকর্ত্তা; কে আয়োজন করিবে? আমি ব্যস্ত থাকিব; বরং আমি বলে কয়ে রাখিব, তোমরা যোগাড় করে নিও?"

হেমেন্দ্র হাসিতে হাসিতে "আচ্ছা" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কনকঠাকুরাণীও উঠিলেন; হেমেন্দ্রকে বলিলেন,—"চল ভাই! তোমাকে বাসর ঘরে রেখে আসি, নাত্‌বৌ একা বাসর জাগিয়ে বসে আছে।"

হে। গাঁইটছড়া বেঁধে যাওয়া উচিত; আচল দাও বাঁধি?

"এ বের গাঁইটছড়া গলায় বাঁধিতে হয়," এই বলিয়া কনক ঠাকুরাণী হেমেন্দ্রের গলায় অঞ্চল দিয়া টানিতে টানিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গি। ও কি ঠাকুরণ দিদি!

ক। বাঁদর নাচাতে এসেচি ভাই! পয়সা কাপড় দাওত একবার নাচাই?

গি। বুড় হয়ে মরতে যাও, তবুও যে রঙ্গ ছাড় না!

ক। চাঁদত ডোবে ডোবে হয়েচে, শেষটায় কেন আপশোষ থাকে, সাধটা মিটায়ে নি।

হেমেন্দ্র শয্যায় বসিলেন; শয্যার পার্শ্বে রৌপ্যনির্ম্মিত তাম্বুলাধারে পান ছিল, খাইলেন। এক জন চাকরাণী তামাক আনিয়া দিল, খাইতে লাগিলেন।

গৃহস্বামিনী কনকঠাকুরাণীকে বলিলেন,—"ঠাকরুণ দিদি! হেমচন্দ্র গল্প শুনিতে বড় ভাল বাসে; ওর কাছে বসে তুমি গল্প কর?—আমি খাবা দাবার যোগাড় করিগে।"

ক। আমার কাছে একা রেখে যেতে তোমার বিশ্বাস হবে?

গি। অবিশ্বাসের কাল গিয়েছে, এখন খুব বিশ্বাস।

ক। আচ্ছা ভাই! তবে যাও, আমি তোমার প্রাণের ভেয়ের সঙ্গে দুইটা খোষ গল্প করি; দেখি যদি মন ভুলাতে পারি।

গৃহস্বামিনী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। কনক ঠাকুরাণী খোষগল্পের দোকান খুলিয়া বসিলেন। হেমেন্দ্র পচন্দ সই গল্প বাছিয়া লইতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত হত্যা।

সন্ধ্যা আগত হইল; অনাদিনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, অমরনাথ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী।

অনাদিনাথ বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র কেনা বলিল,—"মামা বাবু আসিয়াছেন?"

অনা। কে—হেমেন্দ্র?

কে। আজ্ঞা হ্যাঁ?

অনা। কতক্ষণ আসিয়াছে?

কে। আপনি বেরিয়ে যাবার পর।

অনা জল খাওনা হইয়াছে?

কে। খাবার আনিবার কথা মা বলে পাঠিয়েছিলেন, আপনি পয়সা রাখিয়া যান নি, আমার কাছে যা ছিল, সকালে সব খরচ হয়ে গেছে, কাজেই এনে দিতে পারিনি; তার পর মা রাগ করে নিজে টাকা দিলেন, তবে এনে দি।

আজ কাল শ্যালা কুটুম্বের আদর বেশী; এ আবার যে সে শ্যালা নয়, তৃতীয় পক্ষের; বড় যত্নের ধন। অনেক্ষণ আসিয়াছে, খাতির যত্ন করা হয় নাই; তায় আবার গৃহিণী জলখাবারের পয়সা পান নাই বলে রাগ করিয়াছেন; আর রক্ষে অছে। অনাদিনাথের মাথা ঘুরিয়া পড়িল। একে ব্রাহ্মণ পথশ্রান্ত, তায় আবার মানভঞ্জনের পালা গাইতে হইবে, মাথার ঘাম পায়ে পড়িবে; সেই ভাবনায় হৃদয় আকুল। অনাদিনাথ বলিলেন,—"হেমেন্দ্র কোথায়?"

কেনা বলিল,—"অন্দরে।"

কেনা তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল, অনাদিনাথ তামাক খাইলেন না; খাইবার সময়ও নাই; সমূহ গুরুতর কার্য্য সাধনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত। তিনি বলিলেন,—"বাবা অমরনাথ! বৈঠকখানায় বস—আমি একবার হেমেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

অমরনাথ "যে আজ্ঞা" বলিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন।

অনাদিনাথ দ্রুতপদে অন্তঃপুরে চলিলেন।

কেনা হুঁকা রাখিয়া দিল; তামাক মনের দুঃখে আপনিই গুমে গুমে পুড়িতে লাগিল।

অনাদিনাথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। গৃহিণী তাঁহাকে দেখিয়া কথা কহিলেন না চাঁদমুখ আঁধার করিয়া রান্নাঘরের দিকে থর থর করিয়া চলিয়া গেলেন। অনাদিনাথের আঁধারের মাণিক আঁধার হইল, তিনিও জগৎ আঁধার দেখিতে লাগিলেন। রন্ধনগৃহের দিকে ধীরে ধীরে চলিলেন। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন,—"হেমেন্দ্র নাকি আসিয়াছে?" গৃহিণী কথা কহিলেন না; শুনেও যেন শুনিতে পান নাই, আপনার কার্য্যেই ব্যস্ত।

অনাদিনাথ কি করেন, আবার বলিলেন,—

"হেমেন্দ্র নাকি আসিয়াছে?"

উত্তর মুখ ঘুরাইয়া,—"তোমার সে খোঁয়ে কাজ কি?"

অনা। জলখাওয়ান হয়েচে?

গৃ। তা] হগ্ বা না হগ্, তাতে তোমার দরকার কি? তুমি গ্রামের কর্ত্তা হয়েচ, পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে কার ঘরে কি হচ্চে, না হচ্চে তার খপর নাওগে? আপন আশ্রয় দেখিলে কি হবে?

অনা। অত রাগ কেন? কি হয়েছে বলই না?

গৃ। হবে আর কি? আমার ভাই খেতে পায়নি বলে তোমার বাড়ীতে পেট্ টাল্তে আসেনি; তার খাবা পরবার সংস্থান আছে; আমি বেঁচে আছি, তাই এক একবার আমাকে দেখিতে আসে। তা যেমন সাধ করে এসেছিল, তেমনি আদারও পেয়েছে; না পায় বসিতে, না পায় জল খেতে। ভাগ্যে আমার কাছে কিছু ছিল, তাই জল খেতে পায়। যার বাড়ীতে এল, তার ত খপর নিয়ে রক্ষে নেই। যেমন পোড়া কপাল করেছিলাম, তেমনি ভোগ কচ্চি; এখন মরণ হলেই বাঁচি।

অনাদিনাথ বলিলেন,—"আমি কেমন করে জানিব যে, আজ তোমার ভাই আসিবে; জানিলে কি কোথায় যেতাম? তা বেশ হয়েছে; তুমিত তাকে জল খাইয়েছ; তুমিও

যে, আমিও সে। তবে তোমার নিজের টাকা খরচ করে খাবার আনিয়াছ, তার সুদসামেদ আমার কাছ থেকে ধরিয়া লও। আমার ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হগ্, এই বলিয়া পকেট হইতে আটটী টাকা বাহির করিয়া গৃহিণীর হস্তে দিলেন।

গৃহিণী ব্যয়ের আটগুণ পাইলেন; আর কি ক্রোধ স্থান পায়? ক্রোধ নিবৃত্তি হইল; আবার মুখে হাসি প্রকাশ পাইল; তিনি বলিলেন,—"হেমেন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা কর না—সে এসে অবধি তোমাকে খুঁজ্‌তেছে।"

অন। হেমেন্দ্র কোথা?

গৃ। উপরে।

অনাদিনাথের, মানভাঙ্গা সাঙ্গ হইল; প্রণয়িনীর মুখ-ভরা হাসি দেখিয়া হৃদয় শীতল হইল। তখন তিনি হাসিতে হাসিতে হেমেন্দ্রের নিকট চলিয়া গেলেন।

এ দিকে অমরনাথ, বৈঠকখানায় বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন; আজ কদিন ধরিয়া ক্রমাগত খুঁজিতেছেন, কিছুই অনুসন্ধান পাইতেছেন না। ক্রমেই তাঁহার মন বিকৃতিভাব ধারণ করিতেছে; যে সকল ভাবনা স্বপ্নেও হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই, আজকাল তারা অবলীলাক্রমে অধিকার করিয়া বদ্ধমূল স্বত্ব স্থাপন করিতেছে।

অমরনাথ যতই ভাবিতেছেন, ততই হতাশা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার নয়নপথে দেখা দিতেছে; জগতের সমস্ত সুখভোগ হতে যেন চিরদিনের জন্ত তাঁহাকে বঞ্চিত করি-তেছে। তিনি চিন্তায় মনোহর নয়নে দেখিলেন,—

"সম্মুখে সুখের মুক্ত দ্বার, গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ;

দেখিয়া ভয় হইল; চকিতের ন্যায় সৌদামিনী হাসিল; স্থানটী দেখিতে সুন্দর হইল বটে, কিন্তু নয়ন ঝলসিয়া গেল; আবার প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইল; দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর! হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; আর চাহিতে পারিলেন না, চাহিতেও প্রবৃত্তি হইলনা; নয়ন মুদ্রিত করিয়া মুখ ফিরাইলেন। পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, একটী প্রশস্ত সরল পথ; কিন্তু কণ্টকাকীর্ণ, লতাগুল্মে সমাচ্ছাদিত। অদূরে স্তিমিত পবিত্র জ্যোতিঃ আবরণ ভেদ করিয়া অতি ক্ষীণ প্রভা বিস্তার করিতেছে। তাহাতে অন্ধকার সম্পূর্ণ নিরাকৃতি হয় নাই; দৃষ্টির গতি অসম্পূর্ণ। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে চরম সীমায় মনোহর অট্টালিকা, অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত; প্রবেশদ্বার প্রফুল্ল পারিজাত কুসুমমালায় মণ্ডিত; সম্মুখে সুন্দর কেলিকানন, বিবিধ প্রসূনফলভারাবনত তরুরাজি দ্বারা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছে! পুরীর অভ্যন্তরে মহার্হ রত্নখচিত সিংহাসনে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অবস্থান করিতেছেন! চতুর্দ্দিকে অক্ষয় সুখভোগ্য বস্তু পড়িয়া আছে।” নয়ন একবার সে মূর্ত্তি দেখিয়া আর ফিরিতে চাহে না; অমরনাথের চক্ষু তাহাতেই মজিল; মন সেই দিকে ধাবিত হইল। অমরনাথ আবার ভাবিলেন,—“পথ দুর্গম! ক্রিয়াদ্বারা গমনোপযোগী না করিলে যাওয়া ঘটিবে না? তাহাই করিব; অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা শিখিতে হইবে? তাহাই শিখিব।”

তবে তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

অমরনাথ, চিন্তার মোহিনী মূর্ত্তির সঙ্গে এই রূপ ক্রীড়া

করিতেছেন, এমন সময় হেমেন্দ্র আসিয়া তাঁহার সে সুখের খেলা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অমরনাথের কাছে বসিলেন।

হেমেন্দ্রের পদশব্দে, অমরনাথের চৈতন্য হইল। অমরনাথ যাহা দেখিতেছিলেন, আর দেখিতে পাইলেন না; যে সুখ অনুভব করিতেছিলেন, সে সুখ লুকাইয়া পড়িল—তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে তখনি স্থির করিলেন,—"আমি যে পথ দেখিলাম, যে কোন উপায়ে হয়, আমি সে পথ পরিষ্কার করিব। আমি যে অপূর্ব্ব মুর্ত্তি দেখিলাম, যত দিনে পারি, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইব ; সেই পবিত্র স্থানে বাস করিব।"

অমরনাথের সঙ্গে হেমেন্দ্রের পূর্ব্বে আলাপ ছিল, হেমেন্দ্র অমরনাথকে বলিলেন,—" অমরনাথ ভাল আছ ?"

অমরনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—" জগতে সকল সময়ে সকলে ভাল থাকে না ?"

হে। কেন ? তোমার কি কোন পীড়া হইয়াছে ?

অ। অসুহ ?

হে। কিরূপ পীড়া—

অ। সে পরে বলিব ; তুমিত ভাল আছ ?

হে। হাঁ—

অ। কখন আসিলে ?

হ। তিনটার সময় ; তোমার কি পীড়া ?

অ। মানসিক—

হ। শুনিতে কিছু বাধা আছে কি ?

অ। না, বাধা নাই, বরং বলিলে লোকশিক্ষা দেওয়া হইবে; তুমিও যদি মন দিয়া শোন; তা হলে জগতের রীতিনীতি শিখিতে পারিবে।

হে। তবে শীঘ্র বলে আমার আশা পূর্ণ কর।

অমরনাথ তখন আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। হেমেন্দ্র মগ্ন হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

দেয়ালের ঘড়িতে দশটা বাজিল; অনাদিনাথ ভোজন করিবার নিমিত্ত ডাকিতে আসিলেন। তখনও অমরনাথের কথা শেষ হয় নাই; ভোজনের অনুরোধে বলা বন্দ হইল; কিন্তু হেমেন্দ্রের শুনিতে পূর্ণ আগ্রহ রহিল। উভয়েই উঠিলেন, কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; আহার সমাপন করিয়া উভয়ে বৈঠকখানায় আসিলেন।

হেমেন্দ্র অমরনাথকে ঘটনার অবশিষ্ট ভাগ বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। অমরনাথ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দুই প্রহর বাজিল—বলাও শেষ হইল; উভয়েই এক শয্যায় শয়ন করিলেন।

হেমেন্দ্র, একে পথশ্রান্ত, তাহে আবার চিন্তাশূন্য-হৃদয়, শয়ন করিবামাত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। অমরনাথের তাহা হইল না; চিন্তায় হৃদয় জর্জ্জরিত; নিদ্রা সহসা ঘেঁষিতে পারিল না। কিছুক্ষণ এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন, তবুও নিদ্রা আসিল না; অত্যন্ত গরম বোধ হইল, উঠিয়া বসিলেন।

গৃহে যে দীপটী ছিল, সেটী নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল; তরল অন্ধকার সময় পাইয়া সে গৃহের শূন্যভাগ অধিকার করিল। ক্রমে আলো, যত ক্ষীণপ্রভ হইতে লাগিল, ততই অন্ধকার

ঘনীভূত হইয়া উঠিল; অবশেষে একবার প্রদীপ্ত হইয়া গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

অমরনাথ, শয্যা হইতে উঠিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিবার নিমিত্ত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিলেন।

অনাদিনাথের সদর বাটী একতোলা চকবন্দী; তাহার পশ্চিম গায়ে অন্দরমহল। অন্দরমহল দোতলা; সদরের ছাদের লাগোয়া অন্দরমহলের যে ঘর, সেই ঘর অনাদিনাথের শয়নকক্ষ।

বর্ষাকালে দুইচারি দিন পচা গর্ম্মী হইয়া থাকে, আজ তাহার এক দিন; অনাদিনাথ, সেই জন্য তখনও নিদ্রা যাইতে পারেন নাই; সদরের বারাণ্ডার ছাদে বসিয়া তামাক খাইতে-ছিলেন।

অমরনাথকে তত রাত্রে ছাদে আসিতে দেখিয়া বলিলেন,—"বাবা অমরনাথ! এখনও জেগে আছ যে?"

অমরনাথ বলিলেন,—"বড় গরম, ঘুম হয় না।"

অনা। তবে এই খানে বস।

অমরনাথ, অনাদিনাথের নিকট বসিলেন; দুই একটা বৈষয়িক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

নিম্নে হঠাৎ একটা শব্দ হইল; উভয়েই আলিসায় মুখ রাখিয়া দেখিতে লাগিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না। একে অন্ধকার রাত্রি, তাতে আবার গৃহের দীপটী নিবিয়া গিয়াছে।

ক্ষণকাল পরে আবার অতি বিকৃতস্বরে (বাপ্) করিয়া উঠিল; উভয়ে চমকিয়া পড়িলেন। আবার তীব্রদৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন; সে দৃষ্টি অন্ধকারস্তূপে মিশিয়া গেল, ভেদ করিতে

পারিল না। কেবল গুম্ গুম্ পদশব্দ শুনিতে পাইলেন; কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অনুমানে বোধ হইল, জনকতক লোক গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

অনাদিনাথের শয়নকক্ষে আলো জ্বলিতেছিল, অনাদিনাথ সেই আলো লইলেন, উভয়ে দ্রুতপদে নিচেয় আসিলেন। গাঁ্যা গোঁ্যায়ানি শব্দ তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল; তাঁহারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন শয্যাশায়ী ছট্‌ফট্ করিতেছে।

অনাদিনাথ শয্যার নিকটবর্ত্তী হইলেন, যাহা দেখিলেন, তাহা লোমহর্ষণ ঘটনা। অমনি বসিয়া পড়িলেন, খুন খুন বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন।

অমরনাথ আলো লইয়া দেখিলেন, তীক্ষ্ণ ছুরিকা হেমেন্দ্রের কণ্ঠদেশ ভেদ করিয়া অগ্রভাগ দ্বারা শয্যাস্পর্শ করিয়াছে; শোণিতস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে।

অমরনাথ হেমেন্দ্রকে ডাকিলেন; উত্তর নাই; যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। তিনিও চেঁচাইয়া বলিলেন,—"কে আছ শীঘ্র এস! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! খুন, খুন—"

পার্শ্বের ঘরে কেনা শুইয়াছিল, সে জাগিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ক্রমে বাড়ীসুদ্ধ সকলেরি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সকলেই গুপ্ত হত্যাকাণ্ড দেখিয়া একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। সে কলরবে গ্রামের লোকের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; তাহারা দৌড়িয়া অনাদিনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, বাড়ী লোকে ভরিয়া গেল।

অমরনাথ পুলিষে লোক পাঠাইয়া দিলেন; পুলিষ আসিয়া

উপস্থিত হইল। এদিকে হেমেন্দ্রের চেতনা শোণিতপ্রবাহে চির-কালের জন্য ভাসিয়া গেল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে নিস্পন্দ হইয়া পড়িল।

গোলেমালে রাতটা কাটিয়া গেল; প্রাতে পুলিষের লোক লাস চালান করিয়া দিল; খুন তদারকে প্রবর্ত্ত হইল। এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল, কিছুই সন্ধান হইল না। লাভের মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দোষী অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিল।

মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং আসিলেন; একাধিক্রমে দুই সপ্তাহ কাল অনুসন্ধান করিলেন; কিছুই করিতে পারিলেন না; হত্যাকারী ধরা পড়িল না।

ক্রমে যত্ন শিথিল হইয়া পড়িল; গোলমাল অপেক্ষাকৃত কমিয়া আসিল। অনাদিনাথের ভবনে শোক-চিহ্নও দিন দিন কমিতে লাগিল।

জগৎ নিয়তির অধীন, কেহই তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না; এই ভাবিয়া অনাদিনাথ ধৈর্য্য ধারণ করিলেন, স্ত্রীকেও সান্ত্বনা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থ ভ্রমণ।

হেমেন্দ্রের মৃত্যুর পর দিন থেকে অনাদিনাথ, অমরনাথকে আর বৈঠকখানায় শয়ন করিতে দিতেন না; তাঁহার শয়নগৃহের পার্শ্বে একটী গৃহ ছিল, সেই গৃহে অমরনাথের শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; অমরনাথ সেই কক্ষে শয়ন করিতেন।

হত্যার দিন আজ এক মাস দুই দিন হইল; অমরনাথ অনাদিনাথের নিকট বসিয়া আছেন; উভয়ের মুখ গম্ভীরতায় পূর্ণ; উভয়েই চিন্তায় মগ্ন; কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই।

এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল; অমরনাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কাকাবাবু! আর আমার ইচ্ছার বিরোধী হইবেন না। সংসারে যতটুকু সুখ দুঃখ ভোগ করিবার ছিল করিলাম, বোধ হয় কোন মানুষে এত ভোগ করে না। সংসার এখন আমার পক্ষে বিষবৎ হইয়াছে; আর তাহার পুনঃ সংস্করণে প্রবৃত্তি নাই। চরমের অনিবার্য্য পথ অতি দুর্গম হইয়া রহিয়াছে; সেই পথ পরিষ্কার করাই যুক্তিসঙ্গত; আমিও তাহাই মনস্থ করিয়াছি; আপনি অনুমতি করিলেই প্রবৃত্ত হই।"

অনাদিনাথ বলিলেন—"বাপু! তোমার এ সময় নয়; কিশোর বয়েস—এখন সংসারী হইয়া কিছু দিন মানুষ মনুষ্যত্ব কর; শেষের পথ খোলসা করিবার অনেক সময় আছে; শেষে কর।"

অমরনাথ বলিলেন,—"কাকা বাবু! জীবনের নির্দ্দিষ্টসীমা নাই; জীবন ক্ষণভঙ্গুর; তখন অনুষ্ঠিত কার্য্যের পুনরনুষ্ঠান যুক্তির বিরুদ্ধ। আরও দেখুন, সংসার ভ্রমাত্মক জ্ঞান বই আর কিছুই নয়; ভ্রমের যেমন নিত্যতা নাই, সংসারেরও তেমনি নিত্যতা নাই; সেই অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া নিত্য বস্তুর অনুসন্ধানে বিরত থাকা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কার্য্য।"

অনাদিনাথ বলিলেন,—"বাপু হে! সে যাই হউক, আমি জীবিত থাকিতে তুমি যাইতে পারিবে না। আমার শেষাবস্থা হইয়াছে, আর কদিনই বা বাঁচিব! আমার পুত্র নাই; তোমাকে আমি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করি; আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্তই তোমার জেন। আমি গতরাত্রে একখানি দানপত্র করিয়াছি, তাহাতে তোমাকেই আমার উত্তরাধিকারির স্বত্ব দিয়াছি। আমার মৃত্যুর পর তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর! এখন আমি যাতে মানসিক কষ্ট না পাই, তাহাই করা তোমার কর্ত্তব্য।"

অমরনাথ আর উত্তর করিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"কাকা বাবুর স্নেহ আমাতে বদ্ধমূল, বোঝালে বুঝিবেন না, আমার মতেও মত দিবেন না; মত লইবার অপেক্ষা করিতে গেলে, যাওয়া ঘটিবেনা; এ বিষময় সংসারকাননে ক্ষণকাল থাকিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছেনা; তখন অসম্মতিতে যাওয়া বই আর উপায় দেখিতেছি না। আমার উদ্দেশ্য ত এক রকম জানান হইয়াছে। অনুমতিও প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখন না বলিয়া গেলে তত চিন্তার

বিষয় হইবে না। তাই ভাল, আজ মহানিশায় প্রস্থান করিব,” এই স্থিরসিদ্ধান্ত হইল।

অনাদিনাথ, তাঁহাকে উত্তরে ক্ষান্ত দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন; ভাবিলেন অমরনাথ তাঁহার মতে সম্মত হইয়াছে। তিনি বলিলেন,—“বাবা! রাত হইয়াছে শয়ন করগে?”

অমরনাথ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অনাদিনাথও শয়ন করিতে গেলেন।

অনাদিনাথ ক্ষণকাল পরে নিদ্রিত হইলেন; অমরনাথের নিদ্রা নাই; তিনি গমনের সময় অপেক্ষা করিতেছেন। রাত্র একটা বাজিল; অমরনাথ উঠিলেন, আস্তে আস্তে দ্বার খুলিলেন; নিঃশব্দে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিচের আসিলেন; সদর বাটীর দ্বার খুলিলেন, দরজার বাহিরে একটী পা দিলেন; অনাদিনাথের স্নেহ তাঁহার হৃদয়ে আঘাত দিয়া গতিরোধ করিল।

পা তুলিয়া লইলেন; আর যাইতে পারিলেন না। কবাটে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন; চক্ষে জল আসিল; মুছিয়া ফেলিলেন। আবার পা বাড়াইলেন; উপকার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া গমনে ব্যাঘাত দিল। আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। (এবার বড় শক্ত বিষয়?) অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন; ভাবনার শেষফল গমনই স্থির হইল। একেবারে বাটীর বাহিরে আসিলেন; কিন্তু অনাদিনাথের স্নেহের বাহিরে যাইতে পারিলেন না। উদ্দেশে অনাদিনাথকে প্রণাম করিলেন, উদ্দেশে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, উদ্দেশে ক্ষমা

ভিক্ষা চাহিলেন। তারপর মন যে দিকে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, সেই দিকে নয়ন ফিরাইলেন; দুর্গা বলিয়া চলিতে লাগিলেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই নূতন দেশ, নূতন নগর, নূতন নদ নদী, নূতন তীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেহ শীতউষ্ণদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া আসিল; চিত্ত-শুদ্ধি হইতে লাগিল; ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অমরনাথ এক দিন সন্ধ্যার পর মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন উদাসীন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহের অলৌকিক কান্তি দেখিয়া অমরনাথের মনে ভক্তিরসের আবির্ভাব হইল। অমরনাথ উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উদাসীন তাহার সদুত্তর প্রদান করিলেন। অমরনাথের ভক্তি আরও বদ্ধমূল হইল; শিষ্য হইতে ইচ্ছা করিলেন; উদাসীন স্বীকার করিলেন না।

অমরনাথ কুণ্ঠিত হইলেন।

উদাসীন তাহা বুঝিতে পারিলেন; তিনি বলিলেন,— "আমার সময় নাই, সেই জন্য তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইতে পারিলাম না। শৈল পর্ব্বতের তৃতীয় শৃঙ্গে ঠিক আমার মতন একজন উদাসীন আছেন, তুমি তাঁহার নিকট গমন কর। তিনি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অমরনাথের আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি আর দাঁড়াইলেন না।

যে শৈল পর্ব্বতের কথা উদাসীন বলিয়া গেলেন, সে পর্ব্বত সুন্দরপুর গ্রামের গিরিমালার অন্তর্গত। অমরনাথের তাহা স্মরণ হইল; পুনর্ব্বার জন্মভূমির প্রতি মন ধাবিত হইল।

তাহার পর দিন প্রাতে বিশ্বেশ্বরকে পূজা করিয়া স্বদেশাভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

বৈশাখ মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তি; কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী; রজনী তমসাবৃত। রাত্র আট্টা বাজিল; অমরনাথ পুনর্ব্বার সুন্দর-পুরে প্রবেশ করিলেন।

সমস্ত দিন আহার নাই; অনাহারে পথ চলিয়া শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি লোকালয়ে যাইতে অমরনাথের ইচ্ছা হইল না; তিনি গিরিপথ অবলম্বন করিলেন।

কিছুদূর অবিবাদে চলিলেন; যত এগুতে লাগিলেন, ততই পথ বন্ধুর, ততই বৃক্ষ লতাগুল্মে সমাচ্ছাদিত। প্রগাঢ় অন্ধকারে দৃষ্টির সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল; পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। আর চলিতে পারেন না; শরীর একেবারে অনায়ত্ত হইয়া পড়িল। তখন আশ্রয় গ্রহণে যত্ন হইল।

চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিলেন, আশ্রয় দেখিতে পাইলেন না, আবার চলিলেন। নিবিড় অন্ধকারে তিনি অন্ধের ন্যায় একবার অগ্রগামী, একবার পশ্চাৎপদ হইতে হইতে সম্মুখস্থ একটী স্তূপাকার পদার্থ স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিলেন। যাহা অনুভব করিলেন, তাহা একটী ভগ্ন দেবালয়; চতুর্দ্দিকে ভগ্ন প্রাচীরে বেষ্টিত। রক্ষকহীন দেখিয়া অশ্বত্থ বট বৃক্ষ সকল তাহার উপর নির্ব্বিঘ্নে আধিপত্য স্থাপন করিতেছে।

গেটের কবাট নাই; প্রবেশের পথ অপরিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে আবৃত; কিন্তু লোকের গমনাগমনের অল্পমাত্র চিহ্ন আছে। অমরনাথ সেই পথ দিয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে প্রাঙ্গণ ভূমি অতিক্রম করিয়া দেবালয়ের সম্মুখস্থ রোয়াকে উঠিলেন। সংস্কারাভাবে সে রোয়াকের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তার পর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; বুঝিলেন, গৃহে দেবমূর্ত্তি নাই, কিন্তু যে পূর্ব্বে দেবমূর্ত্তি ছিল, তাহার চিহ্ন সকল রহিয়াছে।

সেই গৃহের কবাট সম্পূর্ণ জীর্ণ নহে, অমরনাথ দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই অপরিষ্কৃত ভূমিশয্যায় অনাহারে শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্র অধিক হইল; জগতের তখন পূর্ণ শান্ত ভাব। অমরনাথ শয়ন করিয়া আছেন; চক্ষে নিদ্রা নাই; এমন সময় হঠাৎ পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। সেই দিকে কর্ণপাত করিলেন, আর শুনিতে পাইলেন না। আবার অস্ফুট মানব কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন; পরক্ষণেই দ্রুতপদনিক্ষেপের শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল।

অমরনাথ চমকিয়া উঠিলেন; যে রাত্রে হেমেন্দ্র হত

হয়, সেই কাল রজনীর কথা তাঁহার মনে পড়িল; হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। উঠিয়া বসিলেন, সাহসে হৃদয় দৃঢ় করিলেন, কবাট খুলিয়া বাহিরে আসিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে সেই গৃহের পশ্চাতে ভয়ানক আর্ত্তনাদ হইল; অমরনাথ তাহা শুনিতে পাইলেন, সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন।

যে গৃহে অমরনাথ শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে এক মহল বাড়ী আছে; ঐ মহলে পূর্ব্বে পূজক ব্রাহ্মণ থাকিত এবং ভোগ রান্না হইত; ঐ মহলের ঘরগুলি এত ভগ্ন নয়।

অমরনাথ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন উঠানে একজন লোক পড়িয়া চীৎকার করিতেছে; উঠিবার শক্তি নাই, সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে পরিপূর্ণ। দৃশ্য অতি ভয়ানক; দেখিবামাত্র অমরনাথ শিহরিয়া উঠিলেন; চারি দিক চাহিয়া দেখিলেন, আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; মনে করিলেন এও যে গুপ্ত-হত্যা। আহত ব্যক্তি অমরনাথকে দেখিয়া বলিল,—"এরূপ করে দগ্ধে মের না? একেবারে মারিয়া ফেল?"

অ। আমি তোমাকে মারিতে আসি নাই?

আ। আপনি কে?

অ। আমি উদাসীন?

আ। এখানে কেন?

অ। তোমার চীৎকার শুনিয়া আসিয়াছি; তুমি কে?

আ। আমি পাপী; এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

অ। আমি বুঝিতে পারিলাম না, বোধ হয় গুপ্ত কথা; প্রকাশ করিয়া বলিবার কি কোন বাধা আছে ?

আ। না এখন আর বলিবার বাধা নাই, ঠিক সময় হইয়াছে, পাপ প্রকাশ করাই ভাল ; কিন্তু অতি দুর্ব্বল, যন্ত্রণাও অধিক, চেঁচিয়া বলিতে পারিব না, এগিয়া আসুন।

অমরনাথ তাঁহার মাথার নিকট আসিয়া বসিলেন, মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; চিনিতে পারিলেন না। একে অন্ধকার তায় রুধিরাক্ত কলেবর, স্বরও সম্পূর্ণ বিকৃত ; যদিও তাঁহার সেই দেশে বাস, তত্রাচ তাঁহার পক্ষে চেনা দুষ্কর হইল। আহত ব্যক্তিও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না ; তাহার দৃষ্টি মাত্র আছে, চিনিবার শক্তি নাই।

অমরনাথ বলিলেন,—"আমি নিকটে আসিয়াছি, কি বলিবে বল।"

আ। বলিব কি, বড় যন্ত্রণা, একটু নীরব হইল, একটুকু পরে আবার বলিল,— "আমার বাড়ী এই গ্রামে, আমার নাম শরচ্চন্দ্র।"

অমরনাথ এই কথা শুনিবামাত্র সরিয়া দাঁড়াইলেন। আহত বলিল,—"আপনি সরিয়া গেলেন যে ? ঘৃণা করিলেন বুঝি ? আমি ঘৃণার পাত্রই বটে ; আমার অন্তিমকাল, (উঃ— বড় যন্ত্রণা)—এখন দয়ার পাত্র।"

অমরনাথ আবার সরিয়া আসিলেন। মুখের কাছে বসিলেন। আহত আবার বলিল,—

"অমরনাথ নামে এক ব্যক্তি এই দেশে বাস করিতেন, আমারি অত্যাচারে তিনি এখন উদাসীন হইয়াছেন (উঃ—

প্রাণ যায়!)—আমি তাঁহার বন্ধু—না, না, না, ও কথা বলিবার আমার অধিকার নাই; তিনি পবিত্র; আমি পাপী; তিনি উদারতার আদর্শ; আমার হৃদয় পিশুনতায় পূর্ণ; তিনি বিশ্বাসের অদ্বিতীয় স্তম্ভ; আমি অবিশ্বাসী। তবে তিনি সরলতাগুণে আমাকে বন্ধু বলিতেন (উঃ! অসহ্য যন্ত্রণা! নিস্তব্ধ) কিন্তু আমি তাঁহার প্রকৃত বন্ধু নয়, আমি তাঁহার কপট বন্ধু," এই বলিয়া যন্ত্রণায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অ। তুমি কি সত্যই বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করিয়াছ?

আ। "একরকম করেছি বইকি? (উঃ—অসহ্য যন্ত্রণা!) তিনি বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে তাঁহার স্ত্রীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি ইন্দ্রিয়ের অনুরোধে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিলাম কৈ?"

অ। তবে কি তুমি সে সরলার সতীত্ব-কুসুমটী নষ্ট করিয়াছ?

আ। না, না, না, অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত—পবিত্র দেবকুসুম; তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। (প্রাণ যায়! নিস্তব্ধ) সে বাসনের আশা, সফল হয় নাই; অকারণ তাহাকে কষ্ট দিয়াছি; জগতের সুখে বঞ্চিত করিয়াছি। (উঃ—বড় যন্ত্রণা! নিস্তব্ধ)

অমরনাথের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন,—"তবে কি সে কুসুমটী মনোহর বিশ্ব-উদ্যানে চিরকালের জন্য শোভা বিতরণে বঞ্চিত হইয়াছে?"

আহত বলিল,—"তা বলিতে পারি না! আমি এইটুকু মাত্র জানি; যখন সে কথায় বা ভয়ে আমার বশে আসিল

না, তখন একদিন রাত্রে তার ঘরে ঢুকিয়া বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া আনিলাম, পালকিতে পুরিয়া চাবী বন্ধ করিলাম। বেহারারা সেখান ছিল, তাহারা অমনি পালকি উঠাইয়া শন্ শন্ করিয়া চলিয়া গেল।”

অ। কোথায় গেল?

আ। এই খানে—

অ। এই খানে আনিয়া বুঝি অভিলাষ পূর্ণ করিতে?

আ। আমার উদ্দেশ্য তাহাই ছিল।

অ। এটা তবে সতীত্বের প্রজ্বলিত চিতা? তোমার ইন্দ্রিয়সুখের গুপ্ত কেলিনিকেতন?

আ। পূর্ব্বে তাহাই ছিল, এখন আমার শেষ চিতা, পাপের ফলভূমি।

অ। তার পর কি হইল?

আ। তার পর চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে। পথি-মধ্যে একদল দস্যু আসিয়া আক্রমণ করিল, বেহারা-কজন সে আক্রমণে পর্ব্বতের মূলে পড়িল; আমাকেও গাছে বাঁধিয়া পালকি লইয়া জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। তার পর কি হইল, আমি জানি না।

অ। তোমার এ দশা কে করিল?

আ। দস্যুতে।

অ। কেন?

আ। টাকা দিই নাই বলে।

অ। টাকা কি ধারিতে?

আ। না, (উঃ—প্রাণ যায়!) না, ধারিতাম না।

অ। তবে কি?

আ। সে গুহ্য কথা।

অ। যা বলিলে এর চেয়েও?

আ। এর চেয়েও বটে কিন্তু (যাতনা অসহ্য উঃ—এই কি পাপের চরম শাস্তি? বোধ হয় নয় উঃ—আরও বাকি আছে, অতি পাপী—নিস্তব্ধ) এখন ভয় নাই, প্রকাশ হলে যে ফল, সে ফল পাইয়াছি।

অ। তবে বলিতে পার—

"হ্যা, পারি শুনুন", এই বলিয়া আহত ক্ষণ কাল কি ভাবিল, চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল, তার পর বলিতে আরম্ভ করিল,—

"আমার কলঙ্ক বাজিয়া উঠিল, দেশে মুখ দেখাতে পারি না; অমরনাথকে প্রাণে না মারিলে কলঙ্ক ঢাকে না, আশঙ্কাও ঘোচে না; (বড় তৃষা—গলা শুকিয়ে উঠেছে, জল—জল—জল) (নিস্তব্ধ)

অমরনাথের কমণ্ডলুতে জল ছিল, তিনি সেই জল আনিয়া দিলেন; আহত জলপান করিয়া তৃষা শান্তি করিল, তার পর আবার বলিতে লাগিল,—

তাঁকে মারিবার জন্য এদের সঙ্গে গোপনে পাঁচ শত টাকার বন্দোবস্ত করিলাম,—একশত টাকা অগ্রে দিলাম; কার্য্য শেষ হলে বাকি টাকা দিব; এই সর্ত্ত রহিল।

ঈশ্বর ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন! তাহারা অমরনাথকে মারিতে গিয়া, একজন নিরপরাধের প্রাণদণ্ড করিল।

অ। নিরপরাধের—কার?

আ। অনাদিনাথের সম্বন্ধী—হেমেন্দ্রের—

অ। তাকে কেন মারিলে?

আ। অন্ধকারে চিনিতে না পেরে।

অমরনাথের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল; হৃদয়ের উচ্চ আবেগে কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু বলিলেন না; ক্ষণকাল অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। "তার পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—" আর ও কিছু থাকে বল? কর্ণ আছে শুনিব?"

আ। আপনার পবিত্র হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, জানিতে পারিয়াছি। তাহতে পারে; সাধুদিগের অন্তঃকরণ অতি কোমল, পাপের কথা শুনিলেই কাঁপিয়া ওঠে।

অ। আমার হৃদয় কাঁপেনি, তুমি বল স্থির হইয়া শুনিব।

আহত বলিল,—" আর কাঁপিবার কথা নাই, এখন পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা।"

অ। আচ্ছা বল—

আ। তার পর তারা আমার নিকট টাকা চাহিল, আমি বলিলাম, যাহাকে মারিবার কথা, তাহাকে মারি[illegible]র নাই, টাকা দিবনা। (উঃ—জল—জল—জল—)

অমরনাথ আবার জল দিলেন।

আহত আবার বলিল,—" তারা রেগে বলিল—তবে তোমাকে এক দিন সেই পথে পাঠাইয়া টাকার ক্ষতি পূরণ করিব।"

অ। আজ বুঝি সেই ক্ষতি পূরণ করিয়াছে?

আ। হ্যাঁ, মহাশয়! বড় যাতনা! প্রাণও যায় না, আর সহ্যও হয় না, এচ্চে একেবারে যদি মেরে ফেল ত, তা হলে ভাল ছিল—উঃ—আর সহ্য করিতে পারি না?

অ। মানবজীবন, গুরুতর আঘাতে এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, এটী তোমারও ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ব্বে জানিত না। এখন ঠেকিয়াছ, তাই জানিতে পারিতেছ। হেমেন্দ্র যেদিন এইরূপ দারুণ যাতণা ভোগ করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিল, সে দিনও হৃদয় কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করেনি, বরং আনন্দে নাচিয়াছিল।

আ। তা মিথ্যা নয়? মহাশয়! পাপীদিগের পাপময় হৃদয়, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন; পরের দুঃখে গলে না, নিজের সুখদুঃখ ভাল বোঝে।

অদূরে হঠাৎ পদশব্দ হইল; অমরনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন কে আসিতেছে। অমনি ক্ষিপ্রপদে একটী বৃক্ষের অন্তরালে সরিয়া পড়িলেন।

বিকটাকার চার মূর্ত্তি আসিয়া ভূশয্যাশায়ীর নিকট দাঁড়াইল; এক জন বলিল,—"শালা লোক এখনও মরেনি? কি কঠিন প্র.....!

অপর এক জন বলিল,—"রস্! এখনও হয়নি, আমি ঠিক করে দিচ্চি", এই বলিয়া একখানি ছুরী বাহির করিল, চক্ষের ভিতর পুরিয়া দিয়া চক্ষু দুইটী তুলিয়া ফেলিল। আহত "মলাম মলাম," বলিয়া চেঁচিয়া উঠিল। তার পর আপাদমস্তক ছুরিকাদ্বারা বিঁধিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে আহতের আর সাড়া শব্দ রহিল না, লোকলীলা সম্বরণ করিল।

তখন আর একজন বলিল,—'আর সাড়া নেই—মরিয়াছে ; চল লাস গাপ করিগে ?"

সকলেই তাহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া গেল।

অমরনাথ গাছের আড়াল হইতে সমস্তই দেখিলেন। দেবালয়ে পুনরায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন, আর নিদ্রা গেলেন না ; চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তাহাদিগের নিষ্ঠুরতার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে প্রভাত হইল ; তিনি আবার শৈলশৃঙ্গাভিমুখে চলিলেন ; চিন্তা তাঁহার সহচর হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শৈলেশ্বর দর্শন।

নির্ম্মল আকাশে দ্বিতিয়ার শশিকলা উদিত হইয়া সুস্নিগ্ধ কিরণ দ্বারা বনস্থলীর উত্তাপ হরণ করিতেছেন ; বনস্থলীও হাসিতে হাসিতে সেই সুশীতল কিরণে অঙ্গ ঢালিতেছে। নির্ঝর-কণাসিক্ত-সমীরণ কুসুমশয্যা পরিত্যাগ করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে সঞ্চরণ করিতেছে। বৃক্ষ সকল মস্তক ঈষৎ কম্পিত করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে। অমরনাথ সেই সুখকর বায়ু সেবন করিতে করিতে সন্ধ্যার পর শৈলশৃঙ্গে উপস্থিত হইলেন।

শৈলশৃঙ্গ অতি পবিত্র স্থান ; পূর্ব্বকালে অনেক যোগী সেই স্থান আশ্রয় করিয়া সমাধিদ্বারা পরমব্রহ্মে আত্মসমর্পণ

করিতেন। এখনও অনেক মহাপুরুষ সেইখানে অবস্থান করেন। স্থানটী অতি রমণীয়; দেখিলেই চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়, হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। বৃক্ষ সকল অকাতরে প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু ফল প্রসব করে; নিঝরিনীর জল অতি স্নিগ্ধ ও সাস্থ্যকর।

সেই শৈলশৃঙ্গে শৈলেশ্বর নামক এক অনাদিলিঙ্গ আছেন। অগ্রে তাঁহাকে দেখিতে অমরনাথের ইচ্ছা হইল। কিছু দূর গিয়া তিনি সেই মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক কোণে একটী দীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে; শৈলেশ্বরের সম্মুখে এক নবীনা ভৈরবী বসিয়া একমনে পূজা করিতেছেন। ভৈরবীর আকার কমনীয়, রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; মুখ প্রদোষ কমলের ন্যায় মলিন, কিন্তু মনেঃ-জ্ঞতাপূর্ণ। আকুঞ্চিত চূর্ণ কুন্তল, সেই মুখকে আবৃত করিয়া শৈবালযুক্ত পদ্মিনীর ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ কেশ-কলাপ, পৃষ্ঠদেশে অধিকার করিয়া সান্দ্রজলদজালজড়িত স্থির সৌদামিনীর শোভা বিস্তার করিতেছে। হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা; পরিধেয় গেরুয়াবসন।

ভৈরবী, এক একবার পূজা করিতেছেন, আর মধুরস্বরে স্তব পাঠ করিতে করিতে কক্ষ্যবাদ্য গালবাদ্য করিতেছেন। চিত্তের এত একাগ্রতা যে, অমরনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করি-লেন, পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, কিছুই জানিতে পারিলেন না; চিত্ত একেবারে ধ্যানে বিলীন।

অমরনাথ প্রথমে তাঁহার লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, পরে তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পাছে পূজার ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে আর অগ্রসর হইলেন না; দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্রমে ভৈরবীর পূজা সমাপন হইল; উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শৈলেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পুনর্ব্বার যেমন আসনের নিকট আসিলেন, অমনি দ্বারে এক মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। (সে অমরনাথের মূর্ত্তি) আসন পরিত্যাগ করিয়া গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

অমরনাথ, দেখিলেন, ভৈরবীর পূজা হইয়াছে, এখন যাইবার কোন হানি নাই, মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; শৈলেশ্বরকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার দৃষ্টি ভৈরবীর প্রতি আবার পড়িল; ভৈরবীর আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইলেন।

নিশাকালে অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া প্রথমে ভৈরবী ভীতা হইয়াছিলেন, তার পর যখন দেখিলেন, অপরিচিতের আকার সৌম্য, পবিত্রতা মাখা; মুখমণ্ডল নির্ম্মল ধর্ম্মজ্যোতিঃ ধারণ করিয়াছে। বেশভূষা উদাসীনের ন্যায়; তখন তাঁহার আশঙ্কা কমিল, স্থির ভাবে সেই খানেই দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"ইহাঁকে যেন কোথায় দেখিয়াছি? বাবার কাছে অনেক সন্ন্যাসী, অনেক ব্রহ্মচারী আসেন; সেইখানেই কি দেখিয়াছি? না, আমার তাত বোধ হয় না; তাহলে একে দেখে মনে আনন্দের উদয় হইবে কেন? হৃদয়ের পরিচিত বলে বোধ হচ্চে; মন আমার বলে জানিয়ে দিচ্চে, তবে ইনি কি আমার? তাই বা কেমন করে সম্ভবে? তিনি এখানে আসিবেন কেন? আমায় খুঁজিতে; এমন কি ভাগ্য! তবে

উদাসীনের বেশ কেন? যাকে নিয়ে সংসার, তার বিরহে; সে ভালবাসা পুরুষের পক্ষে নয়? সন্দেহ মিটিল না! বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।”

ভৈরবী এইরূপে কল্পনাক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবালয়ের আল প্রদীপ্ত নয়, মিট্ মিটে—পূর্ণ অবয়ব প্রকাশে অক্ষম; তাতে আবার অমরনাথের প্রশস্ত দাড়িতে মুখের বারআনা ভাগ ঢাকিয়া গিয়াছে; কেশরাশি লম্বিত হইয়া কতক পরিমাণে জটার আকার ধারণ করিয়াছে; সম্মুখস্থ চুলগুলি ললাটের উপর পড়িয়া মুখের অবশিষ্টাংশ প্রায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাই ভৈরবী চিনেতে পারিলেন না।

অমরনাথ, ভৈরবীর পবিত্র আকার দেখিয়া পরিচয় লইতে ইচ্ছা করিলেন; তিনি বলিলেন,—“দেবি! তোমার অল্প বয়সে অদ্ভুত ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া আমি প্রীতি লাভ করিয়াছি; তুমি এখানে কত দিন আছ?”

ভৈরবী মধুর বাক্যে বলিলেন,—“প্রায় দুই বৎসর”

অ। পূর্ব্বে কোন স্থান পবিত্র করিয়াছিলে?

ভৈ। সতী তীর্থে।

অ। সতী তীর্থ কোথা?

ভৈ। কর্ম্মভূমিতে—

অ। কৈ আমিত দেখি নাই? কোন উদাসীনের মুখেও শুনি নাই?

ভৈ। সে স্ত্রীলোকের তীর্থ; পুরুষেরা সে তীর্থে যান না, তাই জানেননা।

অ। সে স্থান পরিত্যাগ করিলে কেন?

ভৈ। দৈব দুর্ব্বিপাকে।

ভৈরবীর কণ্ঠস্বর, অমরনাথের পরিচিত বলিয়া বোধ হইল; তিনি তরল মেঘাবৃত চন্দ্রমার ন্যায় অলকামণ্ডিত ভৈরবীর মুখকমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; আবার মুখ অবনত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

উভয়েই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তার পর ভৈবরী বলিলেন,—

"ভগবান! যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন, তবে আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি"—

অমরনাথ বলিলেন,—"দেবি! আমি এক্ষণে উদাসীন"—

ভৈ। পূর্ব্বে কি ছিলেন?

অ। গৃহী—

ভৈ। সে আশ্রম কেন ত্যাগ করিলেন?

অ। দৈবের প্রতিকূলতাচরণে—

ভৈ। কত দিন উদাসীন হইয়াছেন?

অ। প্রায় দুই বৎসর।

ভৈরবীর হৃদয় টলিল। তিনি বলিলেন,—"এখন কোথা থেকে আসিতেছেন?"

অ। কাশী হইতে—

ভৈ। আপনার নাম?

অ। অমরনাথ।

ভৈরবীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, শরীর অবশ হইয়া পড়িল; দেয়ালে ঠেশান দিয়া দাঁড়াইলেন। অপরিচিতের আপাদমস্তক

চাহিয়া দেখিলেন; হৃদয়ে যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই মূর্ত্তির সঙ্গে মেলাইলেন; কিছু তফাত হইল। তাঁহার নবীন গোঁপ, ইহাঁর প্রকাণ্ড দাড়ি; তাঁহার চুল খাট; ইহাঁর কেশ অসম্পূর্ণ জটাকারে লম্বিত; তাঁহার রঙ নির্ম্মল গৌরবর্ণ; ইহাঁর রঙ প্রভাত-শশীর ন্যায় প্রভাহীন; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ; ইহাঁর দেহ কৃশ। ভৈরবী মহা গোলে পড়িলেন।

ভৈরবী! মিলিল না বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিওনা; ভাল করিয়া দেখ; মনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মেলাও—শেষে যেন ঠকনা।

ভৈরবী আবার অপরিচিতের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নয়নে তুলিয়া লইলেন, চক্ষু মুদিয়া হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে বসাইলেন; তন্ন তন্ন করিয়া মিলাইলেন। এখন মিলিল। ভৈরবীর চক্ষে জল আসিল; কমলদলে জল কতক্ষণ থাকে? জল গড়াইয়া গণ্ডে পড়িল; অমনি মুছিয়া ফেলিলেন; যাহা এত দিন ভাবিতেছিলেন, তাহাই পাইলেন; হৃদয় আনন্দে ভাসিতে লাগিল। তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনার পূর্ব্বে বাস ছিল কোথায়?।"

অ। সুন্দরপুরে—.

ভৈরবী বলিলেন,—"একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, সে অনধিকার চর্চ্চা; কিন্তু কি করি আশা প্রবল; যদি ক্ষমা করেন, তবে প্রশ্ন করি।"

অ। তোমার কথায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বিনা সঙ্কোচে প্রশ্ন কর; আমি উত্তর দিব।

ভৈ। আপনার পিতার নাম কি?

অ। বাস্তবিক এটী অনধিকার চর্চ্চা; যাহা হউক আমি সত্যে আবদ্ধ। আমার পিতার নাম ৺নরনাথ মুখোপাধ্যায়।

"তবে ঠিক হয়েচে; আকারে মিলেচে; পরিচয়ে মিলেচে; মনও পূর্ব্বে বলিয়া দিয়াছে; আর সন্দেহ কি?" এই ভাবিয়া ভৈরবী অমরনাথকে বলিলেন,—

"দেব! আপনি ব্রাহ্মণ, জগতের নমস্য; এতক্ষণ প্রণাম না করে অন্যায় করেছি। প্রণাম করি; অপরাধ নেবেন না",

এই বলিয়া ভৈরবী অমরনাথকে প্রণাম করিলেন।

"তোমার বাসনা পূর্ণ হউক," বলিয়া অমরনাথ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ভৈ। আপনার বাক্যে যেন তাহাই হয়?

অমরনাথ বলিলেন,—"দেবি! আমারত পরিচয় পাইলে, তোমার পরিচয় অসম্পূর্ণ, যদি আমার প্রীতি সম্পাদন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সম্পূর্ণ কর।"

ভৈ। আপনি কি জানিতে ইচ্ছা করেন বলুন?

অ। তোমার নাম কি?

ভৈ। আমার নাম ভৈরবী।

অ। ভৈরবীত ত নাম নয়—ওটী আশ্রমের উপাধি।

ভৈ। আর আমার নাম কৈ? সকলেই আমাকে ভৈরবী বলিয়া ডাকে; একিই আমি নাম বলে জানি।

অ। তুমি যে আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছ, সে আশ্রমের মতন কথাত হল না।

ভৈ। কেন? অন্যায় কি হইয়াছে?

অ। শঠতা এ আশ্রমের ধর্ম্ম নয় ?

ভৈরবী কিছু লজ্জিতা হইলেন, মুখ অবনত করিয়া বলিলেন, " শঠতা কোন আশ্রমের ধর্ম্ম নয় ? আমিও কখন করিনা।"

অ। তবে কেন করিতেছ ?

ভৈ। ভয়ে।

অ। কি ভয় ?

ভৈ। পাছে ঘৃণা করেন ?

যার আকার কমনীয়, স্বভাব পবিত্র, বাক্য মধুর, তার নামে কখন ঘৃণার উদয় হইতে পারে?

ভৈ। জানি কি, ভাগ্যদোষে—

অ। ও তোমার অমূলক আশঙ্কা—

ভৈ। সময়ে বদ্ধমূল হবে নাত ?

অ। না, তোমার নাম বল –

ভৈ। একান্তই কি বলতে হবে ?

অ। হ্যাঁ দেবি !

ভৈ। তবে বলি, ঘৃণা করেন, আর বলিবনা; আমার নাম প্রমোদিনী ?

অ। কি প্রমোদিনী ?

ভৈ। হ্যাঁ, প্রমোদিনী—

অ। কি বলিলে আবার বল—কর্ণ শীতল হউক।

ভৈ। আমার নাম প্রমোদিনী।

অমরনাথের হৃদয় কাঁপিল ; স্বপ্নদর্শন ভ্রম জন্মিল ; জাগ্রত কি নিদ্রিত, তিনি কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না ; ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মুখে বাক্য নাই ; নয়ন নিস্পন্দ হইয়া

ভৈরবীর অঙ্গযষ্টি আশ্রয় করিল। কিছু ক্ষণ পরে এ ভাব তিরোহিত হইল। তিনি বলিলেন,—"পূর্ব্বে তোমার বাস ছিল কোথায় ?"

ভৈ। আপনার যেখানে ?

অ। আমারত সুন্দরপুরে।

ভৈ। আমারও তাই।

অ। সুন্দরপুরে কি তোমার জন্মভূমি ?

ভৈ। না।

অ। তুমি বাল্যকাল থেকে এ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছ কি?

ভৈ। না।—

অ। তবে তোমার বিবাহ হইয়াছিল ?

ভৈরবী আর হাসি রাখিতে পারিলেন না, সেই কোমল ঠোঁট দুখানি টিপিয়া একটু মধুর হাসি হাসিলেন; অতঃপর বলিলেন, —" আর আমি কোন লজ্জায় না বলিব; এক রকম হয়েছিল বৈকি ?

অ। তবে সুন্দরপুর তোমার শ্বশুর বাড়ী ?

ভৈ। আমার বিবেচনায়ত তাই, তবে—

অ। তবে কি ?

ভৈ। না, ওকিছু নয়; ওটা কথার ধো।

অমরনাথের মনে সন্দেহ হইল, তিনি আবার বলিলেন,— "তোমার পতির নাম কি ?"

ভৈরবী মুচ্কে হাসিলেন—অধোবদনে নখ খুঁটিতে লাগিলেন; কিছু উত্তর দিলেন না; মনে মনে ভাবিলেন, " এ বড় মন্দ নয় ? সমস্যা খুব ?"

অমরনাথ ভৈরবীকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন,—“ ভদ্রে! তুমি অমন করিয়া রহিলে কেন?”

ভৈ। আপনার গতিক দেখে।

অ। আমার আবার গতিক কি?

ভৈ। এমন কিছু নয়! বলি ও রোগ ছাপা থাকবার নয়?

অ। কি রোগ?

ভৈ। বায়ু রোগ।

অ। কার?

ভৈ। যিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

অ। আমার—কিসে?

ভৈ। কথায়?

অ। কি অসম্ভব কথা বলিলাম?

ভৈ। যা বলেছেন, তাতেই রোগ ধরা পড়েছে; আর বেশী আবশ্যক নাই—ওর চেয়ে বেশী হতে গেলে বাঁধিতে হবে?

অ। আমারত অন্যায় বলে বোধ হচ্চে না—

ভৈ। তাহলে রোগ হবে কেন?

অ। কি অন্যায় দেবি?

ভৈ। স্ত্রী লোকে কে কোথায় স্বামীর নাম বলে থাকে?

তখন অমরনাথ লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—“ও হো! ওটা ভুল হইয়াছে। আচ্ছা, তোমার পতিকে দেখিলে চিনিতে পার?”

ভৈ। আমি পারি, কিন্তু তিনি পারেন কিনা সন্দেহ?

অ। পতি, স্ত্রীকে চিনিতে পারিবেনা, এটা অসম্ভব কথা!

ভৈ। না, পুরুষের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব; তাঁদের হৃদয় কঠিন; সহজে মূর্ত্তি অঙ্কিত হয় না।

অ। তাও কি হতে পারে? স্ত্রী যে অর্দ্ধেক অঙ্গ, সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী।

"আপনি কি শকুন্তলা উপাখ্যান পড়েন নি?" এই কথা বলিয়া ভৈরবী, কেশের মধ্য হইতে একটী অঙ্গুরী বাহির করিয়া, অমরনাথের হস্তে দিলেন।

অমরনাথ, অঙ্গুরী লইয়া আলোর নিকটে গেলেন; অঙ্গুরী চিনিতে পারিলেন; তাহাতে যে নাম খোদা আছে? তাহাও পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন—"এ অঙ্গুরী আমার, আমারি নাম লেখা আছে; আমি প্রিয়াকে এ অঙ্গুরী দিয়াছিলাম, ভৈরবী পেলে কোথা থেকে? তবে কি এ ভৈরবী সত্য সত্যই আমার হৃদয়েশ্বরী? আমার বোধ হয়, তাহাই হইবে; তাহা না হইলে একে দেখিয়া আমার হৃদয় এত চঞ্চল হইল কেন? প্রাণ কাঁদিতেছে কেন? পরস্ত্রী হলে কখনই আমার চিত্তের এরূপ ভাব জন্মিত না। ইহার আকার ঠিক প্রিয়ার মতন, কণ্ঠস্বর তাহার স্বরের অনুরূপ, চতুরতাও ঠিক তাহার মতন। আর সন্দেহ নাই; এ নিশ্চয়ই আমার জীবনপ্রতিমা।"

অমরনাথের আবার সংসারে প্রবৃত্তি জন্মাইল। তিনি ভৈরবীর নিকটে আসিলেন, চুলগুলি সরাইয়া মুখ দেখিলেন; তার পর তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে! তুমিই আমার শকুন্তলা, আমায় ক্ষমা কর। রাহুভয়ে ও শশিমুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে, তাই এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই।"

নারীহৃদয়ে আর কতক্ষণ ধৈর্য্য থাকে? ভৈরবীর ধৈর্য্য অপনীত হইল; শোক উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল; অন্তরের উচ্চ আবেগ আর সহ্য করিতে পারিলেন না? ভৈরবী অমরনাথের

স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন। সে বিশাল নয়নে জল ধরিল না; বর্ষাকালের নদীর ন্যায় বেগ ধারণ করিল; অমরনাথের পৃষ্ঠের উপর দিয়া প্রবাহিত হইল; উত্তরীয় বসন ভিজিয়া গেল।

অমরনাথও কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্ষণকালের পরে অমরনাথ ধৈর্য্য ধারণ করিলেন; উত্তরীয় বসন দ্বারা প্রিয়ায় নেত্রজল মুছাইয়া দিলেন; উভয়েই সেই-খানে বসিলেন।

ভৈরবী বলিলেন,—"হৃদয়েশ্বর! আবার যে তোমার দেখা পাব, একত্র বসে মনের দুঃখ বলিব, স্বপ্নেও এ আশা করিনি; এ কেবল শৈলেশ্বরের কৃপায়।"

অমরনাথ বলিলেন,—"সুন্দরি! তুমি দস্যুর হাতে পড়িয়া-ছিলে; এখানে কি করে এলে?"

ভৈ। তুমি জানিলে কি করে? নরাধম শরচ্চন্দ্র ছাড়া আর ত কেউ জানে না?"

অ। আমি কি করে জানিতে পারিলাম পরে বলিব, সুধু এ কথা নয়, আরও অনেক ঘটনা হইয়াছে, সময়ে জানিতে পারিবে?

ভৈরবী বলিলেন,—"নাথ! দস্যুরা তোমার কপট বন্ধুর মতন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির লোক নয়? তাদের কতক অংশে ধর্ম্মের পবিত্র আলো দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আমাকে এক দুর্গম বনে নে গেল, আমার কাছে যা ছিল, তাই লইয়া সন্তুষ্ট হইল, আর কোন অত্যাচার করিল না: আমাকে বন্ধনা-বস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল।"

অ। তোমাকে উদ্ধার করিল কে?

ভৈ। এখন যে মহাপুরুষের কাছে আছি, তিনিই।

অ। তিনি সেখানে কেন গিয়াছিলেন?

ভৈ। তা বলিতে পারি না—দস্যুরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ উপস্থিত হইলেন, আমাকে দেখিয়া বন্ধন খুলিয়া দিলেন; আমার অবস্থার কথা শুনিলেন; দয়া হইল; আমাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আনিলেন।

অ। সেই অবধি কি এইখানে আছ?

ভৈ। হ্যাঁ, আমাকে তিনি কন্যার মতন স্নেহ করেন; আমিও তাঁকে বাবা বলিয়া ডাকি।

ভৈরবী এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে, দীর্ঘ জটাজূটধারী এক তাপস দ্বারে আসিয়া বলিলেন,—

"বৎসে! এখনও কি তোমার পূজা হয় নাই?"

ভৈরবী অমনি উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিলেন; অমরনাথও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ভৈরবী বলিলেন,—

আমার পূজা অনেকক্ষণ হইয়াছে, আমি ইঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।"

তা। উনি কে?

ভৈ। এখন অতিথি।

তাপসের জ্যোতির্ম্ময় আকার দেখিয়া অমরনাথের মনে ভক্তিরসের আবির্ভাব হইল; অমরনাথ তাপসকে অভিবাদন করিলেন।

তাপস বলিলেন,—"বৎস! তোমার নাম কি?

অমরনাথ বলিলেন,—"আমার নাম অমরনাথ"।

তা। বোধ হয় এখনও আতিথ্য গ্রহণ করা হয় নাই?

অ। ভৈরবী বাক্য দ্বারা যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করিয়াছে; আমিও সন্তুষ্ট হইয়াছি।

"আমার আশ্রমে এস?" এই বলিয়া তাপস অগ্রবর্ত্তী হইলেন; অমরনাথ এবং ভৈরবী তাঁহার অনুগমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্বমিলন।

পরদিন প্রাতঃকালে অমরনাথ তপসাশ্রমের সম্মুখস্থ এক পাষাণখণ্ডের উপর বসিয়া আছেন; দক্ষিণপার্শ্বে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন পাতা। প্রমোদিনী ওরফে ভৈরবী, পর্ণ-কুটিরের অভ্যন্তরে বসিয়া একখানি পুথী দেখিতেছেন।

এমন সময় তাপস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমরনাথ তাপসকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাপস ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে বসিলেন, এবং অমর-নাথকে বসিতে বলিলেন।

অমরনাথ শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন। তাপস অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বৎস! তুমি কি উদ্দেশে এখানে আসিয়াছ?"

অ। গুরু অনুসন্ধানে—

তা। তিনি এ পর্ব্বতের কোন স্থানে থাকেন?

অ। জানি না—

তা। তাঁহার নাম কি?

অ। তাও জানি না?

তা। তবে তুমি কি করে গুরু অন্বেষণ করিবে?

অমরনাথ নিস্তব্ধ হইলেন, তাপসের আপাদমস্তক বারম্বার দেখিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন,—"আমি যাঁহার অনুসন্ধান করিতেছি, তিনি সম্মুখে বসিয়া আছেন।"

"তুমি কি করে জানিলে?" এই কথা বলিয়া তাপস একটুকু হাসিলেন।

অমরনাথ বলিলেন,—"কাশীতে যে মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি আমাকে এই কথামাত্র বলিয়াছিলেন যে, ঠিক আমার অনুরূপ এক যোগী শৈলপর্ব্বতের তৃতীয় শৃঙ্গে আছেন, তাঁহার কাছে গেলে তোমার মানস পূর্ণ হইবে। আমি তাঁহার কথানুসারে এখানে আসিয়াছি, আপনাকে তাঁহার সদৃশ দেখিতেছি; এই অনুমানে।"

তাপস বলিলেন,—"বৎস! আমি তোমার অনুমানে সন্তুষ্ট হইলাম।"

পর্ণকুটিরে নবীন পাঠিকার পাঠ বন্ধ; তাঁহার মন আর পাঠে নাই, কর্ণকে সঙ্গে লইয়া একেবারে আশ্রমের বাহিরে। একবার অমরনাথের কাছে, একবার তাপসের কাছে ছুটোছুটি করিতেছে। নয়ন লজ্জার খাতিরে পৃথ্বীর পাতে ভূতের ব্যাগার খাটিতেছে। নয়ন কি দেখিতেছে? নয়ন,—সাদা, কাল, রাঙা, অমরনাথ, কখন কখন দায়ে পড়া যা দুই একটা বর্ণ দেখিতেছে। এত লজ্জা কেন? এত নূতন দেখা নয়। অনেক দিনের পর

মিলন হইলে, পুরাতনও নূতন হইয়া পড়ে! শৈলেশ্বরত এক-বার লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন? সে মিট্ মিটে আলোয়! কেউ ছিল না। এ দিনের আলো—সম্মুখে তাপস।

তাপস আবার বলিলেন,—"বৎস! এখন তোমার সম্মুখে দুইটা পথ প্রশস্ত। পূর্ব্বে যে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ সুধাংশুকে অদৃষ্ট রাহুমুখে বিলীন দেখিয়া, একেবারে অনুরাগশূন্য হইয়াছিলে। এক্ষণে সে পথের সে অবস্থা নাই; চন্দ্রমা কালসহকারে নির্ম্মুক্ত হইয়া কলেবরের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন; সুস্নিগ্ধ মরীচিমালা বিস্তার করিয়া নিরন্তর অনন্ত সুখ প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন। আর যে জটিল পথের মূলে তুমি এখন দণ্ডায়মান, সে পথ সংস্কারের উপ-দেষ্ট্য বর্ত্তমান। এখন তুমি কোন পথে যাইতে ইচ্ছা কর?"

অমরনাথ, মহা বিপদে পড়িলেন; একদিকে প্রণয়িনীর অনুরাগ; অপর দিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি; উভয়েই উভয় দিক হইতে আকর্ষণ করিতেছে। অমরনাথ মধ্যবর্ত্তী হইয়া, একবার প্রিয়ার অনুরাগে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন, আবার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দিকে টলিয়া পড়িতেছেন; অমরনাথ কোন পক্ষ যে অবলম্বন করিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম চলিল; তার পর ধর্ম্মপ্রবৃত্তির জয় হইল।

অমরনাথ বলিলেন,—"ভগবন্! পূর্ব্বপথের সুখ অচিরা-স্থায়ী, দুঃখ প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদাই তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। বিবেক চক্ষে দেখিলেও সুখ সুখের মধ্যে গণ্য নহে?

যে পথে এখন পদার্পণ করিয়াছি, যদিচ এ পথে আপাততঃ কষ্ট, চরমে নির্ম্মল অপরিসীম সুখ, সে সুখের ক্ষয় নাই। আমার বিবেচনায় তাহার অনুবর্ত্তী হওয়াই কর্ত্তব্য।

এই কথায় পর্ণকুটীরে ভৈরবীর হৃদয় কাঁপিল; চক্ষে জল আসিল, মুখকান্তি মলিন হইয়া পড়িল। নয়ন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, পুথী ছাড়িয়া অনুরাগের সহায়তা করিতে চলিল। পবিত্র প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি অমরনাথের মুখে পড়িল, এ দিকে মন তাপসের চরণে পড়িয়া স্তব স্তুতি করিতে লাগিল, "উপদেশ দ্বারা নবীন সন্ন্যাসীকে সংসারী করুন," এই ভিক্ষা চাহিল।

তাপস বলিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য, কিন্তু জগৎ সময়ের অধীন; সকল বিষয় সময়কে অপেক্ষা করিয়া থাকে। বীজ রোপণ করিলেই অঙ্কুর উৎপত্তি হয় না; অঙ্কুর হইলেই ফল প্রসব করে না; ফল জন্মিলেই কিছু পক্কতাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। কেন হয় না? সময় হয়নি বলে। তেমনি তোমারও এখন সময় হয়নি; আবার তোমাকে সংসারাশ্রমে প্রবর্ত্ত হইতে হইবে।"

অ। কেন প্রভো!

তা। তোমার এখনও সংসার আশ্রমের সম্যক অনুষ্ঠিত কার্য্য শেষ করা হয় নাই।

অমরনাথ, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিলেন; দৃষ্টি কুটিরের দিকে পড়িল। নবীনা ভৈরবীর দৃষ্টি, পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরভাবে অমরনাথের প্রতি নিপতিত ছিল, অমরনাথ

যেমন কুটিরের দিকে চাহিলেন, অমনি প্রণয়িণীর দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইল।

অমরনাথ দেখিলেন,—কুটিরবাসিনীর আকার মলিন; দৃষ্টিমূলে জলপ্লাবন হইতেছে। আর কি রক্ষা আছে? সন্ন্যাসীর মাথা ঘুরিয়া পড়িল; মন গলিয়া গেল। অনুরাগ অমরনাথের পেচু পেচু ফিরিতেছিল, সময় পাইয়া একেবারে তাহার হৃদয় অধিকার করিল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, দেখিল বড় বে গোচ, মানে মানে রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িল।

ভৈরবী! আর ভয় নাই—এ যুদ্ধে জয় তোমার হইল। যে দৃষ্টি! ও দৃষ্টিতে সুরাসুরের মন মুগ্ধ হয়, একি? সামান্য মানবহৃদয় বৈত নয়? সন্ন্যাসীর ধর্ম্মবুদ্ধি অটল, তাই তোমাকে এত কষ্ট করিতে হইল।

অমরনাথ আবার বলিলেন,—

"ভগবন্! এ পথের উপায় কি এ জন্মে হইবে না?

তা। কেন হইবে না?

অ। কি করে?

তা। সংসারাশ্রমে কি ধর্ম্ম সঞ্চার হয় না?

অ। সে ধর্ম্মে ভববন্ধন কাটে না?

তা। কেন কাটিবেনা? উপায় আছে—

অ। তাতে আপনার কৃপা আবশ্যক।

তা। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ দিব, তুমি সেই মত কার্য্য করিও, আমিও মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব; সময় হইলেই এখানে আনিয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।

অমরনাথ তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিছুদিন সেই খানে থাকিয়া উপদেশ গ্রহণ করিলেন। তার পর প্রণয়িনীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সমাপ্ত